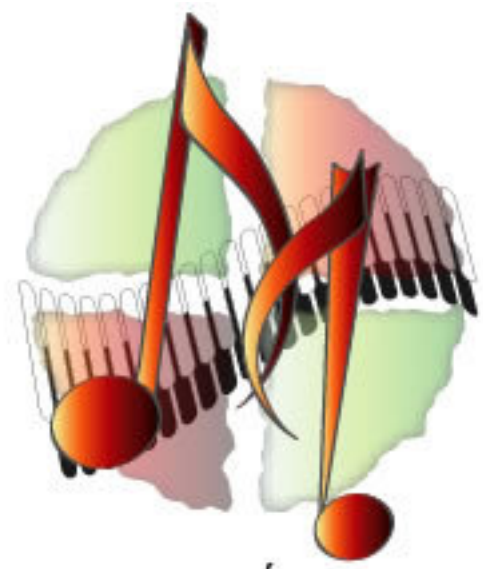

www.murchona.com

Durbin by Shirshendu Mukhopadhyay

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

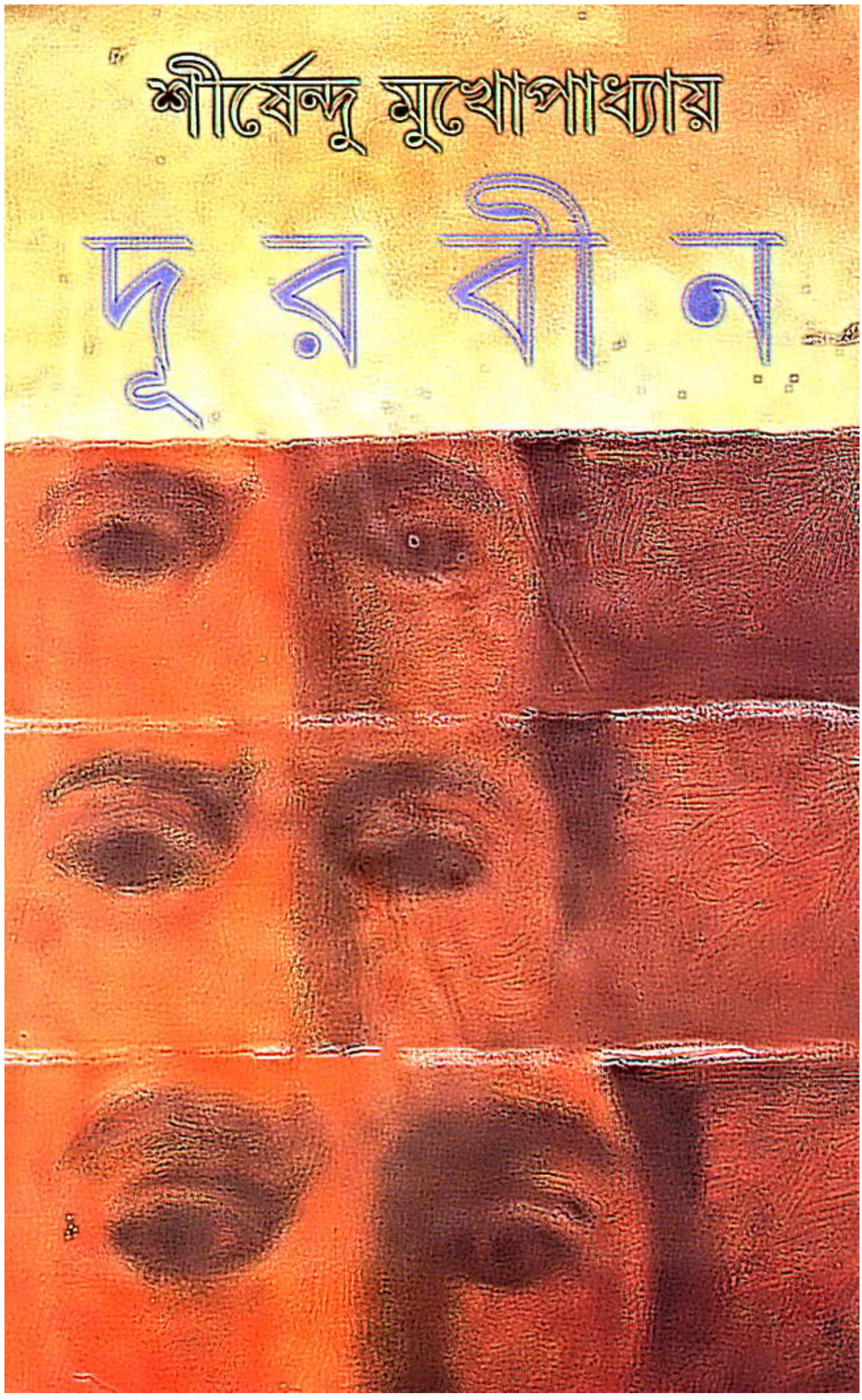

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দূরবীন

www.MurchOna.com

॥ ৯০ ॥

মরবি ! মরবি কেন ?

এমন সুন্দর দিন তো আর জীবনেও আসবে না।

সুন্দর দিন বলেই বুঝি মরতে হয় ?

তুমি তো মেয়েমানুষের মন জানো না।

মেয়েরা বুঝি খুব মরতে ভালবাসে ?

খুব। একটু সুন্দর ভাবে মরতে পারলে আর কী চাই ?

তুই বোধহয় খুব বোকা।

মেয়েমাত্রই বোকা।

ধ্রুব শীতে গুটিয়ে যাচ্ছিল। বলল, এবার জানালাটা বন্ধ করতে দে। শীত লাগছে।

তুমি আমার কাছ ঘেঁষে বোসো, তাহলে গরম লাগবে।

তুই বড্ড বাজে বকিস।

নোটন স্বপ্নাতুর চোখে ধ্রুবর দিকে চেয়ে থেকে বলল, খুব খারাপ লাগছে আমাকে তোমার না ?

খারাপ লাগছে না। তবে বড্ড বকিস।

প্রগল্‌ভতা ! তা আজ একটু প্রগলভ না হয় হলাম।

এটাও নাটক থেকে দিলি নাকি ?

হতে পারে। আজকাল নাটকের ডায়ালগের সঙ্গে মনের কথা গুলিয়ে ফেলি গো।

খুব মুশকিল তো তাহলে তোর।

আমার না। নোটন মাথা নেড়ে বলে, মুশকিল তোমার। তুমি অনবরত আমাকে সন্দেহ করে যাচ্ছো। ভাবছো যা বলছি সব বানিয়ে বলছি। একটাও মনের কথা বলছি না। তাই বড্ড মুশকিল হচ্ছে তোমার।

ধ্রুব অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসল। বলল, হবে।

নোটন জানালাটা বন্ধ করে দিল। চুল ঠিক করল। তারপর খুব কাছ ঘেঁষে গায়ে গা লাগিয়ে বসে বলল, আমাকে ঘেন্না করবে না, খবরদার।

ধমকাচ্ছিস কেন ? ঘেন্না করলে কি চুমু খেতাম ?

নিজের ইচ্ছেয় খাওনি। আমি জোর করে আদায় করেছি।

তা হোক। ঘেন্না যে করি না তা তো বুঝতে পেরেছিস।

নোটন মাথা নেড়ে বলে, না, এখনো বুঝতে পারিনি। তবে বুঝতে চাই।

সন্দেহ বাতিকটা তো তোরই ষোলো আনা দেখছি।

ধ্রুবর কাঁধে মাথাটা রেখে নোটন চোখ বুজে বলল, আজকের পর আর তো আমাকে কোনোদিন পাবো না। আজ ঘেন্না কোরো না।

কী যা যা-তা বলছিস !

একটু জড়িয়ে ধরো।

ধ্রুব অনায়াসে বিনা দ্বিধায় জড়িয়ে ধরল নোটনকে। বলল, ওরকম করিস না। আমি ভাল লোক নই। আমার জন্য কেউ বেশী উতলা হলে খুব খারাপ লাগে।

বউদি তোমাকে খুব ভালবাসে না ?

তা বোধহয় বাসে। কিন্তু এ কথা আগে হয়ে গেছে নোটন।

হয়েছে হোক। আরো হবে। আজ কেবল উল্টোপাল্টা বকে যাওয়ার দিন।

সরে বোস। স্টেশন আসছে।

www.MurchOna.com

লোকে দেখবে !

দেখুক গে।

ধ্রুব হাসল, নোটনের মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলল, তোর যত সাহস আছে আমার তত নেই। সরে বোস।

নোটন মাথাটা তুলল। স্টেশনে গাড়ি থেমে আবার চলল। কেউ উঠল না তাদের কামরায়। নোটন আবার ঘন হয়ে বসে বলল, বড্ড জ্বালাচ্ছো। বলছি না আজ আমি মরব ! মরার দিনটায় একটু দয়ামায়া করবে তো আমাকে।

মরবি কেন তা কিন্তু বলিসনি। হেঁয়ালি করছিস।

আর বেঁচে থাকার কি কোনো মানে হয় ?

এটাও হেঁয়ালি।

তোমার কাছে হেঁয়ালি লাগছে কেন জানো ? তুমি আমার মনকে তো বুঝতে পারোনি।

মন বোঝাবুঝির সময় দিলি কোথায় ? এখনকার এই তোকে আমি কতটুকু চিনি বল তো ! তুই বা কতটুকু এখনকার আমাকে চিনিস ?

তেমনি স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে নোটন নিষ্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে ধ্রুবর দিকে। ঠোঁট দুটি অল্প ফাঁক। এক মায়াবী আলো যেন ঘিরে আছে মুখমণ্ডল। জীবনে এই প্রথম নিজের স্ত্রী ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মেয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তেমন অস্বস্তি বোধ করছে না ধ্রুব। বরং ভাল লাগছে। মায়া হচ্ছে।

ধ্রুবর মাথাটা কেমন হয়ে গেল। বুকের মধ্যে সামান্য তরঙ্গ খেলে গেল। নোটনকে সোজা করে বসিয়ে দিয়ে বলল, মরিস না নোটন। তুই তো পাগল, হয়তো যা বলছিস তাই করে বসবি।

নোটনের দুই চোখ টলটল করে উঠল জলে। ধরা গলায় বলল, আমি তোমাকে কিন্তু চিনি। খুব চিনি।

কি ভাবে চিনিস ?

সারা দিন রাত এক সময়ে তোমাকেই ধ্যান করতাম তো। বোঝাতে পারব না। তবে চিনি। তুমি আমাকে একটুও চেনো না।

ধ্রুব চুপ করে ফাঁকা দীর্ঘ কামরাটার দিকে চেয়ে রইল শূন্য চোখে। তারপর বলল, আমার সেন্টিমেন্ট বলে কিছু নেই। আবেগ নেই। আমি সত্যিই ইমোশন্যাল ব্যাপারগুলো বুঝি না। যদি বুঝতাম তাহলে তোর অবস্থাটাও বুঝতে কষ্ট হত না।

সবই বোঝো। স্বীকার করতে অহঙ্কারে বাধে।

অহঙ্কার ! তা একটু বোধহয় আমার আছে।

আছেই তো। তুমি অহঙ্কারী, নাক উঁচু। কিন্তু ওরকমই থেকো। অহঙ্কারই তো তোমাকে মানায়। সস্তা হবে কেন ?

ও বাবা ! আবার উল্টো চাপান !

নোটন মাথা নেড়ে বলে, এও তুমি বুঝবে না। আজ তোমাকে যত কাছে টেনে এনেছি এত কাছে টানা উচিত নয়। তোমাকে একটু তফাতে, একটু দূরে রাখলেই ভাল। তবে আজকের কথা তো আলাদা। এ রকম দিন তো আর আসবে না।

ফের নোটন !

তোমাকে ছুঁয়ে বলছি আজ আমি মরব।

গাড়ি শিয়ালদায় ঢুকছে নোটন।

চটকা ভেঙে নোটন তাকাল, বলল, ফুরিয়ে গেল রাস্তা ?

তোকে কি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাবো ?

www.MurchOna.com

অসুবিধে না হলে দাও।

অসুবিধে কি! বেশী রাতও হয়নি।

তাহলে চলো।

প্ল্যাটফর্ম পার হওয়ার সময় কেউ কথা বলল না তেমন। মল্লিকপুরের কুয়াশাচ্ছন্ন সেই স্টেশনের স্বপ্নলোক গাড়ির কামরার নিরঙ্কুশ নির্জনতার পর এত আলো আর লোকজনের মধ্যে এসে একটা বেসুর বাজল।

ধ্রুব বাইরে এসে একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করল। নোটনকে পাশে বসিয়ে বলল, আমাদের ফোন নম্বর তো জার্নিস।

জানি।

কাল একবার ফোন করিস।

কাল! কেন বলো তো!

করিস তো। কথা আছে। তোর ভাইয়ের একটা চাকরির ব্যাপারে কিছু হয়ে যেতে পারে।

নোটন হঠাৎ খিল খিল করে দুলে দুলে হাসতে লাগল।

হাসছিস কেন?

তুমি ভয় পেয়েছো।

ভয় কিসের?

কাল আমি সত্যি বেঁচে থাকব কিনা সেটা ভেবে ভীষণ ভয় পেয়েছো তুমি।

আবার খিলখিল হাসি। অনাবিল, সত্যিকারের খুশিতে ভরা সেই হাসি শুনে ধ্রুবও হেসে ফেলল।

নোটন বলল, বলো ভয় পেয়েছো কিনা।

একটু পেয়েছি।

আমি মরলে তোমার কি?

মরার কথায় আমার ভীষণ খারাপ লাগে।

কিন্তু আমার যে ইচ্ছে করছে।

ইচ্ছে ওরকম হয়। রোমান্টিক ইচ্ছে। ওটার কোনো মানে নেই।

নোটন এবার নিঃশব্দে হাসতে লাগল। ছোট্ট একটা চিমটি দিল ধ্রুবর হাতে। বলল, আজ আমাদের কী হয়েছে গো!

ধ্রুব চুপ করে ভাবতে লাগল। এই যে লঘুভার সময় সে কাটাচ্ছে, উপভোগ করছে একটি চপলা বেহায়া মেয়ের সঙ্গ, এর মানে কি? কেন ওরকম হচ্ছে? নিজেকে সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। ক'দিন আগে তার ভিতরকার আর এক ধ্রুব ধারার গলা টিপে ধরেছিল। আজ আর এক ধ্রুব এই কবেকার চেনা একটা মেয়ের সঙ্গে দেয়ালা করছে। এর কোনো মানে হয়?

কি ভাবছো?

কিছু না।

চুপ করে আছো যে!

তোকে একটু পরে ছেড়ে দিতে হবে তো, তাই মন খারাপ।

আবার চিমটি দিয়ে নোটন বলে, ইয়ার্কি দিচ্ছো? তোমাকে আমি চিনি না, না?

সত্যিই।

তুমি অন্য কথা ভাবছো।

তুই কি অন্তর্যামী?

তাই তো।

www.MurchOna.com

তবে বল কী ভাবছি।

একটা খারাপ মেয়েকে ছুঁয়ে আজ অপবিত্র হয়েছো কিনা তাই ভাবছো।

দূর বোকা। পবিত্রতা অপবিত্রতা নিয়ে বহুদিন মাথা ঘামাইনি। ওসব নয়। তবে তোর কথা ভাবছি।

কি ভাবছো ?

সে তোর শুনে কাজ নেই।

পায়ে পড়ি, বলো। না শুনলে মরে যাবো।

তোর কথাই ভাবছি, সঙ্গে নিজের কথাও।

কি ভাবছো বলো। বলে নোটন ধ্রুবকে আঁকড়ে ধরে।

ধ্রুব নিজেকে ছাড়াল না। নরম হাতে নোটনের মাথাটা নিজের শরীরে একটু চেপে ধরে বলে, আমাকে তুই আজ হিপনোটাইজ করলি কি করে ? আজ অবধি কেউ এতটা পারেনি।

সত্যি বলছো ?

সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলব কেন ? তাই ভাবছি আমার কি বয়স হয়ে গেল ? প্রতিরোধ ভেঙে যাচ্ছে।

নোটন চুপ করে বেড়ালের মতো কাছ ঘেঁষে বসে রইল কিছুক্ষণ। সামনে ড্রাইভার বার বার আয়না দিয়ে তাদের দেখছে। কিন্তু তারা গ্রাহ্য করল না। নোটন বলল, আমি জানি। বলব ?

বল না।

আমি তোমাকে এত ভালবাসি বলেই তুমি ঠেকাতে পারনি আমাকে ? সত্যিকারের ভালবাসার কাছে ধরা তো দিতেই হয়।

সমস্যা সেখানেও।

কিসের সমস্যা ?

তোর অত ভালবাসা কোথা থেকে এলো ? ইজ ইট বিলিভেবল ?

আমি ঢং করছি না গো।

জানি। তবু বিশ্বাস হচ্ছে না।

এক কাজ করবে ?

কি কাজ ?

আজ রাতটা আমার কাছে থাকো।

তার মানে ?

মানে আবার দু রকম হয় নাকি ? মানে একটাই। আজ আমার কাছে থাকো।

ধ্রুব কিছুক্ষণ নোটনের দিকে চেয়ে থেকে বিভ্রম বোধ করল। প্রস্তাবটা তার প্রত্যাখ্যান করতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু সে বললও না কিছু।

ঘেন্না হচ্ছে ?

বার বার ঘেন্নার কথা বলছিস কেন ?

তাহলে থাকো।

ধ্রুব মৃদু একটু হাসল। বলল, বাড়িতে মা ভাই নেই ?

ওখানে কে যাবে ?

তাহলে ?

কোনো হোটেলে চলো।

ধ্রুব হতাশায় মাথা নাড়ল, না রে। ওটা খারাপ দেখাবে, খারাপ লাগবে।

www.MurchOna.com

খারাপ কেন ?

মনে হবে যেন তোকে নিয়ে ফুর্তি করছি। তা তো নয়।

না, তা নয়। তাহলে ?

নোটনের উন্মুখ ভাব দেখে ধ্রুব বলে, অত অস্থির হচ্ছিস কেন ?

নোটন বলে, অস্থির হবো না ? কী জীবন যাপন করি জানো ?

সে জীবন থেকে তোকে বাঁচাবে কে ?

তুমি। তুমি ছাড়া আর কে ?

কি ভাবে ? তোর সঙ্গে রাত কাটিয়ে ?

মাথা নেড়ে নোটন বলে, না। কিন্তু যদি আমি বুঝতে পারি আমার জন্য তুমি আছো তাহলে এখনো আমার আশা আছে।

কিসের আশা নোটন ?

এই বহু পুরুষের সঙ্গ করা, অনেকের মন রেখে চলা, দিন রাত টাকা রোজগারের কথা ভাবা এসব থেকে মুক্তি।

রোজগার করা কি খারাপ ?

খারাপই তো। মেয়ে হয়ে রোজগার করে মরছি। আমার যে ভাল লাগে না।

তোর শরীরে এখনো পুরুতের রক্ত রয়ে গেছে।

আছেই তো। আমি ইচ্ছে করে রোজগারে নামিনি।

যখন নেমেছিস তখন মেনে নেওয়াই তো ভাল।

আমাকে এড়াতে চাইছো ?

মোটেই নয়।

শোনো, আমার জন্য তোমাকে কিছুই করতে হবে না। বিয়ে করতে বলব না, ভরণ পোষণ চাইব না, রাত কাটাতেও না। শুধু আমাকে তোমার বলে ভেবো একটু, একটু ভালবেসো তাহলেই হবে। আর যখন খুব কান্না পাবে তখন কাছে ডাকলে এসো। তোমাকে কিল চড় ঘুঁষি মারব হয়তো, তারপর বুকে পড়ে কাঁদবো। সেটুকু সহ্য কোরো। পারবে না এটুকু ?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, এই যা বলছিস এও তোর মনের কথা নয়। যে রকম চাইছিস সে রকম পেলেও তুই খুশি হবি না। তোর ভিতরে বড় অস্থিরতা।

ঠিকই তো। ভীষণ অস্থিরতা, মাঝে মাঝে পাগল-পাগল লাগে।

যে জীবন কাটাচ্ছিস তা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছিস না।

ঠিক তাই।

আমি বলি অ্যাকসেপ্ট করে নে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

তুমি এ কথা বলবে কেন ?

আমি যা বিশ্বাস করি তাই বলি।

না। তুমি এরকম জীবন বউদিকে যাপন করতে দেবে ?

ধ্রুব হাসল, বলল, এখন বুঝলাম তুই আমাকে সত্যিই চিনিস না।

কেন ?

আমি রেমি সম্পর্কে অন্ধ নই, পজেসিভও নই।

প্লীজ, ওরকম বোলো না। ভয় পাই।

ভয় পাস কেন ?

তোমাকে অত নিষ্ঠুর ভাবতে ভয় করে।

www.MurchOna.com

গাড়িওয়ালা লোকটা এতক্ষণ দক্ষিণে চলছিল। এবার জিজ্ঞেস করল, বাঁ হাতি রাস্তাটা নেবো ?

ধ্রুব সচকিত হয়ে বাইরের দিকে তাকায়। জায়গাটা বুঝে নেয়। বলে, ঠিক আছে।

নোটন দু হাতে মুখটা ঢেকে রেখেছিল। সোজা হয়ে বসে হাত সরিয়ে বলল, আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাও।

কোথায় যাবি ?

যেখানে খুশি। আমি বাড়ি যাবো না।

কেন ?

আজ বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না।

কেন সেটা বলবি তো ?

বাড়িতে আমার কে আছে বলো তো : মা দিন রাত নানারকম খোঁটা দেয়, ভাই ঘেন্না করে। অথচ আমার রোজগার খেয়ে বেঁচে আছে।

এই জন্য ? দূর !

আমি বাড়ির অ্যাটমোসফিয়ার সইতে পারি না।

সেটা তোর মনের দোষ !

কেন, মনের দোষ হবে কেন ?

তুই রোজগার করছিস বলে নিশ্চয়ই পরিবারের সবাইকে নিজের তাঁবে রাখতে চাস।

অত শত ভেবে দেখিনি : বাড়ি যখন ফিরি তখন ভীষণ টায়ার্ড থাকি। বোঝো তো। ফিরে এসে সকলের মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো দেখলে কেমন লাগে বলো তো !

আমি তো কারো মুখের দিকে তাকাই না : তুইও তাকাবি না :

না তাকালেই কি ! বাক্যবাণ আছে না ! কানও কি বুজে রাখতে বলো ?

বলি :

না ! ওসব হয় না। তার চেয়ে আমি যদি আলাদা থাকি ?

একা ?

ধরো যদি তাই থাকি !

আজকাল মেয়েরা তো একা থাকেই।

বলছো থাকতে ?

আমি বলার কে ? ইচ্ছে হলে থাকবি।

তুমি বলো। তুমি যা বলবে শুনবো।

কারো আজ্ঞাবাহী না হলে চলছে না ?

না। তোমার আজ্ঞাবাহী হয়ে থাকবো। বলো।

তাহলে বলি এবার একটা বিয়ে করে আলাদা হ। যা রোজগার করবি তা তোর মাকে পাঠিয়ে দিবি। বিয়ে করলেই সব ঝামেলা মিটে যাবে।

বিয়ে ?

নয় কেন ?

তুমি বলছো ?

বলছি।

এই আমার প্রতি তোমার ভালবাসা ?

আমার সঙ্গে তো তোর আজ হঠাৎ দেখা : না হলে কী করতিস ?

আর যাই করি বিয়ে করতাম না।

কেন বল তো !

www.MurchOna.com

দূর, ও একটা জীবন নাকি ?

আর আমার আজ্ঞাবাহী হয়ে দিন কাটানোটা জীবন ?

তোমার জন্য সব পারি।

ধ্রুব মৃদু হাসল। আস্তে আস্তে তার ভিতরটা কঠিন হচ্ছে। দানা বেঁধে উঠছে প্রতিরোধ। এতক্ষণে এই অস্থিরমতি মেয়েটির প্রতি তার শ্রদ্ধাখ্যানের ভাবটা আসছে।

সে বলল, না পারিস্ না।

কে বলল পারি না ?

তাহলে একটা কথা বলি, শুনবি ?

শুনবো।

আজ বাড়ি যা। আমাকে ছেড়ে দে।

তোমাকে কি ধরে রেখেছি।

রাখার চেষ্টা করছিস।

দু হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে নোটন। বলে, আমাকে ঘেন্না কোরো না গো।

কে ঘেন্না করছে ?

তোমার চোখ করছে। আমি টের পাচ্ছি।

ছাড় নোটন।

না। ছাড়ব না। কিছুতেই না।

হেমকান্ত একটু সামলে উঠেছেন বটে, তবু দিনরাত কৃষ্ণকান্তর কথাই চিন্তা করেন। সংসারের আর সব কিছুই গৌণ হয়ে গেছে। দিন পনেরো কুড়ির মধ্যেই ছেলেমেয়েরা যে যার জায়গায় ফিরে গেল। বাড়িতে মাত্র দু'টি প্রাণী। হেমকান্ত আর বিশাখা। রঙ্গময়ী ঠিক আগের মতোই স্বাভাবিক আসে যায়। তবে তার মুখে ইদানীং একটু কাঠিন্য দেখা যায়। বেশী হাসে না।

একদিন রঙ্গময়ী বেশ চোখা গলায় বলল, দিনরাত বসে বসে ভাবলেই হবে ? মেয়ের বিয়ের চিন্তাটা করবে কে ? পাড়ার লোক ?

হেমকান্তর কানে কথাটা ঢুকল, কিন্তু মগজে কোনো ছাপ ফেলল না। সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে বললেন, কার বিয়ে ? কী ভাবব ?

এই মানুষকে নিয়ে কী যে করি !

হেমকান্ত মৃদু একটু হাসলেন। বললেন, এই মানুষটা যে অপদার্থ তা তো বহুকাল ধরে জানো। নতুন করে চিনলে নাকি ?

অপদার্থ একবারও ভাবি না।

তুমি না ভাবলেও লোকে ভাবে।

কেউ ভাবে না। শুধু বলতে এসেছিলাম ভাবন কাজী হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। বিশাখার বিয়ের কথাটা একটু মনে রেখো।

ও তুমি মনে রাখো গে। আমার ওসব নিয়ে ভাববার মতো মনের অবস্থা নয়।

আচ্ছা লোক, তুমি বাপ না ! আমি ভাবলে কী হবে ? আর শুধু ভাবলেই তো চলবে না, উদ্যোগ নিতে হবে।

ক'টা দিন থাক মনু। হেমকান্ত কাতর স্বরে বললেন।

www.MurchOna.com

দিন আর কত যাবে বলো তো ! বিশাখার কত বয়স হল হিসেব আছে ?

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

রঙ্গময়ী চাপা স্বরে বলে, আর শুধু তাই-ই তো নয়, দেবা-দেবীর মুখ তো দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে তোমার এই উদাস ভাব দেখে। তুমি তো কোনোদিকে তাকাও না, কিছু লক্ষও করো না।

বিশাখা আর শচীনের কথা বলছো নাকি ?

তাছাড়া আবার কে ?

হেমকান্ত আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, বিয়েটা দেওয়া তাহলে দরকার বলছো !

দরকার। খুব তাড়াতাড়িই দরকার।

সে বিয়েতে কৃষ্ণকান্ত তো থাকবে না মনু।

কৃষ্ণর কথা কেন ভাবছো বলো তো ! বাপ হয়েছো বলেই কি তার ওপর তোমাব ষোলো আনা অধিকার ? তাকে দেশের দরকার নেই, মানুষের দরকার নেই ? ছেলে বুকে আগলে বসে থাকাটাই কি রীতি ?

তা বলিনি। হেমকান্ত বিষাদমাখা।মুখে বললেন, বলছিলাম যে, বিশাখাকে তো বড় ভালবাসে। ছোড়দির বিয়েতে সে থাকবে না ;

ওসব মেয়েলি ভাবনা তোমাকে মানায় না। কৃষ্ণ যেমন সত্যিকারের পুরুষ তার বাপ হিসেবে তোমারও কিছু পৌরুষ দেখানো দরকার।

তুমি বড্ড ক্যাট ক্যাট করে কথা শোনাও মনু।

তা শোনাই। আমার কপালই যে অমন। নইলে তোমার কানে কথা ঢুকবে কেন ? কৃষ্ণর কথা সারা শহরের লোক ভাবছে। সারা দেশ ভাবছে।

ভাবছে ?

বিশ্বাস হচ্ছে না ?

কি জানি ! বলে হেমকান্ত চুপ করে গেলেন।

কিন্তু সারা দেশ না হোক, কৃষ্ণর নাম যে রাজনৈতিক মহলে পৌঁছে গেছে তার প্রমাণ পেতে হেমকান্তর বিশেষ দেরী হল না।

একদিন সকালবেলা কয়েকজন অচেনা লোক দেখা করতে এল।

খবর পেয়ে হেমকান্ত বৈঠকখানায় গিয়ে দেখেন, ধুতি এবং পাঞ্জাবি পরা বিশিষ্ট চেহারার কয়েকজন মানুষ। যুবক, মধ্যবয়স্ক দুরকমই আছে। মধ্যবয়স্কদের একজন বেশ ফর্সা, মুখে আভিজাত্যের ছাপ। হাতজোড় করে বললেন, আমার নাম সোমক দাশগুপ্ত। আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে এলাম।

সোমক দাশগুপ্ত নামটা চেনা মনে হল না হেমকান্তর। প্রতিনমস্কার করে বসলেন, লক্ষ করে দেখলেন আগন্তুকদের পরনে খদ্দরের পোশাক। একটু স্বদেশী মার্কা চেহারা।

সোমক বললেন, আমরা কৃষ্ণকান্তর কথা কাগজে পড়েছি।

কাগজে ? হেমকান্ত সোজা হয়ে বসে বললেন, কাগজে তার কথা বেরিয়েছে নাকি ?

আজকের কাগজেই আছে। বলে একজন ভাঁজ করা-একটা বাংলা খবরের কাগজ এগিয়ে দিল।

ভিতরের পাতায় ছোট্ট একটু খবর লাল পেনসিলে দাগানো। কিশোরগঞ্জের এক গ্রামে এক দল বিপ্লবী পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। দলের কয়েকজন পালিয়ে যায়। তাদের মধ্যে পুলিশ একজনকে চিনতে পেরেছে। জমিদার হেমকান্ত চৌধুরির নিরুদ্দিষ্ট ছেলে কৃষ্ণকান্ত চৌধরি।

হেমকান্ত আর্তনাদ করে উঠলেন, সর্বনাশ।

সকলে চুপ।

একটু বাদে সোমক বললেন, বাবা হিসেবে আপনার দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত আমার

www.MurchOna.com

ছেলে হলে আমি গৌরব বোধ করতাম।

হেমকান্ত অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর বললেন, আমার এই ছেলেটির অনেক সম্ভাবনা ছিল। ভারী মেধাবী, সাহসী। ও চলে যাওয়ায় আমার একটা অবলম্বন হারিয়ে গেছে।

সোমক বললেন, জমিদারদের ছেলেরা যেমন হয় আপনার ছেলে তেমন হয়নি। এটা খুব শুভ লক্ষণ। আমার বাবাও জমিদার। যশোরে আমাদের বিষয় সম্পত্তি আছে।

হেমকান্ত চুপ করে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কথাগুলো ভাল বুঝতে পারছিলেন না। কৃষ্ণ পালিয়েছে। কিন্তু কতদিন পালিয়ে থাকতে পারবে? হয় ধরা পড়ে জেল খাটবে, ফাঁসি হবে, কিংবা গুলি খেয়ে মরবে। অস্থিরতায় মাথাটা নাড়লেন হেমকান্ত। বলে উঠলেন, নাঃ।

সকলে তাকে নির্নিষ্ট চোখে দেখছিল। হেমকান্ত সচেতন হয়ে লজ্জা বোধ করেন। শ্বাস ছাড়তে গিয়ে টের পেলেন, শ্বাসের বাতাসটা কেঁপে গেল।

সোমক বললেন, আমরা কংগ্রেস করি। তবে টেররিস্ট দলের নই। সেই ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলার ছিল।

আমি রাজনীতির কিছুই বুঝি না। আমাকে বলে কী লাভ?

যদি কখনো কৃষ্ণকান্ত আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাহলে আমাদের কথা আপনি যদি দয়া করে বলেন তাহলে খুব উপকার হবে।

আমার সঙ্গে সে কি যোগাযোগ করবে বলে আপনাদের ধারণা?

শুনেছি সে অত্যন্ত পিতৃভক্ত।

হেমকান্তর বুকটা দুলে উঠল গর্বে, আনন্দে, অহংকারে। কিছু বলার মতো খুঁজে পেলেন না।

সোমক বললেন, টেররিস্ট দলে একবার ঢুকলে অবশ্য বেরিয়ে আসা মুশকিল। তবু কৃষ্ণ হয়তো পারবে। তার নামে অন্তত মার্ডার চার্জ নেই।

নেই? হেমকান্ত খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলেন।

না। থাকলে আমরা খবর পেতাম।

কী বলতে হবে কৃষ্ণকে?

সে যেন মহাত্মাজীর সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করে।

হেমকান্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, মহাত্মাজী কি ওর কথা জানেন?

আমরা তাঁকে জানাবো।

কেন জানাবেন?

কৃষ্ণ খুব ব্রাইট ছেলে। কিন্তু পথটা ঠিক নয়। ও পথে গিয়ে লাভ নেই।

হেমকান্ত একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তাহলে কী বলব তাকে? পুলিশের কাছে ধরা দিতে?

সোমক হাসলেন। বললেন, সেটা মহাত্মাজী স্থির করবেন।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, উঁহু, মস্ত ঝামেলা। ওঁকে এইসব ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত করবেন কেন?

উনি বিরক্ত হবেন না।

হেমকান্তর এ প্রস্তাব পছন্দ হল না। কৃষ্ণ টেররিস্টদের দলে ঢুকেছে, খুন করেছে, ফেরারী হয়ে ঘুরছে। অর্থাৎ চিহ্নিত, দাগী। সে এখন মহাত্মাজীর শরণ নিলেও পুলিশ তাকে ছাড়বে না। খুন প্রমাণ না হলেও ছাড়বে না। অন্তত জেলে পুরবেই। তার চেয়ে বরং পালিয়ে থাকা ভাল।

হেমকান্ত ধীরে ধীরে বললেন, সে যদি আসে তখন দেখা যাবে। এখন কিছুই বলে কোনো লাভ নেই।

আমাদের বিশ্বাস, আজ হোক কাল হোক, সে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেই।

লোকগুলো চলে গেলে হেমকান্ত হাঁফ ছাড়লেন। চিন্তা অবশ্য তাঁর আরো বাড়ল। ঘরে এসে

www.MurchOna.com

খবরের কাগজ খুলে বসলেন। আজকাল খবরের কাগজ বড় একটা পড়েন না। খবরটা বেশ কয়েকবার পড়লেন। তারপর একজন চাকরকে ডেকে বললেন, মনুকে খবর দে।

রঙ্গময়ী আসতেই বললেন, খবর জানো ?

কিসের খবর ?

এই যে।

রঙ্গময়ী খবরটা পড়ে একটু সাদা হয়ে গেল। বলল, কারা এসেছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে ?

কংগ্রেসের লোকেরা।

কি বলল ?

তারাই খবরটা দিয়ে গেছে।

ওরা কী চায় ?

ওরা চায় কৃষ্ণকে মহাত্মার কাছে নিয়ে যেতে।

মহাত্মা ! ও বাবা ! সে যে অনেক বড় ব্যাপার।

তাই তো দেখছি।

গিয়ে কি হবে ?

আমি জানি না মনু, আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন ? পলিটিকস আমার চেয়ে তুমি ভাল জানো।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলল, না গো, আমি মেয়েমানুষ অত কি বুঝি ! তবে কংগ্রেসের মধ্যে এখন বড় গণ্ডগোল।

পলিটিকস মানেই গণ্ডগোল। কৃষ্ণ যে কেন ওর মধ্যে ঢুকতে গেল। বোকা ছেলে।

তুমি কিছু কবুল করোনি তো ?

না। চিনিই না কি কবুল করব ?

নামগুলো জেনে নিয়েছো ?

শুনেছি, তবে মনে নেই। একজনের নাম সোমক দাশগুপ্ত।

রঙ্গময়ী একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, জানি।

কিরকম জানো ?

নাম শুনেছি।

নেতা নাকি !

নেতাই। তবে বড় কিছু নয়। নামটা শোনা যায় লোকের মুখে।

কি করব বলো তো !

কি আর করবে, কিছু করার নেই।

ওরা বলল, কৃষ্ণ নাকি ঠিক আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমার বিশ্বাস হয় না।

আমার হয়।

কৃষ্ণ আসবে ?

আসবে। সে তোমাকে ভীষণ ভালবাসে।

হেমকান্ত হতাশ গলায় বলেন, সকলেই ওই কথা বলে, কিন্তু আমি তো কিছু বুঝি না। ভালবাসে তো এরকম একবস্ত্রে একবারও না বলে চলে গেল কেন ?

নিমাই যখন সন্ন্যাস নেয় তখন কি শচীমাকে বলে গিয়েছিল ? ওরকম নিয়মরীতি কিছু নেই গো।

হেমকান্ত চুপ করে রইলেন। হাতে খবরের কাগজ। মনে দুশ্চিন্তা।

রঙ্গময়ী বলল, কতবার বলতে হবে যে, কৃষ্ণর জন্য চিন্তা করার কিছু নেই। ভগবান আছেন, তিনি দেখবেন।

www.MurchOna.com

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, তোমার মতো ঈশ্বরবিশ্বাসটা আমার পাকা নয়।

তোমার কোনো বিশ্বাসই পাকা নয়।

হেমকান্ত একটু হাসলেন, বললেন, শুধু তোমার ওপর বিশ্বাসটাই খুব পাকাপোক্ত, তাই না ?

রঙ্গময়ীও একটু হাসে। তারপর বলে, বিশাখার বিয়ে নিয়ে কথাটা কবে এগোবে ?

হেমকান্ত বিরক্ত হলেন। তবে বিরক্তি প্রকাশ না করে শান্ত স্বরে বললেন, ওরা খুব অস্থির হয়ে পড়েছে, না ?

না। ওরা অবিবেচক নয়। এ অবস্থায় যে তোমার পক্ষে বিয়ে নিয়ে চিন্তা করা মুশকিল তা ওরা জানে। বিশাখা তো ভাইয়ের জন্য প্রায়ই কাঁদে।

আমি ভাবছিলাম ক'টা দিন গেলে আমার মানসিক অবস্থাটা একটু স্বাভাবিক হত।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, সেটা হবে না। তোমার মনকে আমি চিনি। যত দিন যাবে তত বেশী করে ভাববে, দুশ্চিন্তাও বাড়বে। তার চেয়ে বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকো, কোমর বেঁধে কাজে নামো, তাতে খানিকটা ভাল থাকবে। দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয় কাজ।

বলছো ?

বলছি।

তাহলে বোধহয় সেটাই করা ঠিক হবে।

তাহলে বাবাকে দিন স্থির করতে বলি ?

বলো।

একটা কথা।

আবার কী ?

কৃষ্ণ তার ছোড়দির বিয়ের খবর যদি পায় তাহলে হয়তো এসে পড়তেও পারে।

হেমকান্তর চোখ উজ্জ্বল হল, আসতে পারে ?

হ্যাঁ। তার কারণ বিয়ে বাড়ির হট্টগোলের মধ্যেই তার পক্ষে আসা সম্ভব। অন্য কোনো সময়ে আসা সম্ভব নয়।

কেন বলো তো !

তুমি কি কিছু টের পাও না ?

কী টের পাবো ?

কৃষ্ণর কথা জেনেও পুলিশ তোমার কাছে একবারও কেন আসেনি ?

হেমকান্ত অবাক হয়ে বললেন, কেন, আমার কাছে কেন আসবে ?

আসাই স্বাভাবিক ছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করাটাও তো দরকার। তুমি কিছু জানো কিনা বা তোমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিনা।

তা বটে !

পুলিশ আসেনি, তার কারণ পুলিশ চব্বিশ ঘণ্টা তোমার বাড়ির ওপর নজর রাখছে।

বলো কী ?

সত্যি কথাই বলছি।

কই, আমি তো কাউকে লক্ষ করিনি।

তুমি আবার কবে কাকে লক্ষ করো ? বাইরে কদম গাছটার তলায় আজকাল একটা ভিখিরি সারাদিন বসে থাকে। পিছনের আমবাগানে কয়েকটা দারোয়ান খাটিয়া পেতে বসে সারাদিন খৈনি ডলে। একটা নতুন বোষ্টম পাড়ায় ভিক্ষে করতে আসছে আজকাল। একটা আধ-ন্যাংটা পাগলকেও দেখবে সন্ধের ঝোঁকে বিড়বিড় করে বকতে বকতে এদিক সেদিক ঘুরঘুর করে বেড়ায়।

ও বাবা, এত আয়োজন !

www.MurchOna.com

তাই বলছি, এমনিতে কৃষ্ণর পক্ষে আসা বিপজ্জনক।

বিয়ে বাড়িতে কি নজর রাখবে না বলছো ?

রাখবে। নিশ্চয়ই রাখবে। তবে অনেক লোক নিমন্ত্রিত হয়ে আসবে। কাজের লোক থাকবে অনেক। তার মধ্যে নজর রাখা খুব মুশকিল।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, আমি চাই না বিপদ মাথায় নিয়ে কৃষ্ণ আসুক।

সে বুদ্ধিমান ছেলে। বিপদ বুঝলে আসবে না।

হেমকান্ত হঠাৎ সন্দিহান দৃষ্টিতে রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে বললেন, মনু একটা কথা বলবে ?

কি কথা ? বলো।

তোমার সঙ্গে কি কৃষ্ণর যোগাযোগ আছে ?

রঙ্গময়ী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, সরাসরি নেই। তবে মাঝে-মধ্যে খবর পাই।

কি খবর পাও ?

ভাল আছে। চিন্তা কোরো না।

ভাল বলতে ?

ফেরারী অবস্থায় যতটা ভাল থাকা যায়।

যাদের সঙ্গে আছে তারা তো বিপজ্জনক লোক।

হ্যাঁ। তবে কিশোরগঞ্জে দলের প্রায় সবাই ধরা পড়ে গেছে। বিপজ্জনক হলেও তারা কৃষ্ণকে বুকে করে রাখত। তারা ধরা পড়ায় একটু চিন্তার কথা।

হেমকান্ত হাত বাড়িয়ে রঙ্গময়ীর একটা হাত চেপে ধরলেন, মনু, বাপের মুখের দিকে চেয়ে সত্যি কথা বলো।

রঙ্গময়ী বড় বড় চোখদুটো হেমকান্তর চোখে রাখে। তারপর স্ফুরিত অধরে একটু অভিমান প্রকাশ করে বলে, আর আমি ওর মা, একথাটা ভুলে যেও না।

হেমকান্ত তটস্থ হয়ে বললেন, জানি। জানি।

তার জন্য আমারও বুক পোড়ে।

মানছি মনু।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, মানলে আমাকে সন্দেহ করতে না।

সন্দেহ ! কিসের সন্দেহ ?

সন্দেহ যে, আমি কৃষ্ণর খবর জেনেও লুকোই।

লুকোও তো ঠিকই মনু, সব কথা আমাকে তো বলো না।

সেটা লুকোবো বলে নয়। বলি না বলার মতো খবর নয় বলে।

হেমকান্ত রঙ্গময়ীর হাতটা ছাড়লেন না। একটু চেপে ধরে বললেন, বিয়ে বাড়িতে সে আসবে এসব কি ঠিক ?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, না। আমার সন্দেহ সে আসতে পারে।

সে কোথায় আছে জানো ?

না। কি করে জানবো ?

হেমকান্ত হতাশায় চোখ বুজলেন। অনেকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থাকার পর উঠলেন, বললেন, ঠিক আছে, ব্যবস্থা করো। বিশাখার বিয়েটাই আগে দিই।

দিন স্থির করা আছে। আমিই দেখে রেখেছি। বাবাকেও দেখিয়ে নেবো।

কবে ?

www.MurchOna.com

ফাল্গুন। তেরোই। মোটে এক মাস হাতে আছে।

॥ ৯২ ॥

বাথরুমের দরজা খুলে এক অচেনা ঘরে পা দিল রেমি। বিশাল জানালা দিয়ে সকালের রোদ এসে লুটোপুটি খাচ্ছে ঘরে। মস্ত ঘর। আলোয় ঝলমল। কিন্তু অচেনা। রেমির কেমন ভয়-ভয় করল. কেমন অনিশ্চিত হয়ে গেল হাত পা। কার ঘর ? কে থাকে এখানে ? তাকে দেখে কেউ কি চেঁচিয়ে উঠে বলবে. কে, কে তুমি ? এখানে কেন ?

রেমির মুখ থেকে. মাথা থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে মেঝেয়। মুখ মুছতে ভুলে গেছে সে। কিন্তু তোয়ালেটা হাতে ধরা আছে এখনো। ভ্রূ কুঁচকে সে মস্ত তোয়ালেটার দিকে তাকায়। সাদা জমির ওপর আবছা গোলাপী ফুল। খুব দামী, নরম তোয়ালে। কিন্তু কার ? অন্য কারো ব্যবহার করা নয় তো ! অন্যের ব্যবহার করা তোয়ালে বা গামছায় মুখ মুছতে বড় ঘেন্না তার।

একটা টাইমপিস টিকটিক করছে নীচু টেবিলের ওপর। বাইরে কাকের ঝগড়া। একটা দুটো গাড়ির শব্দ। রেমি ঘরের মধ্যে আরো এক পা এগোলো। তারপর ফের দাঁড়িয়ে তোয়ালেটা দু'হাতে বুকে চেপে ধরে রইল প্রাণপণে। ভয়। ভ্রূ কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করল। কিছু মনে পড়ল না। মাথার ভিতরে খুব ঘন কুয়াশা। কিন্তু বিছানার ওপর পাতা মণিপুরী এই ঢাকনাটা তার চেনা। তার ওপর পাতা একটা সবুজ অয়েল ক্লথ। দু'টো খুদে পাশবালিশ, একটা ছোট্ট মাথার বালিশ, কাঁথা। কোনো শিশু নেই অবশ্য। এ সব খুব অবাক চোখে দেখল রেমি। কিছু মনে পড়ছে না !

বউদি ! ও বউদি ! জলে যে মেঝে ভিজে গেল গা ! ওম্মা !

রেমির বিস্মৃতি এক ঝটকায় কেটে গেল। ঝম করে যেন মাটিতে পড়ল পা। স্বপ্ন থেকে চোখ মেলল জাগরণে। একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল সে। তারপর লজ্জায় তাড়াতাড়ি মুখ মুছতে মুছতে বলল, বাচ্চাটা কোথায় গেল রে রাধা ?

কোথায় আবার ? বড়বাবু তাকে টেবিলে শুইয়ে পেট বুক চোখ কান সব দেখছেন মন দিয়ে। দেখগে যাও। আর তোমার বাচ্চাও বটে দাদুকে চিনেছে। অমন আঁতুরে ছেলে যে এমন শেয়ানা হয়—বলতে বলতেই রাধা একটা ন্যাকড়া বের করে মেঝেটা মুছে ফেলল। তোয়ালেটা রেমির হাত থেকে নিয়ে বাথরুমে রেখে এল।

রেমি দুর্বল শরীরে বিছানায় বসল একটু। রাধা একটা মস্ত চীনেমাটির ঢাকনা দেওয়া স্যুপ বউল এনে রেখেছে টেবিলের ওপর। ওতে আছে গরম দুধ-সাগু। খেতে হবে। বাধ্যতামূলক এই দুধ-সাগু দেখলেই রেমির ভয় করে, বমি আসতে চায়। কিন্তু তার শ্বশুরের আদেশ খুব কড়া। খেতেই হবে। এতে স্বাস্থ্য ভাল হবে। বুকে দুধ আসবে।

খেয়ে নাও গো বউদি।

আজ অর্ধেকটা খাই, বাকি অর্ধেক বাথরুমে চুপি চুপি ফেলে দে।

চাকরিটা খেতে চাও আমার ? গর্দানটাও না যায় সেই সঙ্গে।

উঃ, কী যে জ্বালা।

খেয়ে নাও না নাক চোখ বুজে ! খারাপ জিনিস তো নয়। পোয়াতিদের খেতে হয়।

রেমি ঢাকনা খুলে দু'হাতে সাদা বউলটা তুলল মুখের কাছে। সহনীয় করার জন্য রাঁধুনী খানিকটা ভ্যানিলা মিশিয়ে দিয়েছে। ছড়িয়ে দিয়েছে এলাচের গুঁড়ো। তবু গা গুলিয়ে ওঠে। খুব ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে খায় রেমি। তার শাশুড়ি নেই, মা কাছে থাকে না, কিন্তু একজন তার সব অভাব পূরণ করে চলেছেন। কী আপ্রাণ চেষ্টা। এই দুধ-সাগুর অরুচিকর পদার্থটির মধ্যেও শ্বশুরমশাইয়ের গভীর স্নেহ মিশে আছে।

রেমি বেঁচে ওঠার পর আনন্দে কৃষ্ণকান্ত ঘণ্টা দুয়েক কেঁদেছেন। সে কথা ভাবলে আজও

www.MurchOna.com

চোখ ভরে জল আসে রেমির। কষ্ট হয় বটে, তবু সে নিঃশেষে দুধ-সাগুটা খেয়ে নেয়।

কেন তার মাঝে মাঝে মাথাটা এমন কুয়াশায় ঢেকে যায় সেটা সে কিছুতেই ভেবে পায় না। কী হয় তার ? কেন হয় ?

রেমি এখনো কাউকে বলেনি তার সমস্যার কথা। বলার মতো কে-ই বা আছে তার ! একমাত্র কৃষ্ণ মন্ত। কিন্তু বুড়ো মানুষকে নতুন করে উদ্বেগে ফেলতে চায় না রেমি। ধ্রুবর সঙ্গে তার বড় একটা দেখাই হয় না। ছেলে নিয়ে বাড়ি ফেরার পর থেকেই রেমি থাকে দোতলায়, ধ্রুব ওপরে আসে না। যতদূর খবর পায়, ধ্রুব আজকাল মদ খাচ্ছে না। একটু রোগা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে অফিসের কাজ নিয়ে বাইরে যাচ্ছে। কিন্তু রেমিকে বা বাড়ির আর কাউকেই সে কিছু বলে যায় না।

রেমির এখন কাউকে দরকার। সব কথা তো সবাইকে বলা যায় না। ঘনিষ্ঠ বিশ্বাসযোগ্য একজন আপনজন দরকার। ধ্রুব ছাড়া আর কেউ তো নেই সেরকম। পরের মতো ব্যবহার বটে তার, কিন্তু রেমির তো আর কেউ নেই।

রেমি অন্যমনস্কভাবে সুন্দর পাত্রটির দিকে চেয়ে ডাকল, রাধা !

কী বলতেছো ?

তোর কাকাবাবুর খবর কী রে ?

বাড়িতেই তো ছিলেন সকালবেলায়।

এখন নেই ?

দেখছি।

তাড়াতাড়ি দেখ। থাকলে একটু ওপরে আসতে বল।

রাধা বউলটা নিয়ে চলে গেল। রেমি প্রত্যাশ্যাহীন অপেক্ষা করতে লাগল। হয়তো আসবে। হয়তো আসবে না। ধ্রুবর তো কিছু ঠিক নেই।

কিন্তু একটু বাদেই সিঁড়িতে হাওয়াই চপ্পলের চেনা শব্দ পেল রেমি। ধক করে উঠল তার বুক। আজও বুকটা এরকম করে ! কেন করে তা কে বলবে ?

ধ্রুব দরজার ফ্রেমে এসে দাঁড়াতেই রেমি দুর্বল শরীরে ওঠে। ভাল করে চেয়ে দেখে মানুষটার দিকে। কিরকম মেজাজে আছে ? রাগ না স্বাভাবিক ? ঘেন্না নয় তো ?

না, ধ্রুবর মুখে ঘেন্না নেই। বরং একটু উজ্জ্বল হাসির পূর্বাভাস তার ঠোঁট ছুঁয়ে আছে।

রেমি আশ্বস্ত হল। বলল, এসো, ঘরে এসো।

চটি খুলে, না না-খুলে ?

তার মানে ?

শুনলাম ওপরতলাটা নাতির সম্মানে তোমার শ্বশুরমশাই পুরো স্টেরিলাইজ করে রেখেছেন, যার-তার যেকোন অবস্থায় ওপরে আসার অধিকার নেই।

আমি তো অতসব জানি না।

আমরা ভুক্তভোগীরা জানি।

তোমাকে ওপরে আসতে কি উনি বারণ করেছেন ?

ডাইরেকটলি করেননি। তবে ফরমান জারি আছে যে, হাত পা সাবান দিয়ে না ধুয়ে এবং পরিষ্কার জামাকাপড় না পরে কেউ যেন ওপরে না আসে।

তাই বুঝি তুমি আস না ?

অনেকটা তাই। কাজ কি বড়লোকদের সঙ্গে মাখামাখি করে ? নীচের তলার লোক আমরা নীচুতেই বেশ থাকি।

বড়লোকের তুমি বুঝি কেউ নও ?

আমি ! আমি আবার কে ? এ লায়াবিলিটি।

তোমার ছেলের জন্যই এসব প্রিকশন নেওয়া হচ্ছে, পরের জন্য তো নয়।

www.MurchOna.com

ছেলে ? বাপরে ? ও আমার ছেলে নাম-কো-বাস্তে । ওর আসল পরিচয় হল, কৃষ্ণকান্ত চৌধুরির নাতি

রেমি হেসে ফেলে । বলে, খুব ইয়ার্কি শিখেছো ! এসো তো, তোমার সঙ্গে কথা আছে । চটিটা বাইরেই রাখো বরং ।

ধ্রুব চটি ছেড়ে ঘরে আসে । চারদিকে উৎসুক চোখে তাকায় । তারপর বলে, সে ব্যাটা কোথায়, সেই খাঞ্জা খাঁয়ের নাতি ?

কার কথা বলছো ? ছেলে ?

তাই না হয় হল ।

তাকে তোমার দেখতে ইচ্ছে করে তাহলে ?

ইচ্ছে তো করে মাঝে মাঝে ভাই । তবে কী জানো, আমার তো মোহর নেই যা দিয়ে মুখ দেখব ।

ছেলের মুখ দেখতে বাপের বুঝি মোহর লাগে ?

তাই তো শুনছি । দাদু নাকি পাঁচ মোহর ডাউন করেছে !

দাদুর ছিল তাই দিয়েছে । তোমার নেই, তুমি দেবে না ।

ভরসা দিচ্ছো ?

রেমি খুব হাসল, বলল, আসল কথাটা বললেই তো হয় । ছেলে, বউ, সংসার এসবের ওপর তোমার কোনো টান নেই । খামোখা শ্বশুরমশাইকে দুষছো কেন ?

ধ্রুব বিছানায় বসে । তারপর গেঁয়ো লোকের মতো চারদিকে চেয়ে চেয়ে ঘরের আসবাবপত্র দেখতে থাকে । স্ট্যাণ্ডে ছোট্ট দোলনা, ঘরের কোণে পাথরের টেবিলে নতুন কেনা একটা স্টেরিলাইজার, নানারকম ওষুধপত্র, জীবাণুনাশক, একটা ওজন নেওয়ার যন্ত্র, তোয়ালে ন্যাপকিন, বাচ্চার জামাকাপড়ের ছড়াছড়ি । ধ্রুব একটা শ্বাস ফেলে বলে, এত আয়োজন মাত্র একজনের জন্য ?

রেমি একটু লজ্জা পেয়ে বলে, শ্বশুরমশাই ওকে বড় ভালবাসেন ।

তা বাসুন । কিন্তু ফুটপাথেও বাচ্চা জন্মায় এবং বেঁচে থাকে ।

ওসব কথা থাক । প্লীজ !

ধ্রুব হাসল । মাথা নেড়ে বলল, থাক । এখন কেন ডেকেছো বলো ।

আমার একটা বিদঘুটে অসুখ হয়েছে ।

কী অসুখ ?

মাঝে মাঝে আমি সব ভুলে যাই । এই ঘর, এই বাড়ি, কিছুই চিনতে পারি না । আজ একটু আগেও হল । বাথরুম থেকে ঘরে পা দিয়েই মনে হল, এ ঘর তো আমার নয় । অন্য কার ঘরে ঢুকে পড়লাম আমি ! বেশিক্ষণ থাকে না ব্যাপারটা, কিন্তু প্রায়ই হয় ।

ধ্রুব মুখ গম্ভীর করে শুনছিল । বলল, মানুষজনকেও চিনতে পারো না ?

না ।

নিজের ছেলেকেও না ?

রেমি একটু ভাবল । তারপর বলল, যখন ওরকম হয় তখন মিনিটখানেকের জন্য মাথাটাই ফাঁকা হয়ে যায় কিছুই স্মৃতি থাকে না । ছেলেকেও তখন চেনা লাগে না ।

ডাক্তারকে বলেছো ?

না । ভাবলাম আগে তোমাকে বলি ।

ডাক্তার তো রোজই আসে ।

আসে ।

আজ ডাক্তারকে বোলো । আমরা লে ম্যান, অসুখের কী বুঝি ?

www.MurchOna.com

আমার কি মাথার গণ্ডগোল হবে গো ?

তা কেন ? এটা কোনো ডেফিসিয়েন্সি থেকেও হতে পারে। খুব সিরিয়াস কিছু বলে মনে হয় না।

আমার ভীষণ ভয় করে, মনে হয় পাগল হয়ে যাবো না তো ! সেই ভয়ে ডাক্তারকেও কিছু বলি না।

ডাক্তারকে ভয় কী ?

যদি বলে, আপনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন !

দূর বোকা। ডাক্তাররা কখনো ওরকমভাবে বলে না।

রেমি মাথা নেড়ে বলে, আমি পারব না। তুমি ডাক্তারকে বলো।

আমি ! আমি কেন ?

তুমি আমার স্বামী না ?

নামকোবাস্তে।

সে তো জানিই। তবু স্বামী তো। তুমিই বলো।

দায়িত্বে জড়াচ্ছো ?

না হয় জড়ালাম। হাত দিয়ে তো পারলাম না, যদি দায়িত্ব দিয়ে পারি।

ডাক্তার কখন আসে ?

দশটা নাগাদ।

এখন মোটে আটটা ! দু'ঘন্টা দেরী।

রেমি একটু নাকি সুরে আব্দার করে বলে, তা হোক, আজ না হয় অফিসে একটু দেরীই হবে।

ধ্রুব একটু হাসল। আজ সকালে পরিষ্কার করে দাড়ি কামিয়েছে, চুল আঁচড়েছে, পরনে একটা ধবধবে সাদা পায়জামা, গায়ে পিস্তি রঙের একটা র-সিল্কের পানজাবি। চেহারাটা বড় বেশী ধারাল দেখাচ্ছে আজ। একটু শীর্ণতায় ওর লাবণ্য নষ্ট তো হয়ইনি, বরং শক্তপোক্ত দেখাচ্ছে। হাসির বিদ্যুৎ মুখখানায় এক দারুণ সৌন্দর্যের আলো ফেলল।

হয়তো বা ধ্রুবকে এত সুন্দর দেখে রেমি একাই। বারবার এক বিভোর তন্ময়তা পেয়ে বসে। পেয়ে বসে মুগ্ধতা, কাম, তীব্র আকর্ষণ, আজও বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেল রেমির। হঠাৎ সে ঘন শ্বাস ছেড়ে বলল, তুমি কি জানো তোমার মতো সুপুরুষ আর একজনও নেই।

এরকম কথা রেমি কখনো বলে না। ধ্রুব অবাক হয়ে রেমির দিকে চাইল। তারপর বলল; তাই নাকি ?

কথাটা কি তোমাকে আর কেউ বলেছে ?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, না। কারণ কথাটা সত্যি নয়।

বটে ! বলে রেমি ধ্রুবর কাছ ঘেঁষে বসল। আলতো করে হাত রাখল কাঁধে।

ধ্রুব বলল, সত্যি হলে কেউ না কেউ বলতই। তাছাড়া আর একটা কথা। আমার শরীরে জমিদারের রক্ত আছে। ব্লু ব্লাড। জমিদাররা সব সময়ে সুন্দরী মহিলাদের বিয়ে করতেন। ফলে বংশানুক্রমে তাঁদের বাচ্চারাও সুশ্রীই হত। আমার সেই উত্তরাধিকার থাকতেই পারে। কিন্তু কেবল শারীরিক সৌন্দর্য দিয়ে পুরুষের বিচার চলে না। তার মধ্যে আরো কিছু থাকা চাই।

সেটা কী ?

পৌরুষ এবং চরিত্র। আমার তা নেই। এক রকমের চেহারা আছে যা দিয়ে কেবল মেয়ে পটানো চলে। পুরুষের সত্যিকারের সৌন্দর্য ওটা নয়। চেহারা হবে এমন যার সামনে পুরুষ নারী নির্বিশেষে মাথা নোয়াবে।

রেমি শুনছিল না। ধ্রুবর খুব কাছে বসে, তার কাঁধে থুতনি রেখে মুখের দিকে অপলক চোখে

www.MurchOna.com

চেয়ে ছিল। আফটার শেভ লোশনের মৃদু গন্ধ আসছিল নাকে। মুগ্ধ সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছিল। এত সব কথার পর হঠাৎ মৃদু স্বরে বলল, আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে কি তোমার খুব অসুবিধে হয় ?

ধ্রুব একটু হাসল। বলল, থাকিনি কি ? কিন্তু তোমার মাননীয় শ্বশুরমশাই তো তা হতে দিচ্ছেন না।

উনি বিবেচক বলেই দোতলায় রেখেছেন আমাকে। উনি ভাবেন, বাচ্চা থাকলে সে তো রাতে কাঁদবে, বিছানা ভেজাবে, তুমি হয়তো বিরক্ত হবে।

তাই বুঝি ?

তা নয় ? একা আমাকেই তো তুমি সইতে পারো না। মাঝরাতে ছেলে রোজ কাঁদলে পারবে ?

পারব বললে কি বিশ্বাস করবে ? আমাকে তো ট্রায়াল দিয়ে দেখনি।

ট্রায়াল দেবো না হয়। আজই নীচের ঘরে ব্যবস্থা করছি।

ধ্রুব একটু তটস্থ হয়ে বলল, আজ থাক।

কেন, থাকবে কেন ?

একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আবার পাল্টানো অনেক হাঙ্গামার ব্যাপার। পরে হবে।

রেমি একটু হেসে বলে, ভয় পেলে ?

ভয় না।

রেমি হাসল। করুণার হাসি। দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে বলল, জানি গো জানি। আমি মরলে তুমি বাঁচতে।

ধ্রুব খুব গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, না। তুমি মরলে আমার কোনো লাভ হত না রেমি। আমি যদি অন্য কোনো মেয়েকে চাইতাম তাহলেও না হয় হত। আমার সেরকম কেউ নেই।

কিন্তু আমি তো তোমাকে বেঁধে রেখেছি।

তা রেখেছো। তবু প্রথমে যতটা খারাপ লাগত এখন ততটা লাগে না। আচ্ছা, দরজা-ফরজা খোলা রেখে এমন গা ঘেঁষাঘেঁষি করছো আজ কোন সাহসে বলো দেখি ? কেউ দেখে ফেলবে না ?

দেখুকগে। পরপুরুষ তো নও।

খুব সাহস হয়েছে তো আজকাল ?

রেমি একখানা হাত বাড়িয়ে ধ্রুবর মুখ চাপা দিল। বলল, তুমি কাছে থাকলে আমার শরীর-মন সব অন্যরকম হয়ে যায়। কত ভালবাসি তা তো বুঝলে না।

ধ্রুব কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আচমকাই ঘরের বাতাস প্রকম্পিত করে একটা বাজ পড়ল।

বউমা !

সচকিত রেমি ছিটকে উঠে দাঁড়াল। ধ্রুব একা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দেখল, দরজার অতি সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ পর্দার ওপাশে কৃষ্ণকান্ত দাঁড়িয়ে আছেন। কোলে কাঁথায় সযত্নে মোড়া নাতি। ঘরের ভিতরটা তিনি খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন।

ধ্রুব বা রেমি কেউ একটাও শব্দ করতে পারেনি বিমূঢ়তায়।

কৃষ্ণকান্ত পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন ধ্রুবর দিকে দৃক্‌পাত করলেন না। রেমির দিকে চেয়ে বললেন, বাপের বোধ হয় এখনো ছেলের মুখ দেখার সময় হয়নি, না মা ?

রেমি ঘোমটায় ঢাকা মুখ নত করে থাকে। জবাব দেয় না।

কৃষ্ণকান্ত তপ্তস্বরে বললেন, যদি বাপের সময় বা ইচ্ছে হয় অন্তত তাহলে তাকে একবার আমার দাদাভাইয়ের মুখখানা দেখিয়ে রেখো। অন্তত মুখচেনাটা হয়ে থাক।

এবারও ঘরে স্তব্ধতা।

কৃষ্ণকান্ত নাতিকে রেমির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, শরীরটা একটু লালচে দেখাচ্ছে আজ। বুঝলে ! হাম-টাম হতে পারে। আজ আর গায়ে জলস্পর্শ কোরো না। তেলটেলও দিও না। ডাক্তার এলে একবার ভাল করে দেখতে বোলো। রেমি ছেলেকে কোলে নেয়।

www.MurchOna.com

কৃষ্ণকান্ত নাতির ঘুমন্ত মুখখানার দিকে মায়াভরে একটুক্ষণ চেয়ে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে দরজার কাছে যান। একটু থেমে পিছন ফিরে বলেন, পৌরাণিক অভিধান আর কয়েকটা বই থেকে গোটা দশেক নাম বেছে রেখেছি। কোনটা খাপ খাবে তা বুঝতে পারছি না। লিস্টটা পাঠিয়ে দেবো, ছেলের বাপকেও বোলো একটু দেখে রাখতে। বলে কৃষ্ণকান্ত চলে গেলেন।

রেমি ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে স্ট্যাণ্ডের মশারি দিয়ে ঢাকা দিল। তারপর চাপা স্বরে বলল, ওগো।

কী বলছ ?

ছেলে দেখ।

দেখছি। বলে ধ্রুব হাসল। আড়চোখে গোলাপী নাইলনের মশারির মধ্যে শোয়ানো ছেলের টুলটুলে মুখখানা কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে দেখল সে।

রেমি বলল, কী মনে হচ্ছে ?

কী আবার মনে হবে ?

নিজেকে বাবা-বাবা লাগছে না ?

ধুর ! কে কার বাবা ? জন্মানোর জন্য ওর আমাকে এবং তোমাকে দরকার ছিল মাত্র।

ও আবার কি রকম কথা ?

দুনিয়াটা ঠিক ওরকমই প্রকৃতির নিয়মে চলে রেমি।

চুপ করো তো। অত জ্ঞানের কথা ভাল নয়।

প্রস্তাবটা দ্বিতীয়বার তুলতে খুবই লজ্জা করছিল হেমকান্তর। রাজেনবাবু ভাল মানুষ, হয়তো কিছু মনে করবেন না, বরং খুশিই হবেন। কিন্তু হেমকান্ত নিজের মানমর্যাদার কথা ভেবে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। বিয়ের কথা আগে একবার হয়েছিল, বিশাখা অরাজি থাকায় এগোয়নি। এখন আবার নতুন করে প্রস্তাব তোলার একটা ভাল অজুহাত থাকা চাই।

ভেবেচিন্তে যে কিছু স্থির করবেন তার উপায় নেই। তেরোই ফাল্গুন বিয়ের দিন ধার্য করলে হাতে সময় খুবই কম। রঙ্গময়ী রোজ তাগাদা দিচ্ছে। বলছে, অত সঙ্কোচ করছো কেন ? রাজেনবাবুরাও জানে যে, শচীন আর বিশাখা এখন বিয়ের জন্য মুখিয়ে আছে। কেউ কিছু মনে করবে না।

দিনকাল পাল্টে গেছে। আজকাল ছেলেমেয়েরা নিজেদের বিয়ে নিয়ে নিজেরাই বোধহয় মাথা ঘামায়।

ছুটির দিন দেখে হেমকান্ত একদিন রাজেন বাবুকে দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। খুবই একান্তে এবং সাধারণভাবে প্রস্তাবটা করবেন বলে।

নির্দিষ্ট দিনে রাজেনবাবু এলেন। খাওয়াদাওয়ার পর দুজনে বসলেন বাইরের ঘরে।

হেমকান্ত বিনীতভাবে বললেন, আমার দুর্ভাগ্যের কথা তো সবই জানেন।

দুর্ভাগ্য ! দুর্ভাগ্য কী বলছেন ?

ছেলেটা গৃহত্যাগী হল। মা-মরা ছেলে। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হেমকান্ত।

রাজেনবাবু ম্লান হেসে বললেন, বাপ হয়ে ছেলের জন্য উদ্বেগ থাকবে না তা তো হয় না। তবু বলি অমন ছেলের বাবা হতে পারলে আমি নিজে ভারী গৌরব বোধ করতাম।

এ কথায় হেমকান্তর চোখে জল এল। সামলাতে একটু সময় নিলেন। তারপর ধরা গলায় বললেন, আমি নানা দিক দিয়েই ভাগ্যতাড়িত। স্ত্রী অকালে চলে গেলেন, ছেলে বিবাগী।

আমরা সব খবরই রাখি হেমবাবু। ভগবান সবসময়ে তো শুধু দেন না, কিছু নেনও। কর্ত্রী বড়

www.MurchOna.com

লক্ষ্মীমন্ত ছিলেন। তিনি চলে যাওয়ায় আমরাও একরকম মাতৃহারা হয়েছি। আমার দুর্দিনে তিনি অনেক সাহায্য করেছেন।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, একবার শচীনের সঙ্গে বিশাখার বিবাহের একটা প্রস্তাব তুলেছিলাম। আপনিও সম্মতি দিয়েছিলেন। নানা ঘটনায় আর সে ব্যাপারে এগোনো সম্ভব হয়নি। এখনো যদি আপনার মত থাকে তবে অগ্রসর হই।

রাজেনবাবু সহসা জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। তাঁর বিচক্ষণ মুখখানায় কোনো ভাব প্রকাশ পেল না। একটু পর বললেন, প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য বলেই করেছিলাম। এখনো অমত কিছু নেই। বিশেষত পাত্র ও পাত্রীরও যখন পরস্পরকে পছন্দ। কিন্তু একটা ছোট্ট বাধা হচ্ছে।

হেমকান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কী বাধা?

যদি অভয় দেন তো বলি।

অভয় না দেওয়ার কিছু নেই। আমি খোলামেলা মানুষ।

রাজেনবাবু আবার একটু ভাবলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, আপনি বিপত্নীক। কিন্তু বেশ কম বয়সেই বিপত্নীক হয়েছিলেন। ইচ্ছে করলে আবার বিয়ে করতে পারতেন, কিন্তু করেননি।

হেমকান্ত ভারী অসহায় বোধ করে বললেন, আবার ওসব কথা কেন রাজেনবাবু?

রাজেনবাবু মাথাটা সামান্য নেড়ে বললেন, আমি আপনার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই কথাটা তুলতে চাইছি।

হেমকান্তর অভ্যন্তরে একটা ভয় টিকটিক করছিল। বুঝতে পারছেন, একটা আঘাত আসছে। তবু বলতে হল, বলুন না। সঙ্কোচের কিছু নেই।

রাজেনবাবু গলাখাঁকারি দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, মানুষ হিসেবে আপনি তুলনাহীন। এমন মাটির মানুষ খুব কম দেখা যায়। আপনার অন্যান্য গুণ সম্পর্কেও আমরা জানি। এই তো সেদিন গুণ্ডার ছুরি খেলেন বিনা অপরাধে। কিন্তু কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন না। আপনার মতো মহৎ বাবা না হলে কি কৃষ্ণকান্তর মতো উজ্জ্বল ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়?

হেমকান্ত কুণ্ঠায় চক্ষু নত করলেন।

রাজেনবাবু বললেন, কিন্তু আমরা এও বুঝি আপনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন মানুষ দরকার। যে-সে মানুষ নয়। বেতনভুক কর্মচারী দিয়ে সেবা জিনিসটা হয় না। আপনার বড় দুই ছেলে প্রবাসে, বিশাখার বিয়ে হয়ে গেলে আপনি সম্পূর্ণ একা হয়ে যাবেন। তখন যদি দেখাশোনার লোক না থাকে তবে খুবই অসুবিধে হবে।

আমার অভ্যাস আছে।

রাজেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, অভ্যাসের কথা বলছেন! আজ শক্তসমর্থ আছেন বলে বুঝতে পারছেন না। বয়স যখন হবে তখন বুঝবেন।

হেমকান্ত চকিতে একবার রাজেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে নিলেন।

রাজেনবাবু বললেন, তাই আমি আপনার কাছে আজ একটা প্রস্তাব নিয়েই এসেছি।

হেমকান্ত নড়েচড়ে বসলেন। বড় অস্বস্তি। আঘাতটা কি আসছে এইবার? যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বললেন, বলুন।

আমি মনে করি কালক্ষেপ না করে আপনার আবার দার পরিগ্রহ করা প্রয়োজন।

কথাটা প্রায় সাধু ভাষায় বলা, তবু অর্থ তো পরিষ্কার। হেমকান্ত সহসা জবাব দিতে পারলেন না। চুপ করে রইলেন। রঙ্গময়ীর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সিদ্ধান্ত তো তিনি নিয়েই রেখেছিলেন। তবু সঙ্কোচ ছিল। ভয় ছিল।

রাজেনবাবু নম্র গলায় বললেন, আমি সব দিক বিবেচনা করেই কথাটা বলার সাহস পেলাম। একটু স্পর্ধা হয়তো প্রকাশ পেল, কিন্তু যদি আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করেন তবে আখেরে মঙ্গলই হবে।

www.MurchOna.com

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন। বুঝেছেন। তারপর বললেন, কিন্তু এ প্রস্তাবটার পিছনে অন্য কিছু নেই তো রাজেনবাবু? কোনো গুজব বা রটনা?

রাজেনবাবু সামান্য হাসলেন। তারপর হেমকান্তর দিকে একটু চেয়ে থেকে শান্ত গলায় বললেন, রটনা যাই থাকুক আমি কিন্তু আপনার চরিত্র জানি। যাকে যথার্থ পৌরুষ বলে আপনার তা আছে। যদি না থাকত তাহলে আজ এ বাড়ির মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব কানেও তুলতাম না।

হেমকান্ত কী বলবেন বুঝতে পারছিলেন না। সঙ্কটে তাঁর মাথা গুলিয়ে যায়। বললেন, বিশাখাকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে এটাই কি আপনার শর্ত?

রাজেনবাবু জিব কেটে বললেন, ছিঃ ছিঃ, শর্ত কিসের? আপনার মতো মানুষকে শর্ত দিয়ে বেঁধে কি ছোটো করা উচিত? আমি প্রস্তাবটা করছি অন্য কারণে।

কারণটাই জানতে চাই, যদি বলতে বাধা না থাকে।

রাজেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, বলতে যে হবে তা জানতাম। তাই অনেক ভেবেছি। ভেবে ভেবে বুঝলাম আপনার সঙ্গে সোজাসুজি এবং খোলাখুলি কথা বলাই ভাল। আপনি তো জানেন, পুরুষ মানুষ যেমনই হোক তার পিছনে একটা অন্দরমহল থাকে!

হেমকান্ত মৃদু হেসে বললেন, আমি অন্দরমহলের বিশেষ খবর রাখি না। সুনয়নী বেঁচে থাকতেও রাখতাম না। আর এখন তো আমার অন্দরমহল বলেই কিছু নেই।

রাজেনবাবুও সহাস্যে বললেন, আপনি একদিক দিয়ে ভাগ্যবান। আমাদের শুধু অন্দরমহলের খবরই রাখতে হয় না, ওই চাবির গোছার ঝনৎকার, ওই বালা আর চুড়ির শব্দের মধ্যে যেসব সঙ্কেত আছে সে সম্পর্কেও হুশিয়ার থাকতে হয়।

দুজনেই হাসলেন।

হেমকান্তর হাসি কিছুটা ম্লান। বললেন, বুঝেছি। অন্দরমহলে আমাকে নিয়ে কোনো কথা উঠেছে। তাই না?

রাজেনবাবু হ্যাঁ-না কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন। অনেকটা সময় পার করে বললেন, ঠিক তা নয়। মেয়েরা কূটকচালি পরনিন্দা পরচর্চা করে বটে, সেটা স্বাভাবিকও। কিন্তু আমার অন্দরমহলে একটু অন্যরকম মনোভাবও আছে। আপনার প্রতি আমাদের এক ধরনের দুর্বলতা আছে। আমরা বাস্তবিকই আপনার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হই। কৃষ্ণ নিরুদ্দেশ হওয়ায় আমার স্ত্রী খুবই কান্নাকাটি করেছেন।

কৃষ্ণকান্ত প্রসঙ্গে হেমকান্ত ফের উদাস হয়ে গেলেন। স্থির দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, আমি বড়ই হতভাগ্য। জীবনে কোনো কিছুকেই আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। যা ঘটবার সবই ঘটে যাচ্ছে, আমার যেন কিছুই করার নেই।

রাজেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ওরকমভাবে বলবেন না। মানুষ সব সময় সব কিছু নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেও না। তা বলে আপনাকে কেউ দুর্বলচিত্ত বলে ভাবে না।

হেমকান্ত মৃদু হেসে বললেন, ঠিক সেটাই ভাবে। আমিও জানি যে, আমি দুর্বলচিত্ত। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমার কখনো কোনো পদস্খলন ঘটেনি।

ছিঃ ছিঃ, সে ইঙ্গিত আপনার শত্রুও করে না।

করে। আমি জানি।

কিছু দুর্মুখ থাকতে পারে, তাদের কথা আলাদা।

দুর্মুখ নয়, যেটা ঘটা স্বাভাবিক সেটাই তারা বলে। কিন্তু আমি এমনই দুর্বলচিত্ত যে মনু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে আমার বহু বছর লেগেছে।

মনু! বলে রাজেনবাবু সোজা হয়ে বসলেন।

www.MurchOna.com

হেমকান্তর আর ভয় করল না। দুর্বলতা তিনি কাটিয়ে উঠেছেন। সহজভাবে রাজেনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ মনু। তাকে নিয়েই তো যত রটনা।

রাজেনবাবুর মুখ থেকে হাসিটা মুছে গিয়েছিল। আবার ফিরে এল। বললেন, আপনি কি সত্যিই কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

নিয়েছি। আমরা বিয়ে করার কথা ভাবছি। তবে এখানে নয়, প্রকাশ্যেও নয়।

গোপনীয়তার দরকার আছে কি?

আছে। আমার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, তারা সামাজিক জীব। আমি তাদের কোনো অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না।

রাজেনবাবু একটা স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে বললেন, আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল।

সহজ হল?

হল। আমি আপনাকে এ কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম।

হেমকান্ত অবাক হয়ে বললেন, সে কী? আপনি আমাদের বিয়ে অনুমোদন করেন?

করি। কারণ আমি পুরুষমানুষ। মধ্যবয়সে স্ত্রী-বিয়োগ ঘটলে যে পুরুষের কী দুর্গতি হয় তা আমি আন্দাজ করতে পারি। অনেককে দেখেছি।

আর আপনার অন্দরমহল?

অন্দরমহলের কথা আলাদা। বাইরের জগতের সব কিছুই তাদের কাছে বাঁকা ভাবে গিয়ে পৌঁছোয়। আপনি ও নিয়ে চিন্তা করবেন না।

কিন্তু চিন্তার কথা আছে যে। আমার মেয়েটি যদি আপনার অন্দরমহলের কাছে আমার কলঙ্কের জন্যই গ্রহণযোগ্য না হয়?

কলঙ্ক আর থাকছে কই? আপনি যদি মনুকে বিয়ে করেন তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল।

বুড়ো বয়সের বিয়েই কি খুব প্রশংসাযোগ্য?

আমার অন্দরমহল মনে করেন, পুরুষের বিয়ের বয়সটা বড় কথা নয়। আর আপনার তেমন বয়স হয়েছে বলেও তো আমরা জানি না। আপনি আমার চেয়ে বয়সে অন্তত সাত-আট বছরের ছোটো। তাই না?

আমার পঞ্চাশ পূর্ণ হয়েছে।

ছেলেমানুষ। আর মনুও তো হামা দেয় না। সেও যথেষ্ট বয়স্কা মহিলা।

তবু আপনার অন্দরমহলে সব কথাই জানাবেন। আপত্তি থাকলে আমি আর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হবো না।

জানাব। তবে আপত্তি যে আর উঠবে না এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন।

রাজেনবাবু চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসে রইলেন তিনি। খুব অন্যমনস্ক। গম্ভীর বিষণ্ণ।

সামনেই একটু নড়াচড়া লক্ষ করে চিন্তারাজ্য থেকে বাস্তবে নামলেন। চোখের দৃষ্টি চিন্তামুক্ত হতে সময় নিল। তারপর দেখলেন, রঙ্গময়ী।

রঙ্গময়ী বলল, সব শুনেছি।

শুনেছো? যাক।

যাক কি? অত হাল ছাড়লে চলবে না।

আমার হাল নেই মনু। বহুকাল আমার নৌকো বেহাল হয়ে স্রোতে ভেসে চলেছে।

তাই বুঝি?

তা নয় তো কি?

www.MurchOna.com

বেশ স্বার্থপরের মতো কথা কিন্তু।
কথাটা কি মিথ্যে ?
নয় ? হাল তুমি ধরোনি বলেই কি আর কেউ ধরে নেই ?
হেমকান্ত একটু হাসলেন। বললেন, হাল ধরেছো নাকি ? কাছেই আসতে চাও না তো হাল ধরা ! নইলে এতকাল সত্যিই স্রোতে ভেসে যেতে।
রাজেনবাবু কি প্রস্তাব দিয়ে গেলেন শুনলে তো ?
শুনেছি।
এবার বলো কী করা যায় !
কী আবার ! তুমি তো সবই জানিয়ে দিয়েছো।
কাজটা কি ঠিক হল ?
খুব ঠিক হল। ঢাক-ঢাক গুড়গুড়ের চেয়ে ভাল।
বিয়েটা যদি ভেঙে যায় ?
পাগল নাকি ? মিঞা-বিবি রাজি তো কাজির সাধ্য কি ?
হেমকান্ত বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বললেন, রাজেনবাবুর একটি অন্দরমহল আছে। সিদ্ধান্ত হবে সেখানে। আমাদের বেশীরভাগ সংসারেই গুরুতর সিদ্ধান্তগুলো আসে হেঁসেল থেকে।
আসে বেশ হয়। তোমার মতো উদাসী পুরুষদের সিদ্ধান্ত হেঁসেল থেকে আসবে না তো কোথা থেকে আসবে ?
রাগ করছো কেন ? আমি বলছি সেখানে যদি অন্য কোনোরকম সিদ্ধান্ত হয় ?
রাজেনবাবুর অন্দরমহলকে আমি ওঁর চেয়েও বেশী চিনি।
চেনো ? তাহলে বলো তাঁর মত কী !
তাঁকে আমি সব বলেছি। উনি শুনে মোটেই রাগ করেননি। বরং নিশ্চিন্ত হয়েছেন। পাঁচজনের পাঁচ কথা রটানোর সুযোগ দেওয়ার চেয়ে বিয়ে অনেক ভাল। তাতে একটু ছিঃ ছিঃ হতে পারে বটে, কিন্তু শেষ অবধি মুখে কুলুপ পড়বেই।
হেমকান্ত একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, কৃষ্ণকান্তটা যদি কাছে থাকত !
আবার তার কথা এখন কেন ?
সে থাকলে আমি স্বাভাবিক মাথায় সব কিছু চিন্তা করতে পারতাম। এখন অর্ধেক মাথায় কেবল তার কথা ভাবি, বাকি অর্ধেক মাথা নিয়ে বিষয়চিন্তা করি।
সে যে দূরে আছে সেটাও ভগবানের আশীর্বাদ বলে জেনো।
কেন বলো তো !
সে কাছে থাকলে তুমি হয়তো শেষ অবধি আমাকে বিয়ে করার কথা ভেবেই যেতে কিন্তু করতে পারতে না। তোমার লজ্জা হত, সঙ্কোচ হত।
হেমকান্ত চুপ করে রইলেন। কথাটা যুক্তিযুক্ত।
রঙ্গময়ী বলল, রাজেনবাবু তোমার কাছে আর একটা কথা জানতে চাইবেন।
সেটা কী ?
উনি জানতে চাইবেন তোমার আর আমার বিয়ে কবে হবে।
কী বলব বলো তো !
বলবে হয়ে গেছে।
হেমকান্ত চমকে উঠে বললেন, মিথ্যে কথা বলব ?
মিথ্যে হবে কেন ? তার আগেই যে আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে।
সে কী ? বলে হেমকান্ত উত্তেজনায় উঠে লেন।

www.MurchOna.com

রঙ্গময়ী এগিয়ে গিয়ে হেমকান্তর হাত ধরে বলল, ওরকম করছো কেন ? বোসো।

হেমকান্ত বসলেন। বললেন, আমি তো ভেবেই কূল পাচ্ছি না মনু, কী বলছো তুমি !

রঙ্গময়ী হেমকান্তর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলল, সেই ছোট্ট থেকে তোমার দিকে চেয়ে বসে আছি। মগডালের ফল তুমি, হাতের নাগালে তো নও। একটা জীবন তোমার দিকে চেয়েই কাটিয়ে দিতে পারতাম। আর তো বয়স নেই। রক্ত কত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তবু আজ তোমার মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে এই কাজ তোমাকে আর আমাকে করতে হবে। ওদের বিয়ের পর আমরা না হয় কাশীবাসী হবো।

কিন্তু আমাদের বিয়ের কথা কী বলছিলে ?

আমাদের বিয়ে আজ।

আজ ?

চমকে উঠো না। আজ লগ্ন আছে, দিন আছে।

বলো কী ?

ঠিকই বলছি। এ তো সানাই বাজিয়ে লোক ডেকে বিয়ে নয়। বিয়ে হবে ঠাকুরবাড়িতে। বাবা পুরোহিত হবেন। যজ্ঞ হবে।

হেমকান্ত নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। স্থির চোখে রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে ছিলেন।

রঙ্গময়ী বলল, জানি এটা বড় সুখের সময় নয়। কৃষ্ণ বাইরে, তোমার মন ভাল নেই। তবু বলি, সময় আর কখনো হবে না।

গোপনে বিয়ে করতে হবে মনু ?

আমি তো তাই বলি। গোপনই ভাল।

হেমকান্ত অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর অদ্ভুত একটা কথা বললেন, কিন্তু বিয়ে তো উপোসী থেকে করতে হয়।

বিয়ে কত রকম আছে তুমি জানো ?

না। তা জানি না।

তবে ওটা নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমি জানি। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় মতে। একটুও ত্রুটি থাকবে না।

কাজটা কি ভাল হবে মনু ?

তা আমি জানি না গো। পাত্রী পছন্দ না হলে এখনো ভেবে দেখ।

॥ ৯৪ ॥

স্বচ্ছ গোলাপী মশারির মধ্যে শিশুশরীর আর টুলটুলে মুখখানা অনেকক্ষণ দেখল ধ্রুব। ঠিক বটে, তার নিজস্ব দর্শন অনুযায়ী ওই শিশুকে সে নিজের বা নিজস্ব বলে দাবী করতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মে মানুষ জন্মায়। জন্মানোর জন্য দুটি নরনারীকে ওর দরকার মাত্র। তার শরীর থেকে জন্মগ্রহণ করেছে বলেই নিজস্ব বলে দাবী করবে এমনতরো যুক্তি সে মানে না। কিন্তু যুক্তি এক জিনিস, বাস্তবে যা ঘটে তা অন্য রকম। মশারির ভিতরে শোয়ানো ছোট্ট শিশুটিকে দেখে ধ্রুব কেমন নরম হয়ে যাচ্ছিল

বড় মায়া !

কথাটা শুনে রেমি মুখ টিপে হাসল। তারপর বলল, তাই নাকি ? এই তো কি সব অলক্ষুণে কথা বলছিলে ?

www.MurchOna.com

সেটাও মিথ্যে নয়। আবার মায়াও মিথ্যে নয়।

অত বোকো না তো। ছেলেটাকে একটু ভাল করে চোখ চেয়ে দেখ। আমি যা পারিনি তা হয়তো ও পারবে।

সেটা আবার কী?

তোমাকে বাঁধতে।

ধ্রুব খুব হাসল। বলল, সেকেলে ডায়ালগ দিচ্ছো যে! বাঁধাবাঁধি আবার কিসের? ওকে আমি ছেলেবেলা থেকেই বন্ধনমুক্তির মন্ত্র শেখাবো।

তোমার ছেলে, তুমি যা খুশি শিখিও। আর আমি কী শেখাবো জানো?

কী?

আমি ওকে শেখাবো, এই লোকটাকে যেন সব সময়ে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে থাকে।

পারিবারিক এই আবহাওয়া খুব খারাপ লাগছিল না ধ্রুবর। যদিও সংসারের আবহাওয়া খুব তাড়াতাড়ি বদলায়, তবু সকালটা আজ তার ফুরফুর করে কাটছে। রেমি শরীরের সঙ্গে লেপ্টে বসে আছে, সামনের দরজাটা তবু খোলা।

ধ্রুব রেমির কাঁধটা আলতোভাবে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার কী হয়েছে বলছিলে, স্মৃতিভ্রংশের মতো?

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার পরিষ্কার শ্বাসের কাতাসটি লাগল ধ্রুবর গালে। কানের কাছে মুখ রেখে রেমি বলল, আমার কী মনে হয় জানো?

বলো শুনি।

মনে হয় তোমার অত অবহেলা সইতে সইতে আমার মাথাটি কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

তোমাকে অবহেলা করলাম আর কই! প্রবলেমকে কি লোকে অবহেলা করে? বরং সেটার কথাই সব সময়ে ভাবে।

আমি কেন তোমার প্রবলেম বলো তো? খাওয়াতে হয় না, পরাতে হয় না। এমনকি একসঙ্গে না থাকলেও চলে। আমি তো ছায়ার মতো থাকি। কায়াহীন।

বাঃ বেশ বলেছো। পিওর কবিতা। তবে এ নিয়ে আমরা এত কথা বলে ফেলেছি অলরেডি যে আর আলোচনার মানেই হয় না।

নাই বা আলোচনা করলে। কিন্তু আমার মাথার অসুখটা কেন করল সেটা একটু ভাববে তো?

মাথার অসুখ নয়।

নয় বলছো? তুমি ভাল করে আমাকে একটু দেখ না গো!

কী দেখব? আমি কি ডাক্তার?

তুমি আমার সবচেয়ে বড় ডাক্তার। আমার চোখ দেখ, নাড়ী দেখ, ঠিক বুঝতে পারবে।

পাগল আর কাকে বলে!

কোনোদিন তো এমনভাবে বলিনি। দেখ না, বুঝতে পারো কিনা!

ধ্রুব রেমির মুখখানা দুহাতে ধরে চোখের দিকে চাইল। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল। রেমিও পলক ফেলল না।

তোমার চোখের দৃষ্টি খুব স্বাভাবিক।

মোটেই না।

তুমি কি করে বুঝলে যে স্বাভাবিক নয়?

রেমি মৃদু হেসে বলে, তুমি আমাকে ছুঁয়ে আছো, চোখের দিকে চেয়ে আছো, তবু আমার চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হবে কি করে? আমার চোখে এখন আনন্দের আলো জ্বলছে।

ধ্রুব হাসছিল, মৃদুস্বরে বলল, খুব শেয়ানা হয়েছো। এত বুদ্ধি করে কথা বলতে পারছো, তবু

www.MurchOna.com

ভাবছো পাগল হয়ে যাবে কিনা ?

রেমি মাথাটা নেড়ে বলে, না গো, বিশ্বাস করো। সত্যিই হচ্ছে। যখন হয় তখন কিছু চিনতে পারি না। আর মনে হচ্ছে, দিন দিন ব্যাপারটা বাড়ছে।

ধ্রুবকে চিন্তিত দেখাল। জিজ্ঞেস করল, বাবাকে বলেছো ?

বাবা ? শ্বশুরমশাইকে বাবা বলছো তুমি ? বলে রেমি অবাক হয়ে তাকাল।

ধ্রুব বড় একটা কৃষ্ণকান্তকে বাবা বলে সম্বোধন বা উল্লেখ করে না। হঠাৎ মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। সামলে নিয়ে বলে, বাবাই তো হয় লোকটা সম্পর্কে, তাই না ?

তোমার ফিলজফিতে তো তা নয়!

ঠকছো ডিয়ার। এখন একটু ছেড়ে দাও। ডাক্তার এলে ডেকে পাঠিও।

কোথায় যাবে ?

আসছি একটু।

পালাবে না তো ?

না, পালাবো কেন ? আর পালিয়ে যাবোই বা কোথায় ?

এসো তাহলে।

রেমি ছেড়ে দিল। ধ্রুব খুব ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে এল। রেমির চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটা ঘোলাটে ভাব সে লক্ষ করেছে। অবহেলা করে বটে সে, কিন্তু রেমির সবকিছুই তার জানা। ওই চোখ তার গভীরভাবে চেনা। কী হয়েছে রিমির ? একটা শক্ত অসুখের প্রতিক্রিয়া কি ? মানসিক ভারসাম্য গোলমাল নয় তো ?

নীচে নেমে এসে সে বৈঠকখানার টেলিফোনটা একবার তুলে ডায়াল করতে গিয়েও রেখে দিল। একটা চেয়ারে বসে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল ডাক্তারের জন্য। ডাক্তার আসতেই পথ আটকাল ধ্রুব, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

ডাক্তার বয়স্ক মানুষ, কৃষ্ণকান্তর প্রায় পারিবারিক বন্ধু। ধ্রুবকে এইটুকু বয়স থেকে চেনেন। হেসে বললেন, বল রে পাগলা।

রেমিকে ভাল করে দেখেছেন দু-এক দিনের মধ্যে ?

ডাক্তার উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কেন বল তো ?

ওর চোখে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেননি ?

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, না। তবে বউমা তো ভাল করে কিছু বলে না। চেক আপ একটা নামমাত্র করতে হয় বলে করি। তোর বাবা আবার বাচ্চাটার জন্যই বেশী অস্থির, তাই ওটাকেই বেশী করে দেখে যাই। কেন, বউমার কোনো কমপ্লিকেশনস দেখা দিয়েছে নাকি ? তোকে কী দেখাচ্ছিস ?

ওর দৃষ্টিটা স্বাভাবিক নয়। কেমন ঘোলাটে। তাকে আবার স্মৃতিভ্রংশের মতো হচ্ছে।

কই, আমাকে বলেনি তো ?

লজ্জায় বলেনি।

আচ্ছা, এতে লজ্জার কী আছে ? বাঙালী মেয়েরা এই করে করেই তো যত গণ্ডগোল পাকায়। চল তো গিয়ে দেখি।

একটু সাবধানে হ্যাণ্ডেল করবেন।

ডাক্তার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, নে চল তো। তোর কাছে আর আমাকে ডাক্তারী শিখতে হবে না।

ডাক্তার রেমিকে দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন। তারপর ধ্রুবর সঙ্গে নীচে নেমে এসে একান্তে বললেন, মানুষের মন বড় বিচিত্র জিনিস। কখন কোন খোঁটায় বাঁধা পড়ে মাথা কুটে মরে তার তো ঠিক নেই। বউমাকে কয়েকদিন অবজার্ভেশনে রাখা দরকার। তারপর

www.MurchOna.com

প্রয়োজনমতো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে।

মনের কথা কী বলছিলেন? খোঁটা না কি যেন বললেন?

ডাক্তার একটু হাসলেন, বললেন, এ হচ্ছে অবসেশনের যুগ। মানুষ চট করে অবসেশড হয়ে যায়। বউমারও সেরকম একটা কিছু আছে মনে হয়। খুব দুশ্চিন্তা করে নাকি?

তা করে বোধ হয়।

তার ওপর ডেলিভারির সময় ওরকম একটা ধকল গেল। শরীরটা ভীষণ দুর্বল তো। মাথাটা চিন্তার বোঝা বইতে পারছে না।

সাইকিয়াট্রিস্ট যদি এখনই দেখানো হয়?

দূর পাগল! খামোখা সাইকিয়াট্রিস্ট কতগুলো ওষুধ গেলাবে। তাতে ভালমন্দ কত কী হতে পারে। আমি পুরোনো আমলের মানুষ রে বাপু, ন্যাচারাল কিওরের পক্ষপাতী বেশী। দেখ না দুদিন। চট করে কিছু হবে না, ভয় নেই।

আমি একটা জিনিসকেই ভয় পাই।

সেটা কী?

মানুষ, বিশেষ করে মেয়েরা একটু সেন্টিমেন্টাল হয়। আপনার বউমা খুব উইক নেচারের। তাই ভাবছিলাম মানসিক স্থিরতা হারিয়ে সুইসাইড-টাইড করে বসবে না তো!

আরে না! সেরকম কিছু দেখেছিস নাকি?

না, ভাবছিলাম আর কি।

নতুন মা হয়েছে, এখন সুইসাইডের কথা ভাববে না। তবু নজরে রাখিস না হয়। তোর বাবাকে কিছু বলতে হবে এ বিষয়ে?

না, থাক। উনি খামোখা দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবেন।

জানি বউমা-অন্ত প্রাণ।

ডাক্তার চলে গেলে ধ্রুব অফিসে বেরোলো। একটা অন্যমনস্কতা আগাগোড়া রইল সঙ্গে। অফিসে এসেও সেটা ছাড়ল না। কাজে মন গেল না বলে একটা কাগজে ধ্রুব কয়েকটা পয়েন্ট লিখল। রেমির ওপর কতরকম মানসিক বাধা পড়েছে তার একটা হিসেব। স্বামীর উপেক্ষা, স্বামীর প্রণয়িনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, নিজস্ব প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমে ব্যর্থতা, স্বামীর নীচতা ও হীনতা (কখনো কখনো) সত্ত্বেও তার প্রতি আনুগত্যবোধ এবং কিছু বস্তাপচা সংস্কার মানার অভ্যাস, স্বামীর মাতলামী, শ্বশুরের আধিপত্য, প্রথম সন্তান ধারণ করা সত্ত্বেও ভ্রূণহত্যা, যৌন মিলনের অভাব(?) ইত্যাদি।

অনেকক্ষণ হিসেবটা মনোযোগ দিয়ে দেখল সে। আরো কিছু বোধ হয় বাদ থেকে গেল। তবু এটুকু থেকেই বোঝা যায় রেমির পাগল হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

টেলিফোনটা এল তিনটে নাগাদ। যখন ধ্রুব কেটে পড়ার তাল করছে।

ধ্রুবদা! আমি নোটন।

কী খবর রে?

তোমার সঙ্গে ভীষণ দরকার।

কিসের দরকার?

আজ সন্ধেটা আমাকে দেবে?

না রে, আজ উপায় নেই। তোর বউদির শরীর খারাপ।

খুব সিরিয়াস কিছু?

ন্‌নাঃ, তবে বাড়ি ফেরা দরকার।

খুব স্ট্রেণ হয়েছে তো।

www.MurchOna.com

স্ত্রৈণ কেন হবো ?

নাকি ছেলের মুখ দেখে বিশ্ব ভুলেছো ?

ওসব নয়। তোর দরকারটা কী ?

সব কথা কি ফোনে বলা যায় ?

তাহলে পরে কোনো সময়ে দেখা করিস।

শোনো, আমি তোমার অফিস-বাড়িরই দোতলা থেকে ফোন করছি। পালাতে পারবে না। বোসো আসছি।

জ্বালালি, দোতলায় আবার কার কাছে ?

কত পার্টি থাকে আমাদের।

আয় তাড়াতাড়ি। সময় নেই আমার।

ধ্রুব ফোন রেখে দিয়েই বুঝল, তার বুকে হৃদস্পন্দনের শব্দ বেড়ে যাচ্ছে। দ্রুত হচ্ছে। শ্বাসে একটু জোর পড়ছে। লক্ষণগুলি ভাল নয়। নোটন সস্তা মেয়ে, ভাড়াটে মেয়ে। মল্লিকপুর এবং ফেরার পথে ট্রেনে যা ঘটেছিল তার জের টানার একটুও ইচ্ছে নেই ধ্রুবর। নোটনের কথা সে ক'দিন ভাবেওনি। কিন্তু এখন নোটন আসছে বলে তার এরকম সব হচ্ছে কেন ?

ধ্রুব উঠে দাঁড়াল। ভাবল, নোটন আসার আগেই চলে যাই। তারপর মনে হল, সেটা দুর্বলতা। এত সহজে হার মানবে কেন সে ? ভেবে আবার বসলো। মনটাকে কঠিন ও নির্বিকার করার একটা অক্ষম চেষ্টা করল সে।

নোটন যখন তার সামনে এসে দাঁড়াল তখন হৃৎস্পন্দন একটু দামামার মতো বেজে গেল তার। চালাক, ভীষণ চালাক মেয়েটা। একটুও সাজেনি। জানে, না সাজলেই ধ্রুব পছন্দ করবে বেশী। চওড়া পাড়ের একটা সাদা খোলের শাড়ি পরেছে, ডান হাতে একটা মোটা রূপোর বালা, কানে দুটো লাল পাথরের টপ। মুখে রূপটান নেই, কাজল নেই। একটু স্মিত হাসি আর চোখে দিপদিপ আলো।

ধ্রুব গলাটা যথাসম্ভব ভারী করে বলল, কী বলবি ?

বসি একটু ?

বোস।

নোটন বসে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। বলল, ভাবছিলাম তোমাকে বুঝি ধরতেই পারবো না। আমার সঙ্গে একটা জায়গায় কয়েক মিনিটের জন্য যাবে ?

ধ্রুব সন্ধিহান হয়ে বলে, কোথায় ?

চলো না। বেশী দূর নয়। ফেরার পথেই পড়বে।

আমাকে কোথাও নিয়ে যাবি কেন তুই ? আমাকে দিয়ে কী কাজ ?

আমার কাজ আমি বুঝবো। চলো।

ধ্রুব তীক্ষ্ণ চোখে নোটনকে দেখে বুঝবার চেষ্টা করছিল। কিছু বোঝা গেল না। মেয়েদের প্রকৃতিদত্ত ক্যামোফ্লেজ আছে। বলল, তোর কাজে আমাকে দরকার হচ্ছে কেন সেটিই জানতে চাই।

এত প্রশ্ন করলে বড্ড অপমান হয় জানো ?

অপমান ! বলে ধ্রুব একটু ভাবে। সে বুঝতে পারছে, নোটন আজ আর একটু এগোবে। কি-তু কেন ? ধ্রুবর কাছ থেকে ওর পাওয়ার তো আর কিছু নেই ! প্রেম জিনিসটা ওর মতো মেয়ের হতে পারে না আর। সেই মন ওর মরে গেছে কবে। তবে কি ও প্রতিশোধ নিতে চায় ? কৃষ্ণকান্ত ওর দাদাকে অপমান করেছিলেন। দাদা নিরুদ্দেশ। ধ্রুবর সঙ্গে ওর বিয়ের স্বপ্ন দেখেছিল ওর মা। সেই স্বপ্ন ওর চুরমার হয়ে গেছে। স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রায়-পতিতার এক

www.MurchOna.com

জীবনযাপন করতে হচ্ছে ওকে। হ্যাঁ, প্রতিশোধস্পৃহা নোটনের থাকতেই পারে। হয়তো ধ্রুবকে নিজের কব্জায় নিয়ে সেই শোধটাই তুলতে চায় নোটন।

কয়েক মুহূর্তে এইসব কথা ভেবে নিয়ে ধ্রুব হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বলল, চল কোথায় যেতে চাস।

নোটন এক মুখ হেসে উঠে দাঁড়াল। ভারী সুন্দর দেখাল ওকে। ছিপছিপে শরীর, তারুণ্যে ঝলমল করছে চেহারা। চোখের দৃষ্টিতে একটু দুষ্টুমি আর বুদ্ধির ঝিকমিকি।

নীচে একটা লাল অ্যামবাসাডার দাঁড়িয়ে ছিল।

ধ্রুব অবাক হয়ে বলে, গাড়ি কিনলি নাকি ?

না। গাড়ি আমার নয়। ধার নিয়েছি। ওঠো।

সামনে ড্রাইভার বসে। তার গায়ে সাদা ইউনিফর্ম। ধ্রুবর একটু ঘেন্না হল। বোঝাই যায়, গাড়ির মালিক নোটনের ক্লায়েন্ট।

নোটন পাশে বসেই ঘন হয়ে এল। ধ্রুবর একখানা হাত নিজের হাতে চেপে ধরে বলল, এরকম করো কেন বল তো ?

কি রকম ?

এই সন্দেহ কেন ? ঘেন্না কেন ?

ধ্রুব চুপচাপ বসে রইল। জবাব দিল না।

তোমাকে একটা কথা আজ বলব ধ্রুবদা।

বল।

আমি তোমাকে চাই। যেভাবেই হোক চাই। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

ধ্রুব হাতটা টেনে নিয়ে বলে, পাগলামি করিস না।

রাগ করছ ?

করছি। বাড়াবাড়ি করলে এর পর তোর মুখও দেখব না।

॥ ৯৫ ॥

"ইহা কী হইতে চলিয়াছে ? কী ঘটিবে ? জীবনের গতি বিচিত্র সন্দেহ নাই। ইহার বাঁকে বাঁকে অঘটন, বিপর্যয়, রঙ্গ, তামাশা। তবু বলি, আজ আমার জীবনে যাহা ঘটিতে চলিয়াছে তাহা অদৃষ্টপূর্ব বা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু আমি হইলাম ভাবনকাজী। ভাবিয়া ভাবিয়া মেঘের উপর প্রাসাদ তুলিয়া ফেলি, কিন্তু বাস্তবে কুটাগাছটিও নাড়িতে উদ্যোগী হই না। ঘটনা ঘটাইতে আমার কুণ্ঠা সীমাহীন। বাতায়নে বসিয়া পৃথিবীর রঙ্গতামাশা দেখিব, নিজে তাহাতে যোগ দিব না, ইহাই আমার চিরকালের মনোভাব।

"তবু কপালদোষে আমার মতো কর্মহীন অবসরপ্রিয় নিরুপদ্রব মানুষকে লইয়া পৃথিবীর ঘটনাবলীর তরঙ্গরাশি ছিনিমিনি খেলিতেছে। একটি প্রাচীন বাটির অভ্যন্তরে বহু বৎসরের পুরাতন কালদুষ্ট আবহাওয়ায় আমার আত্মা প্রতিপালিত হইয়াছে। ইহাই আমার পৃথিবী। কাছারিঘরের পিছনে অযত্নলালিত উদ্যানটির মধ্যে আমি প্রকৃতির লীলা প্রত্যক্ষ করিতাম। চাহিদা আমার বিশেষ নাই। পুত্রকন্যারা কেহ প্রতিষ্ঠিত, কেহ বিবাহিত। তাহাদের প্রতি দায়দায়িত্ব তেমন কিছু ছিল না, সম্পর্কও নিতান্তই আলগা। একমাত্র কৃষ্ণকান্ত আমাকে কিছু মায়ায় বাঁধিয়াছিল। এখনো সেই মায়াই আমাকে বিহ্বল করিতেছে। ইহা ছাড়া আর একটি বন্ধনের কথা স্বীকার করিব। পুরোহিত-কন্যার বালিকাহৃদয় যে-খাতে বহিতে শুরু করিয়াছিল আজও যৌবনপ্রান্তে আসিয়া সে

www.MurchOna.com

খাতেই বহিতেছে। এই নারীকে সাধ্বী বলিব না তো কাহাকে বলিব ? তাহার সেই সাধ্বী অনুরাগকে অবহেলা করার অনেক চেষ্টা করিয়াছি। পারি নাই। আজ বুঝিতেছি একটি ক্ষীণ বন্ধনে সেও আমাকে বাঁধিয়াছে। কূল ভাসায় নাই, সৌজন্য ভাঙে নাই, দেহস্পর্শে আবিল করে নাই। কিন্তু একমুখী লক্ষে বহিয়াছে ঠিকই। আমি তাহার সংযম, তাহার নিষ্ঠা ও সেবাপরায়ণতার প্রশংসা করি। আমি রূপমুগ্ধ নহি, হইলে বলিতাম আমি তাহার রূপানলেও ঝাঁপ দিয়াছি। কিন্তু তবু এই বয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার মতো উদ্যম এবং উৎসাহ আমার ছিল না।

"কৃষ্ণকান্তের জন্য উদ্বেগে আমার অভ্যন্তর শুকাইতেছে। জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতেছে। বীর পুত্রের জন্য গৌরবের চেয়ে তাহার বিরহ আমাকে কাতর করিয়াছে অনেক বেশী। অপাপবিদ্ধ তাহার কিশোর মুখের শ্রী আমার ভিতরে এক কোমল অভিভূতির সৃষ্টি করিত। কতকাল যেন তাহাকে দেখি না। কৃষ্ণকান্তের ভিতর দিয়াই প্রথম বুঝিলাম, পুত্র কেমন হয়। পুত্রস্নেহ কাহাকে বলে। আমার সেই পরম প্রিয় পুত্র পুলিসের তাড়া খাইয়া, প্রতি মুহূর্তে লাঠি গুলির বিপদের মধ্যে অভুক্ত, অস্নাত, নিরাশ্রয় হাটে মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর আমি ? আমি মহাসুখে অট্টালিকার নিরাপদ আশ্রয়ে চর্বচোষ্য ভোগ করিয়া গদির বিছানায় দেহ এলাইয়া দিবাস্বপ্ন দেখিতেছি। তাহাও একরূপ সহনীয় ছিল, কিন্তু এই অবস্থায় বিবাহের টোপরটি পরিব কোন্ মুখে ?

"সত্য বটে বিবাহের অনুকূলেও যুক্তি আছে। পুরোহিত-কন্যার জীবন লইয়া আর ছিনিমিনি খেলিবার সময় নাই। এও সত্য দুর্জনের মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত বিশাখা ও শচীনের বিবাহের আগেই এই কর্মটি চুকাইয়া ফেলা অভিপ্রেত। তবু মন সায় দেয় না। মনে হয়, কী যেন একটি কুকর্ম, পাপকাজ করিতে চলিয়াছি। ইহার ফল বহুকাল ধরিয়া ভোগ করিতে হইবে।

"বিবাহ আজই। বিশ্বাস হয় না। সুনয়নী কবে মরিয়াছে, সেই শূন্য স্থান পূরণ করিতে যাইতেছি, সুনয়নীর আত্মা ব্যথিত হইবে না তো ! পুত্রকন্যারা সকলেই কি এই বিবাহ স্বীকার করিবে। তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, আজ এই পরিণত বয়সে বিবাহ করিয়া আমরা পরস্পরকে কীই বা দিতে পারিব ? কেমন যেন ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগিতেছে। মনে কাঁটার মতো কী যেন বিঁধিতেছে।

"অবশ্য বিবাহের কোনো আয়োজন নাই, উপকরণ নাই, নিমন্ত্রিত কেহই আসিবেন না। ঠাকুরদালানে পুরোহিত একান্তে শুধু দুই হাত এক করিয়া দিবেন। সাক্ষী থাকিবেন শালগ্রাম শিলা, অগ্নি, গৃহদেবতা। তবু বড় চঞ্চল বোধ করিতেছি।

"একটু আগে বিশাখা আসিয়া আমার মুখের দিকে ক্ষণমাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহার চোখে বিস্ময়। আমি সভয়ে চোখ নামাইয়া লইলাম। আমাকে চমকিত করিয়া বিশাখা কহিল, বাবা, আপনার গরদের পাঞ্জাবি বের করে রেখেছি।

"আমি কহিলাম, গরদের পাঞ্জাবি কী হবে ?

আজ পরতে হবে না ?

আজ ! আজ কী ব্যাপার ?

"বিশাখা নতমুখে কহিল, আমি জানি না। পিসি বলল তাই। কিন্তু বিস্ময়ের কথা তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল না যে সে আমাকে ঘৃণা করিতেছে বা রাগ করিয়া আছে। অথচ সেটাই তো স্বাভাবিক !

"যাহার এত বড় বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে তাহার বিবাহ কিরূপ হইবে ?

"অনেক ভাবিলাম। ভাবিতে ভাবিতে বেলা কাটিতে লাগিল। একবার মনে হইল নিরুদ্দেশ হইয়া যাই না কেন ? গিয়া স্বদেশীদের দলে ভিড়িয়া পড়ি বা সন্ন্যাস গ্রহণ করি। আমাদের বংশে তো ইহা নূতন নহে।

"আবার ভাবিলাম এই সময়ে চপলতা মানায় না। স্থির থাকিতে হইবে। সংযত থাকিতে হইবে।

"পড়ন্ত বেলায় সদাশয়-হাস্য মুখে মাখিয়া ধুতি পাঞ্জাবিতে সাজিয়া রাজেনবাবু আসিয়া হাজির।

www.MurchOna.com

কহিলেন, এ কী, এখনো যে প্রস্তুত হননি !

কিসের প্রস্তুত ?

"রাজেনবাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, দেখুন, আপনার মতো ভাগ্যবান খুব কম লোকই আছে। লোকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে গেলে তার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ বড় একটা খুশি হয় না। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে ঘটেছে উল্টো।

কিরকম ?

স্বয়ং আপনার মেয়েই চায় আপনি বিয়েটা করুন। আমি আপনার হবু বেয়াই, আমিও চাই করুন। কারণ বিশাখার বিয়ের পর আপনি একদম একা হয়ে যাবেন। আমরা আপনাকে এক অসহায় অবস্থায় ফেলতে পারি না। অনেক আলোচনা, গবেষণার পরই আমরা সর্বান্তঃকরণে এই বিয়ে অনুমোদন করেছি। এবার আপনি অনুমোদন করলেই হয়।

"বুঝিলাম মনু সব দিক দিয়া আটি বাঁধিয়া লইয়াছে। সে কিছুতেই আমার মুখে চুন কালি লেপন হইতে দিবে না। তবু বিশাখা কেন অনুমোদন করিল তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু কৃতজ্ঞ বোধ করিলাম।

"রাজেনবাবু তাড়া দিলেন, উঠুন, উঠুন, লগ্নের বেশী দেরি নেই। আমার গিন্নীও আসছেন।"

আমি ব্যথিত হইয়া কহিলাম, এই তামাশায় আবার তাঁকে কেন ?

রাজেনবাবু সহাস্যে কহিলেন, তামাশা হবে কেন ? তিনি এয়োর কাজ করতে আসবেন। ব্যাপারটা আমাদের কাছে তামাশা নয়। আমরা আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

"বিশ্বাস হইল না। মনে হইল ইহারা রঙ্গ দেখিতেই আসিয়াছেন। আমাকে লইয়া পরে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবেন। শেষ অবধি জল কোথায় গড়াইবে ?

"এক এক সময়ে মানুষের স্বীয় বুদ্ধি লোপ পায়। ভাবিয়া কূল করা যায় না। আমারও আজ সেই অবস্থা। মস্তিষ্ক অসাড়, মন জড়বৎ, দেহ শক্তিহীন। আমার যেন এক কঠিন অসুখে বিকারের মত অবস্থা। চারদিকে যাহা সব দেখিতেছি তাহা যেন স্বপ্নবৎ এবং অপ্রাকৃত।

"উঠিলাম। কিছু বেশবাশ করিতে হইল। রাজেনবাবুর স্ত্রী আসিলেন। অবশ্য তাঁহার অবগুণ্ঠিত মুখের ভাবটি দেখিতে পাইলাম না। বিশাখার সহিত নীচু স্বরে কথা কহিতে কহিতে ঠাকুরদালানের দিকে চলিয়া গেলেন।

"রাজেনবাবু বলিলেন, শচীনেরও আসার কথা।

"ষোলোকলায় পূর্ণ হয় তাহা হইলে। ভাবী জামাতাবাবাজীবন শ্বশুরের বিবাহ দেখিতে আসিতেছে, ইহা অপেক্ষা কি মৃত্যু শ্রেয় ছিল না !

"রাজেনবাবু আমার মুখের ভাব দেখিয়া মনেরকথা অনুমান করিয়া কহিলেন, আপনি বড় বিমর্ষ হয়ে আছেন। রঙ্গময়ীর দিকটাও তো ভাববেন। বহুকাল ধরে সে আপনার পরিচর্যা করে আসছে। বিয়ে অবধি হল না। তার একটা সামাজিক পরিচয়ের কি দরকার নেই !

"জবাব দিলাম না।

"রাজেনবাবু নিজেই কহিলেন, বলতে পারেন শচীনই একরকম এই বিয়ের হোতা। আমরা সেকেলে লোক, সে শিক্ষিত এবং আধুনিক স্বভাবের। কাজেই সে আমাদের কাছে সব কিছু বুঝিয়ে বলেছে। রঙ্গময়ীকেও সে রাজী করিয়েছে। শুধু আপনাকে রাজী করানোর সাহস দেখায়নি। সে ভার রঙ্গময়ী নিয়েছিল। অবথা শচীনের জন্য সংকোচ বোধ করবেন না।

"একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম। বাড়ির চাকরবাকর দাসদাসী এবং কর্মচারীরাও আছে। তাহারাও জানিবে। লজ্জায় যে কী করিয়া তাহাদের কাছে মুখ দেখাইব তাহা বুঝিতেছি না।

"ঠাকুর দালানে যখন পৌঁছিলাম তখন চারিদিক অন্ধকারে ঢাকিয়াছে। মস্ত বারান্দায় সিগ্ধ দীপ জ্বলিতেছে। যজ্ঞকাষ্ঠ ও অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত। একধারে বিশাখা ও রাজেনবাবুর স্ত্রী বসিয়া

www.MurchOna.com

আছে। বিনোদচন্দ্র কিছু উদ্বিগ্ন, তটস্থ। একখানা পুঁথি হাতে বসিয়া ছিলেন, আমাদের দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"যখন আসন গ্রহণ করিলাম তখন মনে হইতেছিল যূপকাষ্ঠে আমাকে ফেলিয়া বলির আয়োজন চলিয়াছে। বিনোদচন্দ্র কহিলেন, বিবাহ শাস্ত্রমতেই হবে। স্ত্রী আচারগুলো বাহুল্য বলে বাদ দিচ্ছি।

"আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিলাম।

"যখন বিনোদচন্দ্রের রুগ্‌ণা স্ত্রী তাঁহার কন্যাকে বিবাহস্থলে লইয়া আসিলেন তখন আমি সেদিকে দৃক্‌পাত করিতে পারি নাই। অধোবদনে বসিয়া নিজের শ্রাদ্ধ করিতেছিলাম।

"কিন্তু দৃক্‌পাত করিতে হইল। একটি রক্তাভ রেশমী বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া, ঘোমটা দিয়া মনু যখন আমার হস্তে সমর্পিতা হইতেছিল তখন একবার চারচোখে মিলন ঘটিল।

"চন্দনচর্চিত মুখ, একটু রূপটানের প্রলেপ, কাজল সবই ছিল। কিন্তু তাহার চেয়েও অনেক বেশী যে জিনিসটি প্রকটিত হইতেছিল তাহা অভ্যন্তরীণ এক দীপ্তি। নারীর নিজস্ব দীপ্তি থাকিতে পারে। থাকেও। কিন্তু পুরুষের দ্বারাই বুঝি সে প্রকৃত দীপ্তি পায়। আজ রঙ্গময়ীর মুখে যে দীপ্তি দেখিলাম তাহা আর কখনো দেখি নাই। সেই আনন্দিত মুখশ্রী একটি ফুৎকারে আমার সব দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব উড়াইয়া দিল, বুকে বল আসিল। মনে হইল, আমার এই অপ্রতিভ পরিস্থিতিতে আর কেহ না থাক, পাশটিতে তো মনু থাকিবে। তাহার উপর আমি কি সর্বাধিক নির্ভরশীল নহি?"

"বিবাহ হইয়া গেল।

"এই বিবাহে বাসর জাগিবার দায় নাই। সকলে বিদায় লইল। শচীন ঠাকুরদালানে ওঠে নাই। একটু দূরে সাইকেলে ভর রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। উঠানে স্বল্প আলোয় দাসদাসী ও কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিল। কিন্তু আমার আর ততটা সংকোচ বোধ হইতেছিল না। মনুর স্পর্শে আমার ভিতরে তাহার তেজ ও সাহস সংক্রামিত হইয়াছে।

"বিবাহের পর যখন দুইজনে জোড়ে হাঁটিয়া ঘরে আসিলাম তখন এক আশ্চর্য অনুভূতি হইতেছিল। ভাঁটানো বয়সে বেশ আবার জোয়ার লাগিয়াছে। মনে হইতেছে পৃথিবীর দুঃখ, সন্তাপ, দুর্দৈবের সহিত আরো বহুকাল সংগ্রাম করিতে পারিব।

"সামান্য কিছু আহার করিয়া একটু অধিক রাত্রে আমরা এক শয্যায় রাত্রিবাস করিতে ঘরে ঢুকিলাম। মনু দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘোমটা সরাইয়া আমার দিকে তীব্র চোখে চাহিয়া কহিল, অমন করছিলে কেন?

তটস্থ হইয়া কহিলাম, কেমন?

চোরের মতো বসে থেকে এমন একখানা ভাব করছিলে যেন কেউ তোমাকে ধরেবেঁধে বিয়ে করতে বসিয়েছে।

একরকম তাহাই। তবু মুখে হাসি টানিয়া কহিলাম, হঠাৎ ঘটে গেল তো, তাই।"

মোটেই হঠাৎ নয়। আমাদের এই বিয়ে বহুকাল আগে থেকেই ঘটে ছিল। শুধু অনুষ্ঠানটুকু হল আজ। বলো তাই কিনা!

কী আর কহিব! বলিলাম, তাই হবে মনু। আমি কেমন তা তো জানোই।

জানি বলেই তো এই কাণ্ড করলাম। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এছাড়া পথ ছিল না।

"গভীর রাত্রি পর্যন্ত দুজনে নানা কথা কহিলাম। সে সব কোনো প্রেমালাপ নহে। ঘর-সংসারের কথা, কৃষ্ণর কথা, ছেলেমেয়েদের কথা, সুনয়নীর কথাও। আমাদের নূতন কথা তো কিছুই নাই। তবু পুরাতন সব কথার মধ্যেই একটু নূতনের সুর লাগিতেছিল।

"আমরা একই শয্যায় পাশাপাশি শয়ন করিলাম। কিন্তু কেহই দেহের সীমানা লঙ্ঘন করিলাম না। এমন কি একটি চুম্বনও নহে। বড় লজ্জা ও সংকোচ হইতেছিল।

"পরদিন সকাল হইতে না হইতেই মনু সংসারের চারদিক সামাল দিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এখন

www.MurchOna.com

সে আর নিতান্ত পুরোহিতকন্যা নহে, সে এ বাড়ির গৃহিণী। তাহার গৃহিণীপনা দেখিবার মতোই। এমন সুচারুভাবে সে সবকিছু গোছগাছ করিতে লাগিল যে আমি ভরসা পাইলাম।

"দ্বিপ্রহরে একান্তে সে আমাকে বলিল, শোনো, আমরা কিন্তু এখানে থাকব না।

কোথায় থাকবে ?

কাশীতে লোক পাঠাও।

কাশী !

হ্যাঁ। আমাদের বাড়িটা সেখানে ফাঁকা পড়ে আছে। লোক গিয়ে সেটা মেরামত করতে থাকুক। বিশাখার বিয়ের পরই আমরা চলে যাবো।

সেটাই কি ঠিক হবে ?

হবে। এস্টেট শচীন দেখবে। তোমাকে ভাবতে হবে না।

"চুপ করিয়া গেলাম। মনু যাহা বলে তাহা ঠিকই বলে। তাহার পরামর্শ শুনিয়া আমার কখনো ক্ষতি হয় নাই।

"কালরাত্রি কাটিয়া ফুলশয্যা আসিল। কিরূপে সেই রাত্রির বর্ণনা করিব ? আমার ভিতরে যে পুরুষ এতকাল নিদ্রিত ছিল, সুনয়নীর সংস্পর্শেও যাহার ঘুম পুরাপুরি ভাঙে নাই, সেই পুরুষটিকেই যেন মনু আজ জাগাইয়া তুলিল। কাম ও প্রেমের মধ্যে পার্থক্য যোজনবিস্তার। কাম তো যে কোন নারী-পুরুষেই সংঘটিত হইতে পারে। কিন্তু দুটি নরনারী যখন যুগক্ষয়ী প্রতীক্ষার ভিতর দিয়া পরস্পরকে প্রার্থনা করে এবং কালের সকল নিয়মকে উপেক্ষা করিয়া অনুরাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তখন তাহাদের মিলনে অবশ্যই দেবলোকের স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ নামিয়া আসে।

"আমি দুঃখী, ক্লিষ্ট, বিগতপ্রায়-যৌবন পুরুষ। মনুও বালিকা নহে। তাহারও জীবন প্রাপ্তিশূন্য। দুই ক্ষতবিক্ষত হৃদয় এবং বয়স্ক শরীরের সেই মিলন ভাষায় বর্ণনার অতীত। আমরা কেবল পরস্পরের মধ্যে পরস্পর বিলীন হইয়া যাইতে লাগিলাম। কাঁদিলাম, হাসিলাম, কত স্মৃতি রোমন্থন করিলাম। অবশেষে পরস্পরকে সুদৃঢ় বাহুপাশে কাঙালের মতো আঁকড়াইয়া ধরিয়া কখন যেন ঘুমাইয়া পড়িলাম।

"মাত্র একটি মাস পরেই বিশাখার বিবাহ। সুতরাং আর সময় নাই। পরদিন হইতেই বাড়িতে মনু রাজমিস্ত্রি লাগাইল। বিবাহের খরচের জন্য শচীন এস্টেটে ঘুরিতে বাহির হইল। আমাকেও নানা মহালে যাইতে হইল।

"কাশীতে লোক পাঠানো হইয়াছে। বাড়ি মেরামতের কাজ সেখানে চলিতেছে। সুতরাং নানা বিষয়কর্মে আমাকে বিশেষরকম ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইল। মোটামুটি দাম পাইয়া একটি মহাল বিক্রি করিয়া দেওয়া গেল। বড় এস্টেটের ঝামেলা অনেক।

"সুখেই কয়েকটা দিন কাটিল। তাহার পরই সংসারের একটা কুৎসিত দিক অকস্মাৎ ভদ্রতা ও সৌজন্যের মুখোশ খুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

"বিশাখার বিবাহ উপলক্ষে আমার ছেলেমেয়েরা আসিয়া উপস্থিত হইতে শুরু করিয়াছে। বউমা, ছেলেমেয়ে সকলেই আসিতেছে। সকলেরই মুখ গম্ভীর। ভ্রূকুটি, বাক্যহীনতা।

'ঘরে মনু গৃহিণীর আসনে আসীনা, এই দৃশ্য কেহই সহ্য করিতে পারিতেছে না। প্রত্যেকের মুখেই মূক প্রশ্ন, এ কে ? এ এখানে কেন ? কে ইহাকে অন্দরমহলে স্থান দিয়াছে ?

"জানি প্রশ্নগুলি সঙ্গত। কারণ মনুর ভূমিকার এই পরিবর্তন তাহাদের কাছে অপ্রত্যাশিত, অভিনব। মনে মনে এই সকল সম্ভাব্য প্রশ্নের কী জবাব দিব তাহা অনেক মহড়া দিয়াছি। কিন্তু কার্যকালে নীরবতা ছাড়া আর কিছুই অবলম্বন করার ছিল না। কারণ আমাকে কেহ কোনো প্রশ্ন করে নাই।

"বিশাখার বিবাহের তিন দিন আগে অকস্মাৎ বোমাটি ফাটিল। তাহার বিস্ফোরণ আমাকে

www.MurchOna.com

আমৃত্যু তাড়া করিবে। সংসার যে কিরূপ কঠিন ঠাঁই তাহা আর একবার আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হইল।"

॥ ৯৬ ॥

কৃষ্ণকান্তকে দেখে জীমূতকান্তি বিছানায় উঠে বসলেন। প্রকাণ্ড পালঙ্ক, পুরোনো আমলের ফুল লতাপাতায় নকশা। তাতে পুরু গদির বিছানা। জীমূতকান্তির চেহারায় প্রাচীনতার ছাপ থাকলেও বার্ধক্য নেই। এখনো টকটকে ফর্সা রং, অসাধারণ মুখশ্রী, শরীরের গঠনও চমৎকার। গলায় বাধা আওয়াজ খেলে।

সেই গলাতেই বললেন, আয়। বোস।

কৃষ্ণকান্ত বিছানার পাশেই একটা চেয়ারে বসলেন। বললেন, কেমন আছেন?

বয়স হলে মানুষ একটু রোগভোগের কথা বলতে ভালবাসে। জীমূতকান্তিরও তাই। বললেন, আছি তো কোনোরকম। প্রেশারটাই বড্ড গোলমাল করে। কিছুই তেমন খাই না, তবু পেটে মাঝে মাঝে এমন গ্যাস হয় যে দম নিতে কষ্ট হয়। তখনই বুকে ব্যথা, প্রেশার।

কৃষ্ণকান্ত মন দিয়ে শুনলেন সবটুকু। বাধা দিলেন না। তাঁর এই দাদা ইতিপূর্বে দু-দুবার যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। এখনো যে বেঁচে আছেন সেটাই সৌভাগ্যের বিষয়। বরাবর পশ্চিমে ছিলেন। প্রথমদিকে তাঁর সন্তানাদি হয়নি। একটু বেশী বয়সে দুই ছেলে এবং এক মেয়ে পর পর জন্মায়। যখন তারা জন্মায় তখন কৃষ্ণকান্ত জেল-এ। জেল থেকে বেরিয়েই ফের স্বদেশী আন্দোলনে নামলেন। আবার জেল-এ গেলেন। সেই সময়েই খবর পেয়েছিলেন কাশীবাসী হওয়ার আগে হেমকান্ত তাঁর অন্যান্য পুত্রদের বঞ্চিত করে নিরুদ্দেশ নাবালক কনিষ্ঠ পুত্রকেই যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গেছেন। অছি হিসেবে নিযুক্ত হয় শচীন, রাজেন মোক্তার এবং স্থানীয় বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি।

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সেই যুগে কৃষ্ণকান্ত বিষয়সম্পত্তির চিন্তা আদপেই করতেন না। খবরটা পেয়েও তাঁর কোনো ভাবান্তর হয়নি। তবে তাঁর মনে হয়েছিল, হেমকান্ত তাঁর জ্যেষ্ঠ দুই পুত্রকে বঞ্চিত করে অন্যায় করেছেন।

কনককান্তি কলকাতায় যে ব্যবসা করতেন তা শেষ অবধি ডোবে। পয়সাকড়ির টানাটানির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণকান্ত যখন শেষ অবধি বিষয়সম্পত্তির দখল নিলেন তখন বড়দার অবস্থা বেশ খারাপ। কলকাতার বাড়িতেও তিনি থাকতে চাইছিলেন না, প্রেস্টিজে লাগছিল। কৃষ্ণকান্ত তখন কনককান্তিকে বালিগঞ্জে একখানা ছোটো বাড়ি করে দেন।

জীমূতকান্তি চাকরি করতেন। তাঁর অভাব ছিল না, প্রাচুর্য না থাক। অবসর নেওয়ার পর কলকাতায় ফিরে এসে কিন্তু তিনি সরাসরি কৃষ্ণকান্তকে বললেন, বাবার বিষয়সম্পত্তি থেকে আমরা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত। তুই দাদাকে যেমন বাড়ি করে দিয়েছিস তেমন আমাকেও দে।

কৃষ্ণকান্ত সেই দাবি মেনে নিয়ে জীমূতকান্তিকেও এই বাড়িখানা করে দেন টালিগঞ্জে।

এক সময় বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে নির্লোভ ও উদাসীন ছিলেন কৃষ্ণকান্ত। তারপর বিষয়সম্পত্তি হাতে পাওয়ার পর তিনি উদার হাতে দানধ্যান করেছেন। বহু বিপন্নবীর সংসার টেনেছেন তিনি। দেশ ভাগের সময় নগদে, গয়নায় তিনি প্রচুর টাকা নিয়ে চলে আসেন। এ ব্যাপারে তাঁকে অত্যন্ত সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছিল তাঁর ছোটো জামাইবাবু শচীন।

কিন্তু এখন কৃষ্ণকান্ত বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে তেমন উদাসীন নন। তাঁর তিন ছেলের মধ্যে বড়টি প্রায় ত্যাজ্যপুত্র, ছোটোটি এখনো পড়াশুনো করছে। মেজোটি অদ্ভুত এবং কিম্ভূত। তিনি জানেন

www.MurchOna.com

তাঁর কোনো পুত্রই বৈষয়িক ব্যাপারে তেমন দড় নয়। বিশেষ করে ধ্রুব। এদের জন্য একটা পাকা ব্যবস্থা তিনি করে যেতে চান। সেই জন্যই এনিমি প্রপার্টির ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

মুশকিল হল, মানুষ স্বভাবত অকৃতজ্ঞ। কনককান্তি মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর ছেলেরা লায়েক হয়েছে। জীমূতকান্তির ছেলেরাও কম যায় না। এখন সকলেই বলতে চায়, হেমকান্তর উইল সিদ্ধ নয়, তা বে-আইনী। তারা এখন এনিমি প্রপার্টির টাকার ভাগ চাইছে।

কৃষ্ণকান্ত তাই চিন্তিত। উদ্বিগ্ন। ভাগ চাইলেই পাবে, এমন নয়, কিন্তু কেউ একটা অবজেকশন দিয়ে বসলে টাকা পেতে গণ্ডগোল হবে।

কৃষ্ণকান্ত এ বাড়িতে ঢোকার পরই চারদিকে একটা তটস্থ, সম্ভ্রমাত্মক এবং সম্ভবত খানিকটা ভীত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। বউমারা সামনে আসছেন না, বাচ্চারা চেঁচামেচি করছে না।

কৃষ্ণকান্ত জানেন, এখনো তাঁকে এরা সবাই ভয় পায়, সম্ভ্রম করে। এখনো মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো প্রতিবাদ করার মতো বুকের পাটা কারো নেই। কিন্তু এরকম চিরদিন থাকবে না। তিনি বুড়ো হয়েছেন, আগের দাপুটে ভাবটা একটু মিইয়ে গেছে। রাজনীতিতেও প্রভাব কমেছে। এখন হয়তো এরা ক্রমে ক্রমে সাহসী হয়ে উঠবে। অবাধ্যতা করবে। আর তাঁর মৃত্যুর পর যে কী হবে তা বেশ ভাবনার বিষয়।

কৃষ্ণকান্ত আত্মীয়স্বজনদের প্রতি অত্যধিক স্নেহশীল। তাদের দায়ে দফায় বরাবর গিয়ে পড়েছেন। নিজের গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর সীমাহীন আসক্তির ফলেই দাদাদের এবং দিদিদের ছেলেরা ভাল চাকরি পেয়েছে, মেয়েদের বিয়েও হয়েছে চমৎকার সব ঘরে-বরে। কিন্তু তবু তাঁর আত্মীয়েরা এতে খুশি নয়। তারা আরো কিছু চায়। কৃষ্ণকান্ত তাদের দোষ দেন না। মানুষের তো চাওয়ার শেষ নেই। কিন্তু এনিমি প্রপার্টির টাকা তাদের পাওনা হয় না।

কৃষ্ণকান্ত মেজদাদার দিকে চেয়ে ছিলেন। বুঝবার চেষ্টা করছিলেন, ওঁর মনোভাবটা কী। তাঁকে দেখে কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছে। লক্ষ করে বুঝলেন, মেজদা অস্বস্তিতে পড়েছেন। মানুষটা কোনোদিনই শক্তপোক্ত ছিলেন না।

কৃষ্ণকান্ত খুব শান্ত গলায় হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, মেজদা, আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি এনিমি প্রপার্টি ক্লেম করবেন!

জীমূতকান্তি এত সরাসরি প্রশ্নটা আশা করেননি। ভারী অস্বস্তি বোধ করে বললেন, আমি তো এসব কিছু জানি না। তবে ছেলেরা কী সব যেন বলে।

কী বলে?

ওদের সঙ্গে একটু কথা-টথা বলে দেখ।

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূকুটিগম্ভীর মুখে বললেন, আপনি বেঁচে থাকতে আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব কেন?

জীমূতকান্তি ফর্সা গালে অসহায় হাতখানা বুলিয়ে বললেন, উইলের কথা আমরা কেউ জানি না। বাবা আমাদের জানাননি। শচীনের কাছে গচ্ছিত ছিল।

তাতে কী হল? উইলটা কি সিদ্ধ নয়?

তা বলছি না।

আর কথাটা এতকাল পরেই বা উঠছে কেন?

আমি বুড়ো হয়েছি, যে কোনোদিন রওনা দেব। আমার ওসব দিয়ে কী হবে? ছেলেরা এখন সাবালক হয়েছে, ওদের নিজস্ব মতামত হয়েছে।

নিজস্ব মতামতের কোনো দাম নেই, যদি তা অন্যায্য হয়।

তুই বরং ওদের সঙ্গে কথা বল।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নাড়লেন, ওরা আমার সমান সমান নয়, ওদের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কথা বলা সম্ভব হবে না। আর আপনি বেঁচে থাকতে ওদের কোনো দাবী দাওয়া থাকতে পারে না।

www.MurchOna.com

আমি কী করব বল।

আপনি ওদের বলুন, দেশের বিষয় সম্পত্তিতে ওদের কোনো হিস্যা নেই। ওরা সেটা বুঝুক।

যদি বুঝতে না চায়?

তাহলেই বা সুবিধে হবে কিসের? অবজেকশন দিলে ক্লেম পেতে একটু দেরী হবে ঠিকই। কিন্তু আইন মোতাবেক আমিই তা পাবো। তখন?

ওরা তো অবজেকশন এখনো দেয়নি!

না। তবে দেওয়ার তোড়জোড় করছে। কিন্তু আমি পলিটিকসের লোক, ক্লেম পেতে আমার অসুবিধে হবে না। তবু অবজেকশন দিতে বারণ করছি একটা কথা ভেবে।

জীমূতকান্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমার আর এসব ভাল লাগে না রে কৃষ্ণ।

তা হলেও বিষয়টা আপনার জানা উচিত। আজকাল যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, পারিবারিক ঝগড়াঝাঁটি প্রায় প্রত্যেক পরিবারে।

সে তো ঠিকই।

আমাদের পরিবার বেড়ে যাওয়ায় হাঁড়ি আলাদা হয়েছে ঠিকই কিন্তু কোনো পারিবারিক কোন্দলের কথা কেউ জানে না। আপনার ছেলেরা যদি অবজেকশন দেয় তবে চৌধুরী পরিবারের ভিতরকার সম্পর্কের কথা সবাই জানবে।

জীমূতকান্তি মাথা নেড়ে বললেন, সে তো ঠিকই। তুই আমাকে কী করতে বলিস?

আমি জানি আপনার বাড়িতে এবং বড়দার বাড়িতে আমার ভাইপোরা প্রায়ই মিটিং করে। তাতে বোধহয় আমার মুণ্ডুপাত হয়। তা হোক। আপনাকে বলি, এইসব অস্বাস্থ্যকর মিটিং আপনি ওদের বন্ধ করতে বলুন।

জীমূতকান্তি অন্যদিকে চেয়ে দুর্বল গলায় বললেন, মিটিং ঠিক নয়। একদিন বুঝি ছেলেরা বসে কী সব কথা বলেছে।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে দৃঢ় গলায় বললেন, মিটিং হয়েছে এই ঘরে এবং তাতে আপনিও পার্টিসিপেট করেছিলেন। আমি সব খবরই রাখি।

জীমূতকান্তির মুখটা একটু রাঙা হল উত্তেজনায়। কিন্তু নিজের কনিষ্ঠ ভাইটিকে তিনি চেনেন। এর সঙ্গে ঝগড়া করা যায় না, একে অপমান করা বিপজ্জনক। শুধু কৃষ্ণকান্তর সামাজিক মর্যাদা ও মেজাজের জন্যই নয়, আসল কথা হল তাঁরা সবাই কৃষ্ণকান্তর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত। তাই এর চোখের দিকে তাকালে একটু অস্বস্তি সকলেরই হয়। জীমূতকান্তি রাগলেও সেই ভাব গোপন করে বলেন, তোর ডিসিশনটা কী?

আমার ডিসিশন জানাতেই আজ আসা। আপনার বা বড়দার ছেলেরা যদি মেনে নেয় তো ভাল, সেক্ষেত্রে এনিমি প্রপার্টির টাকা থেকে ওদের কিছু আমি দেবো। অবশ্যই সেটা সমান সমান ভাগ হবে না। আর যদি অবজেকশন দেয় তাহলে কেউ একটাও পয়সা পাবে না।

জীমূতকান্তির মুখটায় একটু ভ্যাবাচ্যাকা ভাব দেখা দিল। শুধু বললেন, কিছু বলতে কত দিবি?

সেটা নির্ভর করছে কত টাকা ক্ষতিপূরণ ওরা দেয় তার ওপর। এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। আপনার ছেলেরা টাকাটা সমান তিন ভাগে ভাগ করে হিস্যা নিতে চায়। সেটা অন্যায্য আব্দার।

কথাটা শেষ হতেই লালটুর বউ কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল। বেশ লম্বা, সুশ্রী চেহারা। খুব সাহেবী কেতার মেয়ে। বয়কাট চুল রাখে, দারুণ সব মড পোশাক পরে এবং সিগারেট মদও নাকি খায় বলে কৃষ্ণকান্ত শুনেছেন। এখন অবশ্য মাথায় বেশ বড় ঘোমটা, ভারী লাজুক ভাব। হাতে চা, প্লেটে খাবার। সেগুলো টেবিলে রেখে একটা প্রণাম করল কৃষ্ণকান্তকে, তারপর নিজের শ্বশুরকেও।

কৃষ্ণকান্ত সবই লক্ষ করলেন। মেয়েটা সহবৎ জানে।

কৃষ্ণা মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করল, ভাল আছেন কাকা?

www.MurchOna.com

তুমি কেমন আছো মা ?

ভাল। চায়ে চিনি দিয়েছি কিন্তু।

দেবে না কেন ? আমার চিনি বারণ নয়। তবে ওসব খাবার-টাবার নিয়ে যাও। আমি যখন-তখন খাই না।

একটুও না ?

না মা। যখন-তখন খাই না বলেই এখনো ভাল আছি। তা আজ ছুটির দিন লালটুটা কোথায় গেল ?

কোথায় বেরিয়েছে।

কৃষ্ণা সম্ভ্রমসূচক দূরত্বে ঘোমটা মাথায় দাঁড়িয়ে রইল। দৃশ্যটা জীমূতকান্তি অবাক হয়ে দেখলেন। তিনি নিজে তাঁর পুত্রবধূর কাছ থেকে বিশেষ সমীহ পান না। আজকালকার স্বাধীনচেতা মেয়েরা মানবেই বা কেন ? কিন্তু প্রশ্ন হল, তাহলে কৃষ্ণকে মানে কেন ?

চায়ের কাপ নিয়ে কৃষ্ণা চলে যাওয়ার পর জীমূতকান্তি বললেন, তোর ওপর তো কথা বলার সাহস কারো নেই। তাই আমি বলি, তুই নিজেই ভাইপোদের সঙ্গে কথা বললে পারিস। তোর কথা ওরা ঠিক মেনে নেবে।

আপনি আমাকে বার বার একথাটা বলছেন। আমার আত্মমর্যাদাজ্ঞান একটু বেশী। ছোটোদের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলাতে আমার রুচিতে বাঁধে।

তাহলে আমি এক কাজ করি। ওদের বলি, তুই এই চাস।

বলবেন। একটা কথা। কারো জন্য কিছু করে সে বিষয়ে পরে উল্লেখ করতে বা তার জন্য উল্টো কিছু দাবী করতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

তোকে আমরা জানি।

ওদের একথাটা বুঝিয়ে দেবেন যে, ছোটো কাকা নিজের পরিবারের, নিজের বংশের ভাল ছাড়া মন্দ কখনো দেখেনি। এটা যদি সত্য হয় তবে ভবিষ্যতেও তাই করব। কিন্তু আমি যদি দেখি আমার বংশের ছেলেরা, আমার নিজের ভাইপোরাই পিছন থেকে নানা ষড়যন্ত্র করছে তাহলে বাধ্য হয়েই তাদের সংশ্রব আমাকে বর্জন করতে হবে। সেটা ওদের পক্ষে ভাল হবে না মন্দ হবে তা ওদের ভেবে দেখতে বলবেন।

জীমূতকান্তি আবার রক্তাভ হলেন। কৃষ্ণকান্ত যে স্পষ্টই হুমকি দিচ্ছেন সেটা বুঝতে অসুবিধে নেই। তিনি এও জানেন, কৃষ্ণকান্ত কখনো ফাঁকা আওয়াজ করেন না। জীমূতকান্তি তাই বললেন, না না, তুই অত বাড়িয়ে ভাবছিস কেন। ওদের কার ঘাড়ে কটা মাথা যে তোর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ?

কৃষ্ণকান্ত উঠলেন। চিন্তিত বিরক্ত মুখভাব। জীমূতকান্তিকে একটা প্রণাম করলেন।

জীমূতকান্তি বললেন, ধ্রুবর ছেলেকে নিয়ে একদিন তুই যেন আসে। আমি তো কোথাও যেতে পারি না।

আসবেখন। বউমার শরীরটা ভাল নেই।

কী হয়েছে ?

মাঝে মাঝে স্মৃতিভ্রংশের মতো হচ্ছে। অনেকদিন রোগটা লুকিয়ে রেখেছিল। এখন গড়িয়ে গেছে খানিকটা।

সেটা কিরকম রোগ ? পাগলামি নাকি ?

না। মনে হয় সাময়িক।

ডাক্তার দেখছে তো।

রোজ।

কৃষ্ণকান্ত বেরিয়ে এলেন। দরজার বাইরে ছোটো বউমা আর বাচ্চারা বশংবদ দাঁড়িয়ে ছিল।

www.MurchOna.com

কৃষ্ণকান্ত বেরোতেই টিব টিব প্রণাম। কৃষ্ণকান্ত বাচ্চাদের কারো মাথায় হাত রাখলেন,কারো গালটা টিপে দিলেন একটু। মায়াভরে একটু তাকিয়ে রইলেন। চৌধুরিদের রক্তবীজ। বাড়ছে। ছড়িয়ে পড়ছে। নিজের বংশ, নিজের গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর অসীম মমতা। অসীম স্নেহ। শুধু বেয়াদবি আর বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর সহ্য হয় না।

নাতি হওয়ার পর কৃষ্ণকান্তর বাইরে যাওয়া একটু কমেছে।

বিকেলে একটা দলীয় মিটিং সেরে একটু তাড়াতাড়িই ফিরে এলেন। বৈঠকখানার মুখেই জগা দাঁড়িয়ে।

কি রে, কিছু বলবি ?

একটু কথা ছিল।

দামড়াটাকে নিয়ে নাকি ?

হ্যাঁ।

কথাটা কী ?

আপনি জামাকাপড় ছেড়ে অবসর হয়ে বসুন। তারপর বলছি। তেমন জরুরী কিছু নয়।

কৃষ্ণকান্ত খুব একটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন না। ধ্রুব সম্পর্কে খারাপ খবর পেয়ে পেয়ে এখন ভোঁতা হয়ে গেছেন।

ওপরে এসে জামাকাপড় বদল করে সাবান দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নাতি দেখতে গেলেন।

হাম হয়েছিল বলে ছেলেটা একটু রোগা হয়ে গেছে। পিট পিট করে তাকিয়ে আছে ঝি-এর কোল থেকে।

কৃষ্ণকান্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, সবসময়ে কোলে রাখিস 'কেন ? বিছানায় ছেড়ে দিয়ে নজর রাখবি শুধু। ওই হাত পা ছুঁড়বে, চেঁচাবে ওইতে ব্যায়াম হয়। বউমা কোথায় ?

একটু বেরোলেন।

সঙ্গে কেউ গেছে ?

গেছে। মোক্ষদা।

বেশীদূর যায়নি তো !

না, বোধহয় কাটারা অবধি।

কাটারা ! সেখানে কেন ?

জানি না।

বউমা এলে আমাকে একটা খবর দিবি তো !

নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বসে কিছু কাগজপত্র দেখতে লাগলেন কৃষ্ণকান্ত।

॥ ৯৭ ॥

"আজ এই দিনপঞ্জীতে যাহা লিখিতেছি তাহা লিখিতে আমার কলম সরিতে চাহিতেছে না। আজ জীবন সায়াহ্নে আসিয়া আমি দর পরিগ্রহ করিয়া যদি ভুলই করিয়া থাকি, তাহা হইলেও তাহা এমন বিকট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উপযোগী ঘটনা ছিল কী ? ইহারা—অর্থাৎ আমার আত্মীয় পরিজনেরা যে আমার এত বড় হিতাকাঙ্ক্ষী তাহা জানিতাম না। সম্ভবত অহরহ আমার ইষ্ট চিন্তা করিয়া ইহাদের ভাল ঘুম হইতেছে না।

"ঘটনাটা ঘটিল সকালে। বিবাহ উপলক্ষে বাড়িটা মেরামত হইতেছে, শামিয়ানা খাটানোর জন্য গাড়ি গাড়ি বাঁশ আসিয়া নামিতেছে, সাকরা, কাপড়ওয়ালা, আতরওয়ালা প্রভৃতি নানা রকম

www.MurchOna.com

লোকজনের সমাগমে বাড়ি মুখর। সকলেই তদারকে ব্যস্ত। আমিও পূর্ব দিকটার একটা জানালার খড়খড়ি মেরামত করাইতেছিলাম।

"ভিতর বাড়িতে একটা শোরগোল শোনা গেল, বেরোও, বেরোও বাড়ি থেকে! নইলে ঝাঁটা মেরে তাড়াব।

"গলাটা আমার কন্যার। ললিতা। এত চিৎকার করিতে তাহাকে কখনো শুনি নাই। তাড়াতাড়ি ভিতর বাড়িতে আসিয়া দরদালানে উঠিতেই ললিতা ছুটিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া এক বিকারগ্রস্ত মুখে অনুরূপ বিকট কণ্ঠে বলিল, আপনি কি চান আমরা মুখে চুনকালি মেখে ফিরে যাবো? কোন আক্কেলে আপনি ওই ডাইনীকে বউ বলে ঘরে ঠাঁই দিয়েছেন? কোন মন্ত্রে আপনি এমন ভেড়া হয়ে গেলেন?

"হেমকান্ত চৌধুরি শান্ত প্রকৃতির লোক, সন্দেহ নাই। কিন্তু তা বলিয়া আজ অবধি তাহার মুখের উপর এত বড় কথা বলিবার মতো বুকের পাটা তাহার পুত্র কন্যাদের ছিল না। তাহা হইলে?

"প্রথমত বিস্ময়ে আমি কোনো জবাবই দিতে পারিলাম না। ললিতা আরো অনেক কিছু কহিতেছিল। অশ্রুরুদ্ধ লালাসিক্ত, উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে সব কথা ভাল করিয়া স্পষ্ট হইল না। কিন্তু কথার দরকারই বা কী? মনোভাব তো বুঝাই যাইতেছে।

"আমি লজ্জায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করিলাম। দরদালানে অনেকেই আছে। মেয়ে বউ, নাতি নাতনী লইয়া জনা দশ বারো। ইহার উপর আত্মীয় স্বজন কুটুম জ্ঞাতি লইয়া সংখ্যাটা বড় কম হইবে না। কী একটা গুঞ্জন চলিতেছিল।

"আমি ললিতাকে বলিলাম, কী হয়েছে?

"ললিতা প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, কী হয়নি তাই বলুন! মায়ের গয়নার বাক্স কোন সাহসে ওই ডাইনী নিজে আগলে বসে আছে? ওর কী অধিকার? কোন সাহসে ও বলে যে সিন্দুকের চাবি আমাদের হাতে দেবে না?

"বুঝিলাম রোগ গুরুতর। আত্মীয় স্বজন আসিবার পূর্বেই মনু সিন্দুক ও আলমারি খুলিয়া তাহার স্বর্গতা সতীনের সব গহনাপত্র বাহির করিয়াছিল। ইতিপূর্বে এই গহনার বাক্স কিছু লুট হইয়াছে। আমার দুই বিবাহিতা কন্যা ও পুত্রবধূরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছুতায় উপঢৌকন লইয়াছে, কিছু লইয়াছে কাহাকেও না বলিয়া। তবু সুনয়নীর অবশিষ্ট গহনাও বড় কম নাই। যাহা আছে তাহা গড়িয়া পিটিয়া কোনওক্রমে বিশাখার বিবাহটা পার করা যাইবে। কিন্তু বুঝিতেছি, ইহাদের অপরিমিত লোভ এখনো ওই গহনার বাক্সে থাবা দিবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে।

"আমি বলিলাম, গয়নার বাক্স দিয়ে তুই কী করবি?

"সে সতেজে বলিল, সে আমি বুঝবো। আমার মায়ের গয়নার বাক্স ওর হেফাজতে থাকবে কেন?

"এবার একটু কঠোর হওয়া আবশ্যক মনে করিয়া কহিলাম, ওর হেফাজতে নেই। আছে আমার হেফাজতে। গয়না ভেঙে নতুন গয়না গড়ানো হবে বিশাখার জন্য।

"ললিতা প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, বিশাখা! শুধু বিশাখার হলেই হবে? আমরা কি ভেসে এসেছি? ও গয়নায় আমাদের ভাগ নেই?

"ভাগ আছে কিনা জানি না। গহনা সুনয়নীর, তাহার মৃত্যুর পর ভাগ বাঁটোয়ারা যথেষ্ট হইয়াছে এবং মনু ও বিশাখার মতে কন্যা ও পুত্রবধূরা প্রাপ্যের অধিকই জোর করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহার পরেও ভাগ থাকে কী প্রকারে তাহা জানি না। বলিলাম, এখন এ নিয়ে চেঁচামেচি কোরো না। ঘরে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করো। পরে ভেবে দেখা যাবে।

"সে বিকট স্বরে বলিল, পরে? পরে ও গয়না থাকবে? স্যাকরা এসে বসে আছে না!

"বিরক্তির স্বরে কহিলাম, তোমার স্পর্ধা সীমাহীন। গুরুজনের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয়

www.MurchOna.com

তাও শেখোনি। তোমার এই বেয়াদবির দরুন সকলের সামনে আমাদের মাথা হেঁট হচ্ছে। যাও ঘরে যাও।

"ললিতা এ কথায় একটু দমিল। কিন্তু দরদালানের ধূমায়িত গুঞ্জনটি এই ফাঁকে উসকাইয়া উঠিল। আমাদের বয়স্কা এক আত্মীয়া—সম্পর্কে আমার কাকীমা—হঠাৎ ফোড়ন কাটিলেন, বুড়ো বয়সের বে তো, বউকে একটু সাজাবে গোজাবে। এখন তোরা কোথাকার কে লো?

"দাঁড়াইয়া এইসব শুনিতে ঘৃণা হইতেছিল। নিঃশব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিলাম, সামনেই মনু দাঁড়াইয়া ধোপার হিসাব লইতেছে, সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেখানে হইতে দরদালানের কথা সবই শোনা যায়। তবু তাহার মুখে বৈলক্ষণ্য নাই।

"আমি ক্রুদ্ধ স্বরে তাহাকে বলিলাম, গয়নার বাক্সটা ওদের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দাও।

"রঙ্গময়ী লঘু স্বরে কহিল, তাতে ওদের নাক ভাঙ্গবে? কিন্তু তুমি অত রেগে যাচ্ছো কেন? বলছে বলুক না। গয়না দিলে আমাদের চলবে না।

কেন চলবে না?

মোট একশ বাইশ ভরি সোনা আছে। পান বাদ দিলে অনেক কমে যাবে। কর্মকার মশাইয়ের সঙ্গে কথা হল তো সেদিন।

ঠিক আছে। আমি গয়না নতুন গড়িয়েই বিশাখার বিয়ে দেবো।

তা না হয় দিলে। কিন্তু জরোয়ার যে সেট সুনয়নীর আছে তার পাথরগুলো কী জানো তো? ত্রিশখানা হীরে, আশিটা মুক্তো, পান্না এসব কি গাছ থেকে পাড়বে? অত টাকা তোমার কই?

না হলে হবে না।

"মনু ফুঁসিয়া উঠিয়া কহিল, কেন হবে না? বড় দুই মেয়ের বেলা হতে পেরেছে আর বিশাখার বেলাতেই বা হবে না কেন?

"আমি বিরক্তির সঙ্গে কহিলাম, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল মনু। ওরা গয়না নিয়ে খানিকক্ষণ কামড়াকামড়ি করুক। সেই ফাঁকে বিয়েটা শান্তিমত চোকাই।

"রঙ্গময়ী রহস্যময় হাসি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি আর সেই আগের মনু নেই গো যে, যা বলবে তাই শুনবো। এখন আমি তোমার বউ, এ বাড়ির ভালমন্দ আমাকেও ভাবতে হবে, মতামত দিতে হবে।

ওরা যদি তোমাকে সন্দেহ করতে শুরু করে মনু?

"মনু হাসিল, সন্দেহ আবার কী? গয়না যদি আমি নিজেই নিই তাহলেও তো চুরির দায় অর্শায় না গো। বড় বউয়ের গয়না ন্যায়ত ধর্মত ছোটো বউয়েরই প্রাপ্য।

"কথাটা সঙ্গত। তবু আমি উত্তেজিত হইয়া কহিলাম, তা বলে এখন অশান্তি করাটা কি ঠিক হবে মনু?

হবে। কারণ গয়নার বাক্স দিলেও অশান্তি মিটবে না। ওরা বিশাখার জন্য প্রায় কিছুই রাখেনি। আমার হিসেব মতো সুনয়নীর সাতশো ভরির ওপর সোনা ছিল। আছে মোটে একশ বাইশ ভরি। আমি এ থেকে কাউকে এক রতিও নিতে দেবো না।

"আমি জানি রঙ্গময়ীর জীবনে গহনার প্রয়োজন নাই। হাতে মোট চারিগাছা করিয়া সোনার চুড়ি, দুটি বালা, শাঁখা ও নোয়া এই সে ধারণ করিয়াছে। গলায় সরু চেন। কানে দুটি বেলকুঁড়ি। এছাড়া আর কিছুই সে লয় নাই, লইবেও না। নিজের অভাবী পরিজনদের জন্যও সে এ বাড়ি হইতে কখনো কিছু পাচার করে নাই বা করিবেও না। সে অন্য ধাতুতে গড়া। কিন্তু তবু তাহার এই দৃঢ়তার অন্য একটা অর্থ করিবে আমার দুই বড় কন্যা, এবং অন্যান্য আত্মীয়রা।

"দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পোশাক পরিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। মনটা বিরস, ভগ্ন, হতোদ্যম।

"দ্বিপ্রহরে যখন ফিরিলাম তখন দরদালানে খণ্ডযুদ্ধ চলিতেছে। চেঁচামেচি শাপশাপান্তে ঝাঁপাইয়া

www.MurchOna.com

পড়িয়াছে আত্মীয় পরিজনেরা। আমি যে বুড়া বয়সে মদনানলে ভস্মীভূত হইয়াছি, একটি ডাকিনী আসিয়া যে সুখের সংসার ছারেখারে দিতেছে ইহাই বক্তব্য। তবে সকলে একমত নয়। বিশাখা রঙ্গময়ীর পক্ষ লইয়াছে এবং তাহাকে সাধ্যমতো সাহায্য করিতেছে কয়েকজন অমিততেজা আত্মীয়রা। তবে রঙ্গভূমিতে রঙ্গময়ী নাই। সে বিলক্ষণ প্রশান্তমুখে চাবির গোছাটি আঁচলে বাঁধিয়া রান্নার তদারকি করিতেছে।

"সেই দ্বিপ্রহরে অনেকগুলি পেট উপবাসী রহিল। অনেক অশ্রু বিসর্জিত হইল। পুরুষেরা গম্ভীর রহিল।

"সন্ধ্যায় আবার লাগিল ধুন্ধুমার।

"বিশাখার বিবাহের পূর্বদিন পর্যন্ত এইরূপ চলিল। আর ইহার মধ্যেই রঙ্গময়ী গোপনে স্যাকরার দোকানে গহনা চালান দিল। নূতন গহনা আসিয়া পৌঁছাইতেই তাহা সিন্দুকজাত করিয়া চাবি আগলাইয়া রহিল। আমি তাহার সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া কহিলাম, তুমিও কুঁদুলি কম নও।

"সে গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, কবে কোঁদল করতে দেখলে!

এটাও তো এক ধরনের নীরব কোন্দল। কিছু বলছ না, কিন্তু উসকে দিচ্ছ।

ওদের ভিতরে অনেক স্টীম জমেছে। সেগুলো বেরোক। বেরোলে ঠাণ্ডা হবে।

এরপর তোমাকে মারতে আসবে যে!

এসেছিল।

"চমকাইয়া কহিলাম, কে এসেছিল?

তোমার শুনে কাজ নেই।

মেয়েদের কেউ?

মেয়ে বউ সবাই।

তারপর কী হল?

আমি পরিষ্কার বলে দিলাম, তোমরা মানো বা না মানো আমি এখন এ বাড়ির কর্ত্রী। গয়না আমার। যা খুশি করব।

পারলে বলতে?

পারলাম। কারণ ওদের আমি এইটুকু বেলা থেকে দেখছি। প্রত্যেকের নাড়ীনক্ষত্র জানি।

ওরা কী বলল?

ঝগড়া অনেকদূর গড়াত। আমি তখন এক একজনের নাম করে কে কোন গয়না হাতিয়েছে তার হিসেব দিতে লাগলাম। সব আমার মুখস্থ। ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সবাই চুপ। তারপর নিজেদের মধ্যে লেগে গেল। আমি বললাম গয়না আমি নিজে তো নিচ্ছি না। বিশাখা পাবে। আর বিশাখাই যাতে পায় তা আমি শেষ অবধি দেখব।

তোমার সাহস আছে।

"রঙ্গময়ী মাথা নাড়িয়া কহিল, সাহস নয় গো, কর্তব্য। জানি এ গয়না হাতছাড়া করলে তোমাকে অনেক দেনা করতে হবে। বিয়ের জন্য এমনিতেই একটা মহাল চলে গেল। খরচ তো কম নয়। তাছাড়া আমরা তো কাশী চলেই যাচ্ছি, এদের সংশ্রবে আর আসতে হবে না।

"আমি কহিলাম, সেই ভাল মনু। কাশীই ভাল। এরা বড় নীচ! এরা বোধহয় তোমাকে আমার উপপত্নী ভাবছে।

তার চেয়েও খারাপ। বলছে বিয়ে নাকি হয়ইনি। আমি নাকি এসে জোর করে তোমার ঘরে ঢুকে পড়েছি।

শুনিলাম। স্বকর্ণেই সব শুনিলাম। নিজের আত্মীয়দের প্রতি অপ্রসন্নতায় মনটা তিক্ত হইয়া গেল। আমার উজ্জ্বলতম সন্তানটি আজ কাছে নাই। সেই বিবেচক, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান ও

www.MurchOna.com

বিবেকসম্পন্ন কিশোর কোথায় কী করিতেছে কে জানে।

"বিবাহের আগের রাত্রে চারিদিকে নানা হই চই চলিতেছে। হারিকেন ও হ্যাজাক জ্বালাইয়া চারদিকে নানারূপ নির্মাণ ও মেরামত তদারকি ও খবরদারি চলিতেছে। আমি বৈঠকখানায় বসিয়া কনককান্তির সহিত একটি ফর্দ মিলাইতেছিলাম। এমন সময় কানাই মাঝি আসিয়া একটা নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

কী রে?

একটু কথা আছে হুজুর।

কী কথা?

আড়ালে বলা দরকার।

"উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। কানাই খুব নীচু স্বরে কহিল, বেশি দেরী করবেন না। ভিতর বাড়িতে গিয়ে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে খিড়কি ধরে বেরিয়ে সদরঘাটে চলে আসুন। কেউ যেন না দেখতে পায় হুজুর।

কী হয়েছে বলবি তো!

তিনি এসেছেন। আমার নৌকোয় আছেন।

কে? কে? কার কথা বলছিস?

"কানাই নীচু স্বরে আমাকে একটু ভৎসনা করিল, হুজুর কি তাঁর বিপদ ডাকতে চান? চুপ মারুন। যা বলছি করুন গে।

"আমার বুক, পা, হাত কাঁপিতে লাগিল। সে আসিয়াছে। আমার পুত্ররত্ন আমার তৃষিত বক্ষের অমৃতধন সে কি আসিয়াছে। এ কি সত্য হইতে পারে? সে বাঁচিয়া আছে! সে ধরা পড়ে নাই!

"ঘরে আসিতেই কনককান্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কী হয়েছে বাবা? আপনি এমন করছেন কেন?

"আমি মাথা নাড়িয়া কহিলাম, কিছু নয়।

ও লোকটা কে বলুন তো!

তুমি চিনবে না।

কোনো খারাপ খবর নেই তো!

না, না। চিন্তা কোরো না।

"নিজের মনের ভাব গোপন করিবার কোনো প্রতিক্রিয়াই আমার জানা নাই। এর জন্য বহুবার অপ্রস্তুত হইতে হইয়াছে। কৃষ্ণর আগমন সংবাদে আরো বেসামাল হইয়া পড়িয়াছি।

"কনককে ফর্দ মিলাইতে বসাইয়া নিজের ঘরে আসিলাম। একটা কালো শাল আলমারি হইতে বাহির করিয়া কাঁধে লইয়া বাহির হইতে যাইব, এমন সময় মনু আসিয়া দাঁড়াইল, কোথায় যাচ্ছো?

একটু ঘুরে আসি।

এত রাতে ঘুরতে যাচ্ছো!

মাথাটা গরম লাগছে মনু।

সে তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

"মনু খানিকক্ষণ অপলক নেত্রে আমাকে দেখিল। তারপর বুকের উপর হাত রাখিয়া কহিল, ঝগড়াঝাটিতে খুব মুষড়ে পড়েছো তো! ওসব মনে রেখো না। মেয়েমানুষ এক নিকৃষ্ট জীব।

"আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম। আমার সময় নাই। কহিলাম, একটু ঘুরে আসছি মনু।

তা কালো শাল নিলে কেন?

ইচ্ছে হল।

অমন পুঁটলিই বা পাকিয়েছো কেন? গায়ে দাও।

www.MurchOna.com

"তাড়াতাড়ি শাল খুলিয়া গায়ে দিলাম।

"মনু মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমাকে ভারী উত্তেজিত দেখাচ্ছে। মুখটা টকটক করছে লাল। কেন গো ?

কিছু হয়নি মনু। দোহাই।

"মনু পথ ছাড়িল না, হঠাৎ বলিল, দাঁড়াও। বেশী সময় নেবো না।

কী করবে ?

আমি সঙ্গে যাবো।

তুমি ? দোহাই মনু, না।

কেন বলো তো !

কারণ আছে। ফিরে আসি, তারপর শুনো।

"মনু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, দুর্গা দুর্গা। এসো গে। ভাল খবর হলেই ভাল।

"বাহির হইতে যাইতেছি, মনু হঠাৎ ডাকিল, শোনো, খিড়কি দিয়ে বেরোবে তো !

"অবাক হইয়া কহিলাম, হ্যাঁ।

না। ওদিকে পুলিসের লোক আছে।

তবে ?

কুঞ্জবনে চলে যাও। দাঁড়াও আমিও যাচ্ছি।

কৃষ্ণকান্ত নিজের বাইরের ঘরটায় এসে বসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশব্দে জগা এসে দাঁড়াল। মুখ গম্ভীর এবং কঠিন।

কৃষ্ণকান্ত একবার তার মুখের দিকে চেয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, বল কী হয়েছে।

দেশের বাড়ির পুরুত বিনোদচন্দ্রের নাতনীকে আপনার মনে আছে ?

কে বল তো !

দাদাবাবুর সঙ্গে যার সম্বন্ধ এসেছিল বলে আপনি খুব রাগ করেছিলেন।

তার কী হয়েছে ?

সে এখন কল গার্ল। সিনেমা থিয়েটারও করে বেড়ায়।

বটে !

দাদাবাবু ফের তার খপ্পরে পড়েছে।

ফের বলতে ? আগে কিছু ছিল নাকি ?

না। তবে বিয়ের একটা কথা হয়েছিল তো ! ওর মা খুব হন্যে হয়ে পড়েছিল।

ঘটনাটা কী ?

দাদাবাবুকে ক'দিন আগে অফিস থেকে তুলে নিয়ে যায়। সেদিনটার বিশেষ খবর জানি না। অফিসের অনেকেই দেখেছে। একজন বেয়ারা আমাকে খবরটা দেয়।

তারপর ?

মেয়েটা টালিগঞ্জের দিকে একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। দাদাবাবুকে মাঝে মাঝে ওখানে নিয়ে যায়।

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূকুটিকুটিল মুখে জগার দিকে তাকালেন, এটা নিয়ে কটা হল ?

বেশী নয়। কিন্তু দাদাবাবুর আর যাই দোষ থাক মেয়েমানুষের কারবারটা ছিল না।

কৃষ্ণকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ছিল না বলতে কী বোঝাতে চাস ? বরাবর মেয়েরা

www.MurchOna.com

ওর পিছনে ঘুরত। ও পাত্তা দিত না। এই তো!

হ্যাঁ তাই।

আজকাল দিচ্ছে তো!

মনে হচ্ছে। ধারা নামে সল্ট লেকের সেই মেয়েটা তো পুলিশ অবধি ডেকেছিল।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নাড়লেন। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। স্বগতোক্তির মতো বললেন, রুচিটা নেমে যাচ্ছে।

রুচি?

কৃষ্ণকান্ত জগার দিকে কঠিন চোখে চেয়ে বললেন, এসব থার্ড ক্লাস মেয়ে ওর নাগাল পাচ্ছে কী করে?

সব খবর তো পাওয়া যায় না।

এ মেয়েটার নাম কি জানিস?

নোটন ভট্টাচার্য।

খুব খারাপ?

বললাম তো কল গার্ল।

বামুনের মেয়ে হয়ে এত নিচে নামে কী করে?

বামুন কায়েত শুদ্দুর সব আজকাল আর আলাদা করা যাচ্ছে না, একাক্কার!

ভদ্রলোক ছোটলোকও আজকাল আর আলাদা করা যাচ্ছে না, না?

জগা মাথা নিচু করল।

কৃষ্ণকান্ত সামান্য একটু হাসলেন। বললেন, নোটন না কি যেন নাম বললি!

নোটন।

ওর ফ্ল্যাটে ওর মা ভাই থাকে না?

না। তারা আলাদা বাসায় থাকে।

মেয়েটা একা?

হ্যাঁ।

মেলামেশাটা কতদূর তা খবর নে।

কিছু করতে হবে?

না। এখন হাত দেওয়ার দরকার নেই।

যদি বলেন তো মেয়েটাকে একটু শাসিয়ে দিতে পারি।

কৃষ্ণকান্ত একটা ধমক দিলেন, নাঃ। একবারের বেশী দুবার বলতে হয় কেন?

ঠিক আছে।

এখন যা।

জগা চলে গেল।

কৃষ্ণকান্ত ফাঁকা ঘরেও ভ্রূকুটি করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ আপন মনেই হেসে উঠলেন।

তোকে কে রেখেছে বল তো!

রেখেছে? নোটন ভ্রূ কুঁচকে ধ্রুবর দিকে তাকায়, তার মানে?

এই যে চকচকে নতুন ফ্ল্যাট, ভাল সব ফার্নিচার, টিভি, তোর নিশ্চয়ই এত রোজগার নয়। কে দিচ্ছে এত?

তার মানেই কি রাখা?

www.MurchOna.com

রাখা কথাটা যদি অপছন্দ হয় তবে আধুনিক একটা শব্দ আছে। স্পনসরশিপ। তোকে কে স্পনসর করছে বল তো! বেশ এলেমদার আদমী মনে হচ্ছে।

নোটন হাসল না। ভ্রূ কুঁচকে রেখেই বলল, তোমার মন বড্ড নোংরা।

এতদিনে বুঝলি ?নোংরা না হলে তোর মতো মেয়ের খপ্পরে এত সহজে পড়ে যাই ?

এই রূঢ়তায় নোটন অভ্যস্ত হয়ে গেছে গত কয়েকদিনে। তবু মুখখানায় ক্লিষ্ট একটা ভাব দেখা দিল। তারপর বলল, খুব সহজে হয়নি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে তোমাকে পেয়েছি। আমি কিরকম মেয়ে বলো তো!

ওসব নিয়ে আর কথা তুলিস না। যা বলছি তার জবাব দে। লোকটা কে ?

তা জেনে তোমার কী হবে ?

ধ্রুব স্থির চোখে নোটনের দিকে চেয়ে রইল। নোটন জানালার কাছে একটা টেবিলের ওপর বসে আছে। মুখ বাইরের দিকে ফেরানো। ধ্রুবর দিকে ইচ্ছে করেই চাইছে না তা ধ্রুব জানে।

একটু আগেই তারা বিছানায় ছিল। বাইরে মরে আসছিল বিকেল। ধ্রুবর সেই শারীরিক যুদ্ধ মোটেই ভাল লাগছিল না। নোটন তাকে জোর করে নামিয়েছে এই যুদ্ধে। অকারণ। সে জানে নোটনের মতো মেয়ের বিশেষ একজনের প্রতি অত টান থাকার কথা নয়। উপরন্তু ধ্রুব এও জানে, এই ফ্ল্যাট, এই বিছানা, এই সাজসজ্জা এত সব আয়োজন অলক্ষ্যে কেউ করেছিল নোটনের সঙ্গে ফুর্তি করবে বলেই। নোটন সম্ভবত তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকছে না। রাখা মেয়েমানুষেরও একটা এথিকস থাকা উচিত।

ধ্রুব বলল, তার নাম জেনে আমার লাভ নেই ঠিকই। কিন্তু কেউ যে একজন তোকে স্পনসর করছে এটা তো ঠিক!

হ্যাঁ।

সে এই ফ্ল্যাটে আসে ?

এখনো আসেনি।

আসবে তো ?

সে এখন দেশের বাইরে আছে।

বিদেশে ?

হ্যাঁ।

আর সেই সুযোগে তুই আমাকে ফাউ জুটিয়েছিস!

নোটন চুপ করে রইল। তারপর ম্লান গলায় বলল, ফাউ কেন হবে ? তুমি ফাউ একথা কে বলল ?

ফাউ নই তো কি ?

ওসব কথা থাক। তুমি আজ আমাকে সহ্য করতে পারছো না।

পারছি না তো বটেই। সব কথা তুই কখনো আমাকে খুলে বলিসনি।

নোটন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতেই অস্পষ্ট গলায় বলল, নতুন কোনো কথা তো আর নয়। আমি কেমন তা তো তুমি জানোই।

আমাকে জুটিয়েছিস কেন ? আমাকে দিয়ে তোর কী হবে ? বিয়ে করে ঘর করতে চাস ? সেটা আকাশ-কুসুম কল্পনা। তোকে আমি কোনোদিনই বিয়ে করব না। তারপর তোর নিজের মক্কেল আছে। বিদেশ থেকে সে একদিন ফিরবে। তখন তাকে রিফিউজ করার মতো জোর তোর থাকবে না। তাহলে এসব কেন করছিস ? আমি এসব এনজয় করছি না নোটন, আমার ভাল লাগছে না।

এত বকছো কেন গো ? একটু চুপ করো না!

www.MurchOna.com

চুপ করছি নোটন। আজ উঠি।

চকিতে নোটন উঠে কাছে আসে। সামনে দাঁড়িয়ে সজল দুখানা চোখ তুলে চোখে রেখে বলে, কাল আসবে না ?

না। আমার তোকে আর ভাল লাগে না।

ধ্রুব এই কথা বলে আর দাঁড়াল না। দরজা খুলে বেরিয়ে এল। তীব্র এক পরাজয়ের গ্লানি তার সমস্ত শরীরে অবসাদের মতো জড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে নিজেকে ভীষণ ঘেন্না হয় তার।

আজ অবধি, নোটনের আগে অবধি কোনো মেয়ের সঙ্গে এতদূর নামেনি ধ্রুব। ইচ্ছে হয়নি। এ ব্যাপারে কোনো শুচিতাবোধ বা সংস্কার নেই তার, কিন্তু মেয়েমানুষের শরীর ভিক্ষার মধ্যে পৌরুষের একটা অবনমন ঘটে বলে তার ধারণা। তার বোধ তাকে অহরহ মেয়েমানুষ থেকে দূরে রেখেছে। কিন্তু পা কাটল পচা শামুকে। নোটন। হায় নোটনের মতো সহজলভ্যার কাছে তাকে হার মানতে হল।

কেন ? এ প্রশ্নের জবাব সে নিজের মধ্যে খুঁজে পায় না। সম্ভবত নোটনের মধ্যে একটা করুণ আত্মসমর্পণ তাকে নরম করে ফেলেছিল। কিংবা ওদের যে একসময়ে খুব অপমান করা হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে ভিতরে ভিতরে। যাই হোক, পরাজয় ঘটেছে। আর ঘটেছে বলেই নোটনকে আর একটুও সহ্য করতে পারছে না ধ্রুব।

তিনতলা থেকে ঝড়ের বেগে নিচে নামছিল ধ্রুব। সিঁড়ির নিচে একটা লোক দারোয়ানের টুলের পাশে দাঁড়ানো। ঊর্ধ্বমুখ।

ধ্রুব থমকাল। ফ্যাতন না !

ফ্যাতনই। ধ্রুবকে দেখে একটু হাসল, কী গুরু,\এখানে ?

ধ্রুব একটু হাঁফাচ্ছিল। উত্তেজনায়, পরিশ্রমে। মুখোমুখি হয়ে বলল, তুই এখানে কেন ?

এ বাড়িতে কার কাছে গুরু ?

আছে একজন।

এটা আমার এলাকা, জানো তো !

না জানার কী ?

সব দিকে নজর রাখতে হয়। তোমার চিড়িয়াটা কে ?

বললাম তো চিনবি না

নোটন নাকি ?

ধ্রুব একটু রোষ কশায়িত চোখে চেয়ে বলল, তাতে তোর কী ?

কিছু নয় বস। রাগছ কেন ? শুনলাম মাল খাওয়া ছেড়ে বৈরাগী হওয়ার ফিকির খুঁজছো !

কে বলছে এসব কথা

তোমার দোস্ত প্রশান্ত

না, মাল খাচ্ছি না। পেটে ব্যথা হয়।

ব্যথা ফের কমেও যায়। চলো, আজ আমি খাওয়াবো।

না ফ্যাতন। আমার তাড়া আছে।

নোটনের সঙ্গে তোমার কবে থেকে ?

তুই ওকে চিনিস ?

বহুৎ খুব। মালটা ভাল।

তোর সার্টিফিকেটের দরকার নেই।

আছে গুরু, আছে।

ধ্রুব বিরক্ত হয়। কিন্তু সেটা তেমন ঝাঁঝের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারে না। ভিতরে ভিতরে একটা

www.MurchOna.com

অবসাদ একটা অপরাধবোধ কুরে কুরে খাচ্ছে। একটা শ্বাস ফেলে বলল, ফ্যাতন, আমাকে বেশী বকাস না! আজ মেজাজ ভাল নেই!

কেন, নোটনের সঙ্গে কিচাইন হয়েছে নাকি?

না।

হলে বোলো, মাল ফিট করে দেবো।

তোর মতলবটা কী বল তো ফ্যাতন।

ফ্যাতন হাসল। প্রশান্ত হাসি। তার বেঁটেখাটো মজবুত চেহারাটা এবং চোখের দৃষ্টিতেই পরিষ্কার ছাপ আছে মানুষটার। গুণ্ডামি, লোচ্চামি, খচরামি সবই ফুটে আছে চোখে আর চেহারায়।

ধ্রুব একটু চেয়ে রইল। তারপর চাপা গলায় বলল, মেয়েটাকে ট্রাবল দিস না। ও কিছু করেনি।

কে বলল ট্রাবল দেবো?

তোর মতলব ভাল মনে হচ্ছে না।

ফ্যাতন মাথা নেড়ে বলল, ওসব নয়। জগাদা এসেছিল।

জগাদা! কবে?

পরশু। বলে গেল নজর রাখতে।

জানে নাকি কিছু?

সব জানে।

কী বলে গেছে? উদ্বিগ্ন ধ্রুব জিজ্ঞেস করে।

বলে গেছে, নজর রাখতে। মেয়েটা সুবিধের নয়। তোমাকে বিপদে ফেলতে পারে।

বাবার কানে গেছে?

তা আমি জানি না। আমার কাজ আমি করছি।

তোকে কিছু করতে হবে না। লিভ হার অ্যালোন। মেয়েটা এমনিতে যাই করে বেড়াক, আসলে দুঃখী। ওকে ছেড়ে দে।

ধরবার কথাও তো কিছু হয়নি বস। আমি কিছু করব না। ভয় নেই।

তাহলে আজ তুই এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলি কেন?

ফ্যাতন হেসে বলল, তোমাকে অভয় দেওয়ার জন্য।

তার মানে?

তার মানে, চালিয়ে যাও বস, লাইন ক্লিয়ার।

জগাদা কি তোকে এই কথা বলে গেছে?

ফ্যাতন মাথা নাড়ল। বলল, জগাদা বলে গেছে, দাদাবাবু এখানে নোটন নামে একটা মেয়ের কাছে আসে। তুই একটু নজর রাখিস।

ব্যাস! আর কিছু বলেনি?

না।

তীব্র একটা ঘেন্না হচ্ছিল ধ্রুবর। নিজের ওপর। নিজের চারপাশটার ওপর। ফ্যাতন তার সঙ্গে বাইরে এল। একটা ট্যাক্সি ধরে দিয়ে বলল, যখন খুশি চলে এসো। লাইন ক্লিয়ার থাকবে। কেউ হুজ্জোতি করবে না।

কথাটার জবাব দিল না ধ্রুব। ট্যাকসিতে পাথরের মতো বসে রইল।

বাড়ি ফিরেই সে জগাকে ডাকল নিজের ঘরে।

কী ব্যাপার বলো তো জগাদা?

জগা একটু তটস্থ হয়ে বলে, কিসের ব্যাপার?

তুমি নোটনের খবর পেলে কি করে?

www.MurchOna.com

জগা কঠিন মুখ করে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, কেন ?

জানলে কি করে বলো আগে।

সেটা জেনে কি হবে ?

নোটনের কথা তুমি বাবাকে বলেছো ?

বলেছি।

সব ?

সব আমি জানি না। যেটুকু জানি বলেছি।

বাবা কী বলল ?

কিছুই না।

তার মানে ?

কর্তাবাবু তোমাকে ধর্মের নামে ছেড়ে দিয়েছে।

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জগা।

ধ্রুব বলল, আমার ওপর এখনো তোমরা নজর রাখো ?

রাখতে হয়। না রাখলে তুমি বিপদে পড়বে।

আমার বিপদ নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে কে বলেছে ?

জগা এবার ধ্রুবর দিকে তাকায়। চোখে আগুন। চাপা কিন্তু সাঙ্ঘাতিক আক্রোশের গলায় বলে, তোমার বংশে এরকম বেলেল্লাপনা কেউ কখনো করেনি দাদাবাবু। বুঝলে !আমাদের মতো ছোটো ঘরে যদি জন্মাতে আর এসব করে বেড়াতে তবে কবে তোমার গলা টিপে ভূত ছাড়িয়ে দিতাম।

ধ্রুব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, সাব্বাস জগাদা। আর তুমি তোমার কর্তাবাবুর হয়ে যা সব করে বেড়াও সেগুলো সব পুণ্যের কাজ, না ?

পলিটিকসে ওসব লাগে। কিন্তু বলো তো কর্তাবাবুর কখনো কোনো চরিত্রের দোষ ছিল ?

ধ্রুব হেসে ফেলল। তারপর বড় একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, মদ আর মেয়েমানুষ বাদ দিলে আর কোনো কাজেই বোধহয় চরিত্র নষ্ট হয় না, না !

কর্তাবাবু পলিটিকস করেন, আর কিছু নয়। ওরকম মানুষ বেশী নেই বুঝলে দাদাবাবু।

ধ্রুব অপলক চোখে এই সম্মোহিত লোকটিকে দেখছিল। কৃষ্ণকান্ত একে যে গভীর হিপ্নটিজমে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা থেকে এর মুক্তি নেই। এর পাপ পুণ্যের ধারণাও রাহুগ্রস্ত। একে কিছুই বোঝানো যাবে না।

ধ্রুব বলল, নোটনকে কী করতে চাও তোমরা ?

জগা একটা চাপা গর্জনের স্বরে বলল, কিছুই না।

কেন, ওর ওপর এত দয়া কেন ?

কর্তাবাবু চাইলে ওর লাশ আদি গঙ্গায় ভাসত। কিন্তু—

কিন্তু কী জগাদা ?

কর্তাবাবু তোমাকে ধর্মের নামে ছেড়ে দিয়েছেন, বললাম তো !

আমিও তো তাই জানতে চাই, হঠাৎ তোমাদের নোটনের ওপর এত দয়া কেন ?

শুনবে ?

শুনি।

কর্তাবাবু প্রথম দিন শুনে রেগে গিয়েছিলেন। পরদিন সকালে আমাকে ডেকে বললেন, ধ্রুবর তো কখনো মেয়েমানুষের দোষ ছিল না। এ মেয়েটার সঙ্গে যদি তেমন মেলামেশা করেই থাকে তো করতে দে। পুরুষমানুষের বোধহয় একটু স্বাধীনতা দরকার। বেশী আঁটবাঁধ দিলে বিগড়ে যায়।

ধ্রুবর চোখ থেকে যেন একটা ঠুলি খুলে পড়ল। কৃষ্ণকান্ত একথা বলেছেন ! কৃষ্ণকান্ত !

www.MurchOna.com

তুমি যাও জগাদা।

বলে ধ্রুব বিছানায় এলিয়ে চোখ বুজে রইল। এর চেয়ে বড় পরাজয় জীবনে তাকে ভোগ করতে হয়নি। অবসাদ ছিলই। এখন যেন এক জড়তা তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল। সবাই সব জানে। সবাই সব খবর রাখে। শুধু তাই নয়, নোটনের সঙ্গে যাতে সে নিরাপদে মেলামেশা চালিয়ে যেতে পারে তারও সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়ে আছে।

এর চেয়ে মৃত্যু কি ভাল ছিল না?

কতক্ষণ শুয়ে ছিল ধ্রুব তার হিসেব নেই। দরজায় ঠুকঠুক শব্দ শুনে উঠে বসল।

কে?

আমি। বলে রেমি এসে ঘরে ঢোকে। কেমন অস্বাভাবিক ঝলমল করছে মুখ। লালচে একটু আভা। ঠোঁটে অস্বাভাবিক হাসি।

তুমি! ধ্রুব একটু নির্জীব হয়ে যায়।

কখন এলে?

অনেকক্ষণ।

আমি তোমার কাছে একটু বসব?

বোসো।

রেমি কাছে এসে বসল। পা গুটিয়ে, জড়োসড়ো হয়ে।

কী চাও রেমি?

কী যে চাই কিছু বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ গো, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?

॥ ৯৯ ॥

নীল আকাশের প্রতিবিম্বে নীলাভ জল, তাতে ছল্যাৎ ছল ঢেউ ভাঙছে। পচা পাট আর বাঁশের একটু কটু গন্ধ। পিছল পাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে। দণ্ডকলস আর কাঁটাঝোপে আকীর্ণ এই জায়গাটা আসলে আঘাটা। মানুষের মল শুকিয়ে আছে এখানে সেখানে। জলে ছোট্টো একটা ছৈ-তোলা নৌকো। একটু দূরে নোঙর করেছে। কাউকে দেখা যায় না।

উঁচু পাড়ের ওপর হেমকান্ত দাঁড়ালেন। সতর্কভাবে চারদিক দেখে নিলেন। কেউ ধারেকাছে নেই। দ্রুত পায়ে তিনি নামতে লাগলেন। শেয়ালের গর্ত, উঁচু নিচু জমি, মাটির ঢেলা—চলা বড় শক্ত। তবু হেমকান্ত দ্রুতবেগ বজায় রাখলেন। ধুতি কাঁটাঝোপে লেগে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে গেল। চামড়ায় চিড় ধরল কয়েক জায়গায়। জুতো কাদায় মাটিতে মাখামাখি। শেষ কয়েক পা ভারসাম্য রাখতে না পেরে পড়ে গেলেন। উঠলেন, আবার পড়লেন। অবশেষে খানিকটা দমফোট অবস্থায় জলের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। নিজের শারীরিক অবস্থার দিকে খেয়াল নেই। কিছু টেরও পাচ্ছেন না। আকুল, তৃষ্ণার্ত দুই চোখে চেয়ে রইলেন অদূরে বাঁশের লগিতে বাঁধা নৌকোর ছৈয়ের অন্ধকার মুখটির দিকে।

পরে ডায়েরীতে লিখেছিলেন "...শরীর বলিয়া যে একটা ছাইবস্তু আছে তাহা তো টেরই পাই নাই। কাঁটাঝোপ, খানাখন্দ, পিছল মাটির সেই নাবালকে যেন রাজপথ মনে হইতেছিল। কাঁটায় কাটিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে অনেক, পতনে কালশিটাও পড়িয়াছে, তদপেক্ষা গুরুতর নদীতটের ওই অংশে বিষধর সর্পের অভাব নাই, তাহার একটা অনায়াসে দংশন করিতে পারিত। কিন্তু আমি জানি ব্যথা-বেদনা সর্প দংশন কিছুই তখন আমি টের পাইতাম না। শরীরী হইয়াও সেই মুহূর্তে আমি শরীরের অনেক ঊর্ধ্বে বিরাজ করিতে ছিলাম। এক বাধাবন্ধনহারা আকর্ষণ, এক নাড়িছেঁড়া টান

www.MurchOna.com

আমাকে যেন আছাড়ি-পিছাড়ি করিয়া লইয়া যাইতেছিল।

"ঘটনার কথা পরে লিখিতেছি। তাহার আগে আমার এই শরীর-চেতনার কথা বলিয়া লই। নদীতটে সেই দিনের সেই অভিজ্ঞতা লইয়া যতই ভাবিতেছি ততই যেন এক ঘন কুয়াশায় ঢাকা রহস্যের যবনিকা থিরথির করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। যেন কী একটা সত্য ধরা পড়িবে পড়িবে করিতেছে। অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল মনে হইতেছে, স্নেহের টান যদি শরীর ভুলাইতে পারে তবে বৃহত্তর স্নেহ, আরও প্রগাঢ় স্নেহ হয়তো বা শরীরের মোহ চিরদিনের মতো ঘুচাইতে সক্ষম।

"মানুষ মরিতে ভয় পায়। মৃত্যুকে জয় করাই তাহার জৈবিক চাহিদা। বাঁচিব, মরিব কেন, এই বার্তাই তাহার অন্তস্থল হইতে নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। আমিও জীব। কিন্তু প্রিয় পুত্রের দর্শনাভিলাষে সেদিন ওই দুর্গম পথে মৃত্যু ঘটিলে বা ঘটিবার উপক্রম করিলে তো বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করিতাম না! কেন? তাহার কারণ ওই স্নেহ। স্নেহ যে কী প্রগাঢ় বস্তু ইহা যে কত মূল্যবান এবং যুগে যুগে যে কেন স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার এত জয়গান করা হইয়াছে তাহাও অল্পসল্প বুঝিতে পারিতেছি। প্রেম মৃত্যু উপশমকারী, ইহার মতো নিদান আর নাই।

"ঈশ্বরকে আমি তেমন ভালবাসিতে পারি নাই। যাঁহারা পারিয়াছেন তাঁহারা ভাগ্যবান। ভালবাসিবার পূর্বে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসটা পোক্ত হওয়া দরকার। তাঁহার সৃষ্ট জগতের সবকিছুরই অস্তিত্ব প্রকাশমান, কেবল তাঁহার অস্তিত্বই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে—ইহা কি সৃষ্টিকর্তার এক প্রচণ্ড রসিকতা! সমস্যাও সেখানেই। যাহাকে দেখি নাই, যাহার অস্তিত্বের তেমন কোনো প্রকট প্রমাণ নাই, কেবল কতকগুলো শাস্ত্রগোলা কথা আছে, তাহাকে যুক্তির খাতিরে এবং পুরোহিতদের ভয়ে না হয় মানিয়া লওয়া গেল। কিন্তু ভালবাসা তো সেই পথে আসিবে না!

"সত্য বটে, সেই বিরাট বিপুল নিরাকারকে ভজিবার জন্য আবহমানকাল হইতে মানুষ নানা প্রতীক খাড়া করিয়া আসিয়াছে। আমাদের তো তেত্রিশ কোটি প্রতীক। কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, শিব, কৃষ্ণ অভাব নাই। কিন্তু এই প্রতিমা পূজার ব্যাপারটি মানিয়া লইলেও আমি কি জানি কেন ইহার মধ্যে একটি ছেলেমানুষী দেখিতে পাই। মাটি, সোনা বা রূপা যাহা দিয়াই গড়িয়া লও না কেন উহা তো মানুষেরই নির্মাণ। তাহাকে দেবতা ভাবিয়া হৃদয় উদ্বেল হইবে কি করিয়া?

"উপরন্তু আর একটি কথাও আছে। এই পুতুল পূজা করিয়া একটি আত্মসন্তুষ্টি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাতে প্রবৃত্তির গায়ে হাত পড়ে না, ফলে বিগ্রহ পূজারীর মধ্যেও চৌর্যবৃত্তি, হীনমন্যতা এবং ঈর্ষা প্রবল। ধর্মের নানা দিক। কিন্তু লৌকিক পূজা পার্বণের ভিতর আমি কোনো অবলম্বন আজিও খুঁজিয়া পাই নাই।

"নলিনী বাঁচিয়া থাকিতে একদা আমাকে বলিয়াছিল, দাদা, পুরোহিতের কাছে ধর্ম ব্যাখ্যা শোনার চেয়ে নাস্তিক হওয়া ভাল। কুলগুরু বা পুরোহিত সে দুই চোখে দেখিতে পারিত না। সে প্রায়ই বলিত, তিনি রূপ ধরে আসেন, তাঁকে জন্মাতেই হয় বারবার, নইলে চলবে কী করে?

"নলিনী তাহার ঠাকুরের মধ্যে তাঁহাকে পাইয়াছিল। সে যে সঠিক পথেরই সন্ধান পাইয়াছিল তাহা তাহার চোখ মুখের দীপ্তিতেই প্রতিভাত হইত। অকালমৃত্যু তাহাকে সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছে, কিন্তু সেই ঘটনার ব্যাখ্যা কিরূপে করিব? কতবার ভাবিয়াছি, এই তো কাছেই পাবনা। যাই ঠাকুরকে একবার দেখিয়া আসি। কিন্তু গড়িমসি করিয়া যাওয়া হয় নাই। গিয়া পড়িলে হয়তো এই জন্মেই জন্মের রহস্য ভেদ করিতে পারিতাম। হয়তো সেই শাশ্বতকে পাইতাম, যাহা নলিনী পাইয়াছিল, যাহা কালক্রমে কৃষ্ণও পাইবে।

"হ্যাঁ, কৃষ্ণর কথা। তাহার কথাই তো বলিতে বসিয়াছি, আজ আমার কত আনন্দ। ডায়েরী লিখিবার পূর্বে বার বার অঙ্গ শিহরিত হইয়াছে। তাহার মুখখানি দেখিয়াছি। প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছি। কতদিন বাঁচিব কে জানে! হয়তো এই আয়ুতে আর বেড় পাইব না। কর্মচক্রে সে

www.MurchOna.com

কতদূর ভাসিয়া যাইবে, আমিও বা গিয়া কাশীর কোন গলিতে খাবি খাইতে খাইতে মরিব !

"ছৈ সহ নৌকা নীল জলে দুলিতেছে, ভাসিতেছে। উপরে অখণ্ড আকাশ, জলে তাহারই শতধা ভঙ্গুর ছায়া। ঠিক এই জীবনের মতো। একটি শাশ্বত, একটি মায়া। তবে মায়ার ভিতরেও ওই শাশ্বতেরই খণ্ড খণ্ড ছায়া আছে। যে ছায়া লইয়া থাকে সে তাই থাক। যে আরো কিছু চায় সে উপরের দিকে চাহিবেই।

"আবার দর্শন। বড় জ্বালা হইল। বুড়া বয়সে কেবল কথা আসে, টিকা-টিপ্পনী আসে। রাজেনবাবু বলেন, মনুও বলে, আমি নাকি বুড়া নই। ভাল কথা। কিন্তু এই বকবগানি কিসের লক্ষণ তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে ?

"যাহা বলিতে ছিলাম। নৌকা দুলিতেছে, ভাসিতেছে, আমার বক্ষদেশ আন্দোলিত হইতেছে। শ্বাস গাঢ় হইয়া আসিতেছে। চোখের পলক পড়িতেছে না ! খবর সত্য তো ! সে আসিয়াছে তো ! তাহার কোনো বিপদ ঘটিবে না তো !

"আচমকা ছৈ-এর ভিতর হইতে একজন সুঠাম মাঝি বাহির হইয়া আসিল। লগিটা অবহেলায় তুলিয়া লইল। তাহার পর একটি ঝাঁকুনিতে নৌকাটিকে একেবারে তীরবর্তী করিয়া সংক্ষিপ্ত একটা হাঁক মারিল, আসুন কর্তা।

"কম্পিত পদে ও বক্ষে তাড়াতাড়ি গিয়া নৌকায় উঠিলাম। লোকটা নিম্নস্বরে কহিল, ভিতরে যান।

"ভিতরে ঢুকিলাম। একদম শেষ প্রান্তে একটি সবল চেহারার কিশোর বসিয়া আছে। বেশভূষা মলিন। কিন্তু অমলিন তাহার হাসিটি। আমি বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া পড়িলাম। মাত্র এই কয়েক মাসের মধ্যে কৃষ্ণর কি এত পরিবর্তন হইয়াছে ? এ যে সেই বালক নহে। এ যে রীতিমতো যৌবনোদ্ধত পুরুষ ! মুখের সেই কমনীয়তা কোথায় গেল ? ছৈ-এর ভিতরকার প্রদোষবৎ স্বল্প আলোকেও তাহার মুখের রেখাগুলির কাঠিন্য ও কর্কশভাব চোখে পড়ে।

"সে উঠিল। বলিল, বাবা, আপনি কেমন আছেন ?

"আমি জবাব দিতে পারিলাম না। দীর্ঘকাল পরে সেই বিস্মৃত কণ্ঠে বাবা ডাক শুনিয়া আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। আমি তাহার দিকে কম্পিত একখানি হাত বাড়াইয়া দিলাম।

"সে সবল দুই বাহুতে আমাকে ধরিল। ধীরে ধীরে পাটাতনে বসাইয়া দিল। তারপর কোমল কণ্ঠে বলিল, আপনার শরীর ভাল আছে তো বাবা ?

"তাহার কণ্ঠে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। নিজের পুত্র কন্যাদের নিকট আমি যথার্থ ভালবাসা পাই নাই, তাহাদেরও আমি যথাযথ ভালবাসি নাই। ব্যতিক্রম শুধু এই কৃষ্ণ। আমার পিতৃহৃদয় কেবল কেন যেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই মথিত হয়। আর সেও বিশ্বসংসারে সকলের নিকট অপদার্থ বলিয়া চিহ্নিত তাহার এই বাপটিকে কেন যেন বুক ভরিয়া ভালবাসে।

"আমি কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিলাম। আবেগ কিছু প্রশমিত হইল। সেও অশ্রুসিক্ত দুখানি চোখ বারংবার মার্জনা করিল।

"আমি প্রশ্ন করিলাম, তুমি কেমন আছ ?

"ভাল আছি বাবা। আপনি অকারণ ভাববেন না।

কোথায় আছ, কী খাও, কী পরো কিছুই তো জানি না।

"সে হাসিয়া কহিল, তার তো কিছু ঠিক থাকে না বাবা। আমাদের দলটা পুলিশের সঙ্গে লড়াইতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কে মরেছে, কে ধরা পড়েছে তা জানি না। একা একা কিছুদিন পালিয়ে বেড়াই। তারপর একদিন হঠাৎ পাবনার ঠাকুরের আশ্রমে হাজির হয়ে যাই। কাকার ঠাকুর তো, তাই সেখানেই আশ্রয় নিলাম।

www.MurchOna.com

"একটা নিশ্চিন্তের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, নিলে ! যাক বাঁচা গেল।

"সে ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া কহিল, নিলাম, কিন্তু সব কথা ঠাকুরকে বলিনি। কেম- সংকোচ আর ভয় হল।

"আমি মৃদুস্বরে কহিলাম, যাঁকে গুরু বলে মানবে তাঁর কাছে কোনো কথা গোপন করতে নেই।

"সে হাসিয়া কহিল, আমি তো অগ্নিমন্ত্রে আগেই দীক্ষা নিয়েছি। আমাদের কর্মধারার সঙ্গে ঠাকুরের কিছু অমিল আছে। উনি বোধহয় আমাদের কর্মধারার সমর্থক নন। আমাকে উনি হঠাৎ এক রাত্রে বাঁধের ধারের তাসুতে ডেকে পাঠালেন। তারপর খুব স্নেহের সঙ্গে বললেন, ঢাকায় চলে যাও, সেখানে গিয়ে সারেণ্ডার করো।

উনি বললেন ?

হ্যাঁ। শুনে আমি চমকে উঠলাম। আমি কে বা কোথা থেকে এসেছি তা তো ওঁকে বলিনি। একটা ছদ্ম নাম আর ঠিকানা দিয়েছি মাত্র। কিন্তু উনি দিনরাত মানুষ ঘাঁটেন, কাজেই অনুমানশক্তি তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। অনুভূতি ভীষণ প্রখর।

তুমি কী বললে ?

আমি কিছু বলিনি। মাথা নিচু করে ছিলাম। উনিই বললেন, এভাবে পালিয়ে বেড়িয়ে কোনো লাভ হবে না। বরং সারেণ্ডার করলে পথ পাবে। তখন আমি বললাম, আমার বিরুদ্ধে খুনের চার্জ আছে। ধরলে ফাঁসি দেবে। উনি তবু বললেন, যা বলছি তা করলে ভালই হবে। এখানে নয়, ঢাকায় চলে যাও। সেখানে সারেণ্ডার করো।

তুমি কি তাঁকে বিশ্বাস করতে পারছো না ?

"কৃষ্ণ কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চন করিয়া কী ভাবিয়া কহিল, তাঁকে আমার খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। মানুষের প্রতি ওরকম অগাধ ভালবাসা আর কারো মধ্যে কখনো দেখিনি। অদ্ভুত মানুষ। কিন্তু সারেণ্ডার করার ব্যাপারে আমার দ্বিধা আছে।

তুমি বুদ্ধিমান, বিবেচক। আমি আর তোমাকে কী বলতে পারি ? যা ভাল বুঝবে করবে।

না বাবা, আমি আপনার পরামর্শও চাই। সাত দিন আগে আমি ঢাকায় যাচ্ছি বলে আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু ঢাকায় যেতে মন সরেনি। এখানে গত চারদিন ধরে এই নৌকোয় বাস করছি। ছোড়দির বিয়ের খবর পেয়েছি।

"আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম। কহিলাম, আরও একটা খবর তোমার জানা দরকার। তোমার কাছে সত্য গোপন করতে পারব না, তাতে তুমি আমাকে ঘৃণা করলেও না।

"সে মৃদু হাসিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, আপনাকে বলতে হবে না। আমি জানি। মনুপিসি আমাদের নতুন মা হয়েছেন।

জানো তাহলে !

জানি বাবা।

আমাকে তোমার ঘৃণা হয় না ?

আপনার জন্য আমার ভারি দুশ্চিন্তা ছিল। আমি বেরিয়ে এসেছি, ছোড়দির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আপনি একা। দেখাশোনার কেউ নেই। মনুপিসি আপনার ভার নেওয়ায় আমার দুশ্চিন্তা গেছে।

সত্যি বলছো ?

"কৃষ্ণকান্ত দুটি অকপট চোখে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, বাবা, আমি তো নিজের মাকে দেখিনি। মনু পিসিকেই মা বলে জানি। মনুপিসির মতো আপনজন আমাদের আর কে আছে ?

"বুক হইতে এক পাষাণভার নামিয়া গেল। মনে হইল, আমার অন্য পুত্রকন্যা জামাতা ও বধূমাতারা আমার যতই নিন্দামন্দ করুন আর যতই কলঙ্ক নিক্ষেপ করুন, আমার আর তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বড় নিশ্চিন্ত, বড় সুখী বোধ করিলাম। তারপর প্রসঙ্গান্তরে গিয়া প্রশ্ন করিলাম,

www.MurchOna.com

এখন তাহলে কী করবে ?

সেটা জানতেই আপনার কাছে আসা। আপনি বলে দিন কী করব।

"আমি সামান্য হাসিলাম। সংসারী অদূরদর্শী মানুষ আমরা, আমাদের সাধ্য কি যে কাহাকেও সৎ পরামর্শ দেই ? কিসে ভাল হইবে, কিসে মন্দ হইবে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা করিবার মতো জ্ঞান ও বিচারবোধ কয়টি লোকের থাকে ? কয়জনই বা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পারে ? মাথা নাড়িয়া কহিলাম, যার আশ্রয়ে গেছ তার পরামর্শই মেনে চলো। তাতেই ভাল হবে।

আপনি বলছেন ?

বলছি। তাঁর ওপর নলিনীর বড় বিশ্বাস ছিল। তিনি যা বলবেন তাই করো। অগ্র পশ্চাৎ তিনি যত দেখতে পান আমরা তা পাই না।

"এককথায় হঠাৎ কৃষ্ণর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ স্মিত মুখে বসিয়া থাকিয়া সে হঠাৎ নত হইয়া আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, আমার দ্বিধার ভাবটা কেটে গেছে।

"আমি মাথা নাড়িলাম বলিলাম, ফেরারী জীবনে বিপদ অনেক। তাছাড়া তুমি এখন বিচ্ছিন্ন, একা। এর চেয়ে সারেণ্ডার করাই ভাল।

"কৃষ্ণ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, আশ্রমে অনেক রাজনৈতিক নেতা আসেন। ঠাকুর রাজনীতি বিষয়ে ভালই খোঁজখবর রাখেন। তিনি যখন সারেণ্ডার করতে বলছেন তখন তার পিছনে নিশ্চয়ই কারণ আছে। গত কদিন ধরে সেই কারণটা অনেক ভেবেও ধরতে পারিনি।

"আমি কাঙালের মতো তাহার মুখখানি আমার দুই চক্ষু দিয়া পান করিতেছিলাম। কহিলাম, যখন একটা খুঁটি পেয়েছো তখন সেইটেই ধরে থাকো। জীবনের সব ক্ষেত্রেই একটি কেন্দ্রবিন্দু থাকা দরকার, একটা বিশ্বাসের স্থল। আমার তেমন কিছু ছিল না বলেই জীবন থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়েছি। নলিনী খানিকটা তাঁকে অবলম্বন করেছিল। কিন্তু যতদূর জানি, ঠাকুর তাকে পাকাপাকিভাবে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। নলিনী হবে হচ্ছে করে বিলম্ব করছিল। না করলে হয়তো তার অপঘাত হত না।

"কৃষ্ণ আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। কহিল, আপনি যা বললেন তাতে আমার দ্বিধা আরো কেটে গেল। আমি আজই তাহলে ঢাকা রওনা হই ?

আজই ? বিশাখার বিয়েটা··· ?

"সে মাথা নাড়িল। বলিল, আমার কথা বাড়িতে উচ্চারণও করবেন না বাবা। শুভকাজে মানুষের মন ভারাক্রান্ত হবে। শুধু আপনি জানলেন, আর মনুপিসি যেন জানেন। আর কেউ না।

"নৌকা ইতিমধ্যে মাঝগাঙে আসিয়া পড়িয়াছে এবং মাঝি মহা উৎসাহে জাল ফেলিতেছে। পকেটে কিছু টাকা আনিয়াছিলাম। বাহির করিয়া কৃষ্ণর হাতে দিয়া কহিলাম, তোমার কাজে লাগবে।

"সে ঈষৎ শিহরিয়া বলিল, এত টাকা কোন কাজে লাগবে ? অল্প কিছু দিন।

"আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, বিষয় সম্পত্তি সব তোমারই থাকবে। ফিরে এসে নিও।

॥ ১০০ ॥

ধ্রুব খুবই মনোযোগ দিয়ে রেমিকে লক্ষ করছিল। বিশেষ করে ওর চোখ, দৃষ্টিতে কিছু অনিশ্চয়তা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে, কিন্তু পাগলামি নেই। তবে কিছুই বলা যায় না। মানসিক ভারসাম্য এমন একটা জায়গায় হয়ত পৌঁছে গেছে যেখান থেকে এক পা এগোলেই পাগলামির অথৈ খাদ।

www.MurchOna.com

এর জন্য কি আমিই দায়ী ? মনে মনে আজ এই প্রশ্ন উদ্যত হল তার নিজের দিকে। ধ্রুব রেমিকে নিজের খুব কাছে টেনে আনল। একটা হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে নিজের শরীরের সঙ্গে লেপ্টে রেখে বলল, তোমার কিছুই হয়নি। কেন ভাবছ ?

রেমি দীনভাবে তার মুখখানা তুলে ধরল ধ্রুবর মুখের দিকে। এত কাছাকাছি দুজনের মুখ যে পরস্পরের শ্বাস পরস্পরের মুখে পড়ছে। রেমি অনেকক্ষণ ধ্রুবর চোখে তার দুটি চোখ পেতে রাখল। তারপর বলল, তুমি বলছ ? তুমি যদি আরো জোর দিয়ে বল যে সত্যিই আমার কিছু হয়নি তাহলে বোধহয় আমার কিছু হবে না।

ধ্রুব কিছু বলল না, শুধু আরো ঘন করে, শক্ত করে ধরে রইল রেমিকে।

রেমি ভ্রূ কুঁচকে ধ্রুবর মুখের দিকে চেয়ে সন্দিহান গলায় বলে, হঠাৎ এত আদর করছ কেন বল তো ! পাগল হয়ে যাচ্ছি বলে ভয় পাচ্ছ ?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, না। তুমি পাগল হবে না রেমি। পাগলামির লক্ষণ তোমার মধ্যে নেই।

তুমি তো আর ডাক্তার নও।

না হলেই বা ! পাগলামির লক্ষণ চেনা যায়। বিশেষ করে নিজের বউয়ের।

আমি তোমার বউ তো কেবল নামে !

ধ্রুব মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। বলল, সেটাই ভাবছিলাম। যদি তুমি পাগল হও তাহলে হয়ত আমার জন্যই হবে। আমি তোমার মাথায় এতদিন ধরে নানা উল্টোপাল্টা আইডিয়ার বীজ বুনেছি। কাজটা হয়তো ঠিক হয়নি।

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, যা বিশ্বাস কর তাই বলেছ। সেটা তো অন্যায় নয়। কিন্তু আমি একটা জিনিস একদম সইতে পারি না, সেটা হল আমাকে তোমার ত্যাগ করার কথা। তোমার ওই ত্যাগ করার কথা আমাকে দিনরাত কুরে কুরে খেয়েছে। ভিতরে ভিতরে কেবল ভয়, কেবল অনিশ্চয়তা, পায়ের তলা থেকে যেন কেবলই মাটি সরে যায়। আমি কোথায় দাঁড়াব বল তো !

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, ঠিক ত্যাগ নয় রেমি, [illegible], সেসব কথা বড্ড পুরনো হয়ে গেছে। তোমাকে যে কথাটা আজ বলতে চাই, [illegible] অদ্ভুত শোনাবে।

কী গো ? ভয়ের কথা কোন ?

কি জানি। কথাটা শুনে তুমি ভয় পেতেও পারো।

কী কথা ?

আমার আজকাল মনে হচ্ছে, আমি খুব বেশিদিন বাঁচব না।

রেমি একটু শিউরে উঠে ধ্রুবর হাত খামচে ধরল। তারপর স্তব্ধ হয়ে রইল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, তোমার কী হয়েছে ?

তেমন কিছু নয়। শরীর ভালই আছে। কিন্তু কি জান, আমি এই জীবনের কোন পারপাস খুঁজে পাচ্ছি না, [illegible] অর্থহীন, বড্ড জোলো।

রেমি আবার [illegible] কাঁপুনিটা উঠে এল বুক থেকে। একটা কান্নার তরঙ্গ বয়ে গেল সমস্ত শরীরে। [illegible] সে বলল, ওসব কী বলছ !

শোনো, তোমাকে বুঝিয়ে বলি। তুমি ছাড়া আমার বিশেষ কেউ বন্ধু নেই যাকে সব কথা উজাড় করে বলা যায়।

বন্ধু ! আমাকে তুমি সত্যিই বন্ধু মনে কর ?

করি রেমি। ইউ আর এ ফেইথফুল ফ্রেণ্ড। গুড ফ্রেণ্ড।

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এতদিন এ কথাটা বলনি কেন ?

বলিনি, দরকার হয়নি বলে। আজ আমি মনে মনে একজন বিশ্বস্ত বন্ধু খুঁজছি। খুঁজতে খুঁজতে তোমার কথা মনে হল।

www.MurchOna.com

তাহলে বল তোমার কী হয়েছে ?

কিছু হয়নি আর সেটাই সমস্যা। আমার কিছু হচ্ছে না, আমি স্থির হয়ে উঠছি না, আমার অস্তিত্বের কোন তরঙ্গ নেই। ভিতরে একটা বিরাট ভ্যাকুয়াম। তোমার পাগলামির চেয়েও যেটা বেশি যন্ত্রণাদায়ক।

একটু বুঝিয়ে বল। আমার তো বেশি বুদ্ধি নেই।

বুদ্ধির দরকার নেই রেমি। শুধু একটু অনুভব করার চেষ্টা কর তাহলেই হবে। বুদ্ধি দিয়ে কাউকে বোঝা যায় না, ভালবাসলে বোঝা যায়।

তাহলে তুমি স্বীকার করছ যে আমি তোমাকে ভালবাসি ?

স্বীকার করি। তোমার ভালবাসা সাফোকেটিং, আমার কাছে অস্বস্তিকর। আমি যে ধরনের ফ্রিডমে বিশ্বাস করি তাতে পজেসিভ ভালবাসার স্থান নেই। দখলদারি ভাব স্বাধীনতার অন্তরায়। মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা এবং অধীনতার জটিল সব সমস্যা আছে। তুমি হয়ত বুঝবে না।

হ্যাঁ গো, আমার মত তুমিও কি একটু পাগল হয়েছ ?

তুমি আমি কেউ পাগল নই। শুধু পরিস্থিতির শিকার। তোমার আর আমার মধ্যে একটা অদৃশ্য লড়াই ছিল। সে লড়াইটা আইডিয়া ভারসাস প্রিমিটিভনেস। কিন্তু ওসব তুমি বুঝবে না। তোমাকে শুধু আমার প্রবলেমটার কথা বলি।

বল না গো।

আমার মনে হচ্ছে, অনেকদিন বেঁচে আছি। আরো বহুদিন বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। আমি তা পেরে উঠব না। কারণ আমার আর কিছু করার নেই।

সে কী গো ?

আমি জমিদার পরিবারে জন্মেছি, বাবা নেতা এবং মন্ত্রী। জীবনে আমাকে কোন অর্থনৈতিক সংগ্রাম করতে হয়নি, হবেও না। যদি মা বাবা বউ বাচ্চার জন্য রুজি রোজগারের লড়াই করতে হত তবে বোধ হয় জীবনটা এত অলুনি লাগত না। আমি কাউকেই তেমন ভালবাসি না, কারো জন্য কোন রেসপনসিবিলিটি আছে বলেও মনে হয় না, আমার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। কিসের জন্য বেঁচে থাকা রেমি ?

রেমি খুব কষে আঁকড়ে ধরে ধ্রুবকে। বুকে গাল ঘষতে ঘষতে বলে, তোমার ছেলে হয়েছে না ? তাকে মানুষ করবে কে ?

ছেলের জন্য আমার কিছু করার আছে কি রেমি ? দাদুর দেদার টাকা, আদরের নাতির জন্য সব বন্দোবস্তই তিনি করবেন। আমার কাছ থেকে ওর কিছু নেওয়ার নেই। না কোন সৎ শিক্ষা, না ধনদৌলত বা বাড়ি জমি। আর যদি বাপের স্নেহের কথা তোল, তাহলে বলব তারও ওর দরকার নেই।

রেমি বড় বড় চোখ করে বলে, তুমি কী বলতে চাইছ বল তো ? মরতে চাও মানে কি সুইসাইডের কথা ভাবছ ?

মাঝে মাঝে ভাবি। কিন্তু আমার মনে হয় তার দরকার নেই। মানুষের যখন বাঁচার ইচ্ছেটা একদম নিবে যায় তখন তার শরীরও আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ে। তুমি ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাস কর ?

জানি না।

আমার হল নেতিবাচক ইচ্ছাশক্তি। বাঁচার ইচ্ছেটা নিবে গিয়ে একটা মৃত্যুপ্রেম দেখা দিচ্ছে। কেবল মনে হচ্ছে, আর নয়, আর নয়। বহুদিন হয়ে গেল এইখানে।

রেমির বিখ্যাত বড় বড় দুখানি চোখ টসটসে জলে ভরে উঠল। গাল ভাসিয়ে নামল। ফুঁপিয়ে

www.MurchOna.com

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

কাঁদছো কেন ? কাঁদলে আমার কী লাভ ? আমি তোমাকে আমার প্রবলেমটার কথা বললাম। তোমার কাছে যদি সলিউশন থাকে তো দাও। আমার বাঁচার ইচ্ছেটাকে জাগিয়ে তোল, যদি পার। কেঁদে ভাসিয়ে দিলে তো সমস্যাটা মিটবে না।

আমি বোকা, আমার বুদ্ধি নেই, আমি এসব কথা শুনে আরো পাগল পাগল হয়ে যাচ্ছি।

ধ্রুব হেসে রেমির নাকটা টিপে দিয়ে বলল, এরকম বন্ধু দিয়ে আমার কী হবে বল তো ! বন্ধু হবে শক্ত সমর্থ, দৃঢ়চেতা, যার ওপর হেলান দেওয়া যায়, যাকে অবলম্বন করে বাঁচার জোর পাওয়া যায়।

রেমি চোখ মুছল। ধ্রুবকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলল, মরার কথা ভাবতে পারবে না। কথা দাও।

এসব কি প্রতিজ্ঞা করা যায় রেমি ? ভিতরকার ব্যাপার, নানারকম জটিল কজ অ্যাণ্ড এফেকটের ওপর নির্ভরশীল।

আমি আজ থেকে তোমার প্রবলেম নিয়ে ভাববো। কিন্তু আমি তো স্লো থিংকার, একটু সময় লাগবে। আমাকে সময় দেবে তো !

দিলাম।

আর শোনো, আজ থেকে আমি এই ঘরে থাকব।

ওয়েলকাম, মন্ত্রীমশাই চটবেন না তো ?

না, চটবেন কেন ?

ভয় পাচ্ছ একা ঘরে কিছু করে বসি পাছে ?

রেমি মাথা নেড়ে বলে, তা নয়। তোমার কাছে কাছেই ত আমার থাকার কথা ! ফিরে তাকাও না বলেই বাবা আমাকে দোতলায় থাকতে বলেছেন।

ধ্রুব মাথা নেড়ে জানাল যে, সে সবই জানে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোমাকে আর একটা জটিল সমস্যার কথা জানাতে চাই। শুধু ভয় পাচ্ছি তুমি কি ভাবে ব্যাপারটা নেবে।

একসঙ্গে বেশি কি আমি সইতে পারব ?

পারবে। পারতেই হবে। যদি আমার বন্ধু হতে চাও তাহলে শেয়ার কর।

রেমি ঝকমকে চোখে চেয়ে দেখল ধ্রুবকে। বলল, ঠিক আছে বলো।

আজই তোমাকে বলার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ভাবি, কি জানি কি হয়। হাতে হয়ত বেশি সময় নেই।

উঃ ফের সেইসব কথা।

আমার সঙ্গে কোন মেয়ের কখনো কোন ফিজিক্যাল রিলেশন ছিল না। তুমি ছিলে একমাত্র। মুখে আমি যতই আধুনিক হই না কেন, চিন্তায় যতই বিপ্লব করি না কেন, আমি বেসিক্যালি ইনঅ্যাকটিভ, চিন্তাকে আমি কদাচিৎ কাজে অনুবাদ করি, ভাষাটা একটু সাধু শোনাল রেমি ?

উঃ, বল আমি বুঝতে পারছি। কার সঙ্গে তোমার কী হয়েছে ?

পচা শামুকে পা কাটল, তুমি চিনবে না তাকে, নষ্ট ভ্রষ্ট একটা মেয়ে। আমাদের দেশের বাড়ির পুরুতের নাতনী, ওর মা এক সময় মেয়েটাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। তাতে হেড অফিস চটে যায়। মেয়েটার এক দাদা তোমার শ্বশুরের অফিসে চাকরি করত। হেড অফিস অর্থাৎ তোমার শ্বশুর তাকে নিজের চাকরি থেকে তাড়ায়। ছেলেটা সেই থেকে নিরুদ্দেশ। এটুকু হল ব্যাকগ্রাউণ্ড। বুঝলে ?

বুঝছি, বল।

মেয়েটা সংসার চালাতে নিচে নামতে থাকে। এরকম আকছার হচ্ছে। কিন্তু এই মেয়েটার ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পিছনে তোমার শ্বশুরের অবদান যথেষ্ট।

www.MurchOna.com

মেয়েটাকে আমি চিনি ?

বোধহয় না। তার নাম নোটন, সিনেমা থিয়েটারে ছোট পার্ট করে। আসলে কল গার্ল, কেপট এবং আরও হয়তো কিছু। অত জানি না। এক পিকনিকে মেয়েটার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। দুঃখী মেয়ে, নিচে নেমেছে, তার ওপর ওর জীবনে আমাকে নিয়ে একটা ট্রাজেডী আছে বলে আমি খুব একটা এড়াতে পারিনি ওকে।

সে কী ? বলে রেমি বড় বড় চোখে তাকায়।

বন্ধু, শক্ত হও। অমন চমকে উঠলে বা রিঅ্যাক্ট করলে আমার মনের জোর কমে যাবে। আমি ভীষণ দুর্বল, শূন্য, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন। এখন আমাকে গাইড করার দায়িত্ব তোমার। শান্তভাবে শোন, উত্তেজিত হয়ো না।

রেমি স্তিমিত হল। বলল, বল।

এখন আমি তোমার স্বামীই শুধু নই, বন্ধু। তাই না ?

বেশ, বল।

মেয়েটার কাছে আমি বশ মানলাম। কিন্তু কেন মানলাম তার কারণটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়, আমার মনে হল সামথিং ইজ ভেরি মাচ রং উইথ মি। ভিতরে যে ভ্যাকুয়ামটার কথা তোমাকে বলছিলাম সেটাই কারণ কিনা কে জানে ! একদিন বিনা কারণে ধারার গলা টিপে ধরেছিলাম। মেয়েটা মরতে বসেছিল।

রেমি চমকে উঠে বলে, বল কি গো ! গলা টিপে—

ধ্রুব কঠিন গলায় বলল, রেমি ! প্লীজ ডোণ্ট রি-অ্যাক্ট। পাদ্রীরা যে রকম মুখ করে কনফেশন শোনে, পাকা জুয়াড়িরা যেমনভাবে জুয়া খেলে ঠিক সেইরকমভাবে তোমাকে এসব শুনতে হবে। পাথর হও। কঠিন হও।

রেমি নিজের কপাল টিপে ধরে বলে, পারছি না। ধারাকে খুন করতে চেয়েছিলে !

না। আমি চাইনি। আমার ভিতরে একজন অচেনা ধ্রুব চেয়েছিল। সেই ধ্রুবকে আমি ভয় পাই। কে জানে একদিন সে তোমারও গলা টিপে ধরতে চাইবে কিনা।

ধরো, তাহলে বেঁচে যাই।

আবার রি-অ্যাক্ট করছ ?

রেমি একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আচ্ছা বল।

নোটনের সঙ্গে মিশবার সময় আমার কোন প্রতিক্রিয়া হল না। ঘেন্না হল না।

রেমি আচমকা প্রশ্ন করে, নোটন দেখতে কেমন ?

মঞ্জানোর মত রূপ নয়। তবে চটক আছে। প্লীজ ওটা নিয়ে আর খুঁটিয়ে জানতে চেও না। তুমি ওর চেয়ে অনেক সুন্দর।

সত্যি কথা বলছ ?

মিথ্যে বলব কিসের ভয়ে বল তো ? কোন ভয় থাকলে কি এত কথা বলতাম ?

মাপ চাইছি। রাগ কোর না। বল।

আমার সমস্যাটা বুঝতে পারছ তো ? নোটনের সঙ্গে শারীরিক মেলামেশা আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কারণ আমি ওরকম নই। তবে কেন হল ? আমি ভাবতে বসলাম। ভেবে কিছুতেই সলভ করতে পারলাম না। আমাদের বংশটা কেমন জান ? জমিদারি হাবভাব থাকলেও লাম্পট্য নেই। আমার দাদু বুড়ো বয়সে একটা বিয়ে করেছিলেন বলে খুব হই হই হয়েছিল। কিন্তু আমি জানি তার মধ্যে কোন কামের উন্মাদনা ছিল না। তোমার শ্বশুরের জ্যাঠামশাই সন্ন্যাসী হয়ে যান, কাকা স্বদেশী এবং ব্রহ্মচারী ছিলেন। তোমার শ্বশুরকেও লোকে চোর, ক্ষমতালোভী স্বজনপোষক বললেও কেউ কখন লম্পট বলেনি। আমার মধ্যেও সম্ভবত ওই শুচিতার বোধ ছিল। প্রতিরোধ

www.MurchOna.com

ছিল। সেই প্রতিরোধ নোটন ভাঙল কি করে? নোটনের কি সেই ক্ষমতা আছে?

সিনেমা থিয়েটারের মেয়েরা অনেক ছলাকলা জানে।

ধ্রুব মাথা নাড়ল, না রেমি। প্রতিরোধ ভাঙবার ক্ষমতা নোটনের ছিল না। প্রতিরোধ ভেঙেছে আমার ভিতরকার অন্য এক ধ্রুব। তাকে আমি চিনি না। তাকে আমি ভয় পাই।

রেমি বলল, ওরকম করে বোল না, আমার গা ছম ছম করে।

তা করলে চলবে কেন সিস্টার? এ তো ভূতের গল্প নয়।

কিন্তু এমন করে বলছ যে ভয় করে।

ডাক্তার যেমন রোগীর রোগের বিবরণ শোনে তেমনি করে শোন। এক্ষুনি বললাম এটা ভূতের গল্প নয়, তাই না? আসলে কিন্তু আমার বিশ্বাস এটা বাস্তবিক ভূতেরই গল্প। একটা ধ্রুব আর একটা ধ্রুবর ভূত।

আবার?

রেমি, সবটা না শুনলে বুঝবে না। না বুঝলে চিকিৎসা করবে কি করে?

আচ্ছা বল।

এবার আসল কথাটা বলছি। আজ বিকেলে আমি নোটনের কাছে ছিলাম।

সে কী! আজও?

আবার চমকাচ্ছ?

রেমি সাদা মুখ করে চেয়ে থাকে।

প্লীজ রেমি!

রেমি ফের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমি ভাবছিলাম এসব অনেক আগের কথা।

না। একেবারে টাটকা খবর।

বল।

যখন ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিলাম তখন দেখি নিচে টালিগঞ্জ পাড়ার এক মেজো মস্তান দাঁড়িয়ে আছে। আমার চেনা।

মারল নাকি তোমাকে?

ধ্রুব হাসল, মাথা নেড়ে বলল, না। আমাকে মারলে কালই গিয়ে জগাদা ওর হাত কেটে দিয়ে আসবে।

জগাদা কি গুণ্ডা?

গুণ্ডাদের গুরু। তবে আদর্শবাদী গুণ্ডা। প্রফেশন্যাল নয়। জগাদার কথাতেই আসছি। সেই মেজো গুণ্ডা আমাকে খুব অভয় দিল, নোটনের কাছে আমার যাতায়াতকে অ্যাপ্রুভও করল। আমি ওকে দু'চার কথা জিজ্ঞেস করতেই যা বেরিয়ে এল সেটা শুনলে তুমি বোধহয় মূর্ছা যাবে।

কী গো!

সে যা বলল তাতে বুঝলাম জগাদা সব খবর রাখে। সে গিয়ে ফ্যাতনকে বলে এসেছে যেন আমি নিরাপদে নোটনের কাছে যাতায়াত করতে পারি সেদিকে নজর রাখতে।

জগাদা! দাঁড়াও শ্বশুরমশাইকে ওর নাম বলছি।

ধ্রুব ম্লান হেসে বলে, সবটা শুনে নাও। অস্থির হয়ো না।

অত আস্তে আস্তে ভাঙছ কেন?

রহস্য কাহিনী এ ভাবেই বলতে হয়। একটু আগে বাড়ি ফিরে আমি জগাদাকে চার্জ করেছিলাম। সে কী বলল জান? বলল, নোটনের কাছে আমার যাতায়াত স্বয়ং তোমার শ্বশুরমশাই অনুমোদন করেছেন।

রেমি রাগু হয়ে উঠে বলল, ধ্যাৎ! হতেই পারে না।

www.MurchOna.com

জগাদা প্রয়োজনে মিথ্যে কথা বলে বটে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত প্রসঙ্গে কখন বলবে না। গলা কেটে ফেললেও না।

শ্বশুরমশাই কি তেমন মানুষ?

জানি না, তোমার শ্বশুরমশাইকে আমি ভাল চিনি না। আমার শুধু মায়ের মৃত্যুর দৃশ্য মনে পড়ে। আগুনের মধ্যে মা বেগুন পোড়া হচ্ছে।

আবার পুরনো কথা?

ঠিক আছে, থাক। কিন্তু আমার প্রশ্ন তোমার শ্বশুর আমাকে লাম্পটের পথ দেখাচ্ছেন কেন? কেন রি-অ্যাক্ট করলেন না?

উঃ, আমি এত ভাবতে পারি না।

ভেঙে পোড় না। তোমার শ্বশুর সম্পর্কে আমার মনে অনেক ধাঁধা আছে ঠিকই, কিন্তু আজকের ব্যাপারটা আমি হজম করতে পারছি না। উনি কি ভাবেন যে আমার কোন সেকসুয়াল চাহিদা মিটছে না বলেই আমি বখে যাচ্ছি? আর তাই সেই পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন?

উনি ওরকম করেননি, জগাদা মিথ্যে বলেছে।

তুমি অন্ধ, একদেশদর্শী। আমার বন্ধু হতে গেলে আর একটু নিরপেক্ষ হতে হবে। নিজেকে রেফারি বলে ভেবে নাও। ফাউল যে করবে তার বিরুদ্ধেই বাঁশি বাজাবে।

শ্বশুরমশাই এরকম ফাউল করতে পারেন না।

কেন পারবেন না? উনি বহু ফাউল জীবনে করেছেন।

তা বলে নিজের ছেলেকে নিয়ে—

নিজের ছেলে বলে কি তাকে নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করতে নেই। আমার তো মনে হয় উনি আমার রোগ ধরতে না পেরে মরীয়া হয়ে এখন বেপরোয়া নিদান দিচ্ছেন।

ছিঃ, তোমার মুখে কিছু আটকায় না।

না, আমার মুখ তোমার শ্বশুরও আটকাতে পারেননি। আর সেইটেই ওর মস্ত অশান্তির কারণ।

চল আমরা কোথাও চলে যাই।

যেতে তো হবেই রেমি। তোমার শ্বশুর এনিমি প্রপার্টির বিস্তর টাকা পাচ্ছেন। সেই টাকা দিয়ে আমাকে তিনি নাসিকে পাঠাবেন তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশীপে ব্যবসা করতে। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।

কেন, তুমি যাবে। আমিও যাব।

যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমি এতদিনে বুঝে গেছি কোথাও গিয়েও আমি ভাল থাকব না।

হ্যাঁ গো, মদ ছেড়ে দিয়ে কি তোমার কষ্ট হয়?

না রেমি। মদের কোন নেশা আমার ছিল না। বন্ধুরা জানে আমি বরাবর জোর করে মদ খেতাম। একথা জিজ্ঞেস করলে কেন?

ভাবছিলাম এতদিনের নেশা ছেড়ে দেওয়ায় তোমার ব্রেনটা হয়তো গোলমাল করছে।

না। ওসব নয়। আমার ব্রেন ঠিক আছে। শুধু বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা চলে যাচ্ছে।

আমি কী করব বল তো?

বসে বসে ভাবো। সারাদিন ভাব। দেখ কিছু করতে পার কিনা।

আমি দিব্যকে নিয়ে আজই চলে আসছি এ ঘরে।

দিব্যটা আবার কে?

তোমার ছেলে।

ওর নাম দিব্য? কে রাখল?

শ্বশুরমশাই। দিব্যকান্ত। পছন্দ নয়?

www.MurchOna.com

বেশ নাম।

ওর মুখের দিকে রোজ কিছুক্ষণ চেয়ে থেক। দেখো তোমার সব অসুখ সেরে যাবে।

তাই নাকি ? তবে তুমি নিজে পাগল হয়ে যাবে বলে ভয় পাচ্ছ কেন ?

রেমি লজ্জায় হাসল। মাথা নেড়ে বলল, আর তেমন মনে হচ্ছে না। পাগলামি তুমি সারিয়ে দিয়েছ।

"যখন বাড়ি ফিরিলাম তখন বেশ ঘোরের মধ্যে আছি। চারিদিকে কিছুই ভাল করিয়া লক্ষ করিতেছি না। কেমন যেন এক অলীক পৃথিবীর স্বপ্নবৎ দৃশ্যাবলী আমাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। মনে মনে কেবল একটি প্রশ্নই গুঞ্জন তুলিতেছে, নিরুদ্দেশ যাত্রায় এক ক্ষুদ্র নৌকায় আমার প্রাণপ্রিয় কিশোর পুত্রটি কোথায় ভাসিয়া গেল ? যাহা আমার প্রিয়, যে আমার প্রিয় তাহাকেই কেন দেশের প্রয়োজন হইল ? কেন তাহাকেই গ্রাস করিল এই মহাপৃথিবী ?

"জানি এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর নাই। আমি চিরকাল মনে মনে আন্দোলন করিব, ভাবিব, কাঁদিব। কিন্তু আমার করার কিছুই থাকিবে না। আমরা তো ঘটনাবলীর নিয়ামক নাই। আমরা কর্তা নহি। ঘটনা আমাদের লইয়া ঘটে মাত্র।

"নানাভাবে নিজেকে স্তোক দিতে দিতে, আচ্ছন্ন হৃদয়ে এবং ক্লান্ত শরীরে ফিরিতেছিলাম। বাড়ির অনতিদূরে রাস্তার পাশে কিছু ঝোপঝাড়। হঠাৎ তাহার আড়াল হইতে এক ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিল। বেশ শক্ত পোক্ত চেহারা, পরনে পুলিসের পোশাক। লোকটা আসিয়া আমার পথ আটকাইয়া কহিল, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

"বিস্মিত হইয়া কহিলাম, কী কথা ?

"এখানে নয়, আমার সঙ্গে আসুন।

"আমার যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পুলিসকে ইদানীং সমীহ করিতে শিখিয়াছি। বুঝিয়াছি এই একটি জায়গায় বেশী ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করিলে মান লইয়া সংসারে বাস করা কঠিন হইবে। ইংরাজ কর্তারা ইহাদের কাঁধে ভর দিয়াই রাজ্য শাসন করিতেছে। কাজেই একটু দ্বিধার ভাব করিয়া কহিলাম, কেন বলুন তো।

"উনি সামান্য উষ্মার সহিত কহিলেন, বলার জন্যই আড়ালে নিয়ে যেতে চাইছি।

"আমার বাড়িতে অনেক ফাঁকা ঘর আছে। সেখানে বসে কথা বললে হয় না ?

"উনি এবার সামান্য হাসিয়া বলিলেন, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার মেয়ের বিয়ে, বাড়ি ভর্তি আত্মীয়স্বজন, সেই পরিস্থিতিতে বাড়িতে পুলিস গেলে নানা কথা উঠতে পারে। ভেবে দেখুন।

"ভাবিবার কিছু নাই। কথাটা যুক্তিযুক্ত। লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিলাম। আমি মানুষের মুখ দেখিয়া কিছুই অনুমান করিতে পারি না। আমার সেই ক্ষমতা নাই। কিন্তু এই লোকটির মুখে পুলিসসুলভ রূঢ়তা কিছু নাই। একধরনের ভদ্র বিচক্ষণতা ও গাম্ভীর্য আছে। বুকটা একটু কাঁপিতেছিল। বিপ্লবী পুত্রের পিতা হওয়া বড় কম বিপজ্জনক তো নয়।

"বলিলাম, চলুন।

"লোকটি আমাকে ঝোপের আড়ালে একটা ফাঁকা জায়গায় লইয়া গেল। জায়গাটি নির্জন। মুখামুখি দাঁড়াইয়া কহিল, কোথায় গিয়েছিলেন ?

"বিপদের গন্ধ পাইলাম। ঢোঁক গিলিয়া কহিলাম, আমার মেয়ের বিয়ে। কত কাজ। একটু

www.MurchOna.com

কাজে গিয়েছিলাম।

"মিথ্যাবাদী হিসাবে আমি নিতান্তই অপটু। তাই গলায় আত্মবিশ্বাস বা দৃঢ়তা ফুটিল না। অনেকটা দয়াভিক্ষার সুর বাহির হইল।

"লোকটা আমার দিকে কিছুক্ষণ স্থির চোখে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন তা আমি জানি।

"জানেন? বলিয়া বেকুবের মতো চাহিয়া রহিলাম।

"উনি কহিলেন, কৃষ্ণকান্তকে অ্যারেস্ট করা আমার পক্ষে শক্ত ছিল না। কিন্তু করিনি কেন জানেন?

"আমি মাথা নাড়িলাম, না।

"তিনি কহিলেন, একটি মাত্র কারণে। আপনার বাড়িতে একটা শুভ কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনি। কিন্তু আমি কৃষ্ণকান্তর গতিবিধি জানতে চাই। আপনি কি বলবেন?

"আমি ফাঁপরে পড়িলাম। কৃষ্ণ ধরা দিবে বলিয়াই রওনা হইয়াছে। কিন্তু এখানে নয়। আমি তাহার সেই পরিকল্পনা বানচাল করিব কেন? যদি এ লোকটা কৃষ্ণ ঢাকা পৌঁছাইবার আগেই তাহাকে গ্রেফতার করে? তাই কহিলাম, আমি জানি না। সে আমাকে কিছু বলেনি।

"লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সেটাই স্বাভাবিক। তবে সে বলে থাকলেও আপনি আমাকে কিছুতেই বলতেন না। তাই না?

"আমি নীরব রহিলাম।

"উনি ধীর স্বরে কহিলেন, ও যেখানে যেতে চায় যাক। আমার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু বিপদ কী জানেন? সর্বত্র কৃষ্ণের জন্য ফাঁদ পাতা আছে। হয় ধরা পড়বে, নয়তো মারা পড়বে। আমার এলাকা থেকে বেরিয়ে গেলেই যে পরিত্রাণ পাবে তা নয়।

"আমি কী বলিব! চুপ করিয়া রহিলাম।

"উনি গাঢ় স্বরে কহিলেন, ও কোথায় যাচ্ছে ইঙ্গিত দিলে ওর উপকারই হত।

"কী ভাবে?

আমি ওকে নিরাপদে সেখানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতাম।

"আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম। পুলিশকে বিশ্বাস নাই। ইহারা মিষ্ট কথায় নানা ছলে মানুষকে ভুলাইতে জানে। রামকান্ত রায়কেও দেখিয়াছি কখনো মিছরি কখনো ছুরি। তাই মাথা নাড়িয়া কহিলাম, আমি জানি না।

"লোকটা আর চাপাচাপি করিল না। শুধু কহিল, আপনার এবং আপনার বাড়ির সকলের ওপরেই পুলিশের নজর আছে। কাজেই একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন। আর কৃষ্ণর সঙ্গে যদি যোগাযোগ হয় তবে তাকে বলবেন, কিছুতেই যেন দিদির বিয়ের সভায় উপস্থিত না থাকে।

"আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। গলার স্বর ফুটিতেছে না।

"লোকটি চলিয়া গেলে আমি ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিলাম। কুঞ্জবনের যে রন্ধ্রটি দিয়া নির্গত হইয়াছিলাম সেইটি দিয়াই প্রবেশ করিলাম। ঘরে আসিতেই উদ্বিগ্ন মনু জিজ্ঞাসা করিল, দেখা হল?

তুমি সবই জানো তাই না?

না গো। তবে আন্দাজ করেছিলাম। কী বলল?

অনেক কথা। মনু, ফেরার সময় পুলিশের খপ্পরেও পড়েছি।

তারা কী বলল?

লোকটা ভাল না খারাপ বুঝলাম না। কৃষ্ণর খবর চাইছিল।

দিলে নাকি?

না। পাগল তো নই।

www.MurchOna.com

লোকটা কে ?

চিনি না।

বেশ লম্বা ছিপছিপে চেহারা। নিচের ঠোঁটে কাটা দাগ !

"লোকটাকে ভাল করিয়া লক্ষই করি নাই। এত ঘাবড়াইয়া গিয়েছিলাম যে, লক্ষ করিবার মতো মানসিক স্থৈর্য ছিল না। কিন্তু মনুর বিবরণ শুনিয়া মনে হইল, লোকটা ঐরূপই বটে। তাই কহিলাম, হ্যাঁ, চেন নাকি ?

ও মৃত্যুঞ্জয়। ওকে বললেও ভয় ছিল না।

কেন ?

স্বদেশীদের প্রতি ওর একটু দয়ামায়া আছে।

তা আমি কী করে জানব ?

না বলে ভালই করেছো। এবার কৃষ্ণের কথা একটু শুনি।

"আনুপূর্বিক সবই তাহাকে বলিলাম। সে মন দিয়া ছলোছলো চোখ করিয়া শুনিল। তারপর দুটি হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া কহিল, ধরা দিচ্ছে। ঠাকুর, দেখো।

ঠাকুর দেখবেন বলেই আমার বিশ্বাস। যদি না দেখেন তো ভবিতব্য মনু।

তোমাকে কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। শরীর ভাল তো !

ভালই। তবে বুকটা কাঁপছে, একটু ব্যথাও টের পাচ্ছি।

শোও। চুপ করে একটু শুয়ে থাকো।

না। অনেক কাজ।

কাজ তো কী ? একটা শক্ত অসুখ বাঁধালে কাজটা করবে কে ? বুকের ব্যথা খুব ভাল কথা নয়। ডাক্তারকে খবর পাঠাই।

লাগবে না মনু। ঠিক আছে, শুচ্ছি।

"শুইলাম। আমার হৃদযন্ত্র যে ঠিকমতো কাজ করিতেছে না তাহা টের পাইতেছিলাম। কিন্তু শরীর লইয়া আজ আর আমার মাথাব্যথা নাই। আমি এখনো স্বপ্নবৎ একটি ঘোরের মধ্যে বিরাজ করিতেছি। কৃষ্ণর মুখখানা চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। চোখে জল আসিল। বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। এত স্নেহ আমার কোথায় ছিল জানি না। আমার অন্য সন্তানদের কাহাকেও লইয়া আমার পিতৃত্ব এমন উথলিয়া উঠে নাই।

"মনু মাথার কাছে বসিয়া কহিল, বুকে একটু হাত বুলিয়ে দেবো ?

দাও।

"মনু নরম হাতে আমার বুক স্পর্শ করিয়া কহিল, তোমাকে নিয়ে আমার অনেক সাধ।

তাই নাকি ? সাধ কি বুড়োকে নিয়ে হয় ?

তুমি বুড়ো হলে আমিও তো বুড়ি। বয়সটা তো কথা নয়। যতদিন বাঁচি ততদিনই তো জীবন। মরার আগে অবধি তো আড়াছাড়ি নেই।

"একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, তা বটে। কিন্তু আমার কেবলই কেন মনে হয় বলো তো যে, আর বেঁচে থাকার কোনো মানেই হয় না ?

মানে হবে না কেন ?

কেবল মনে হয় যথেষ্ট বেশীদিন বেঁচে আছি। এবার বিদায় নেওয়াই ভাল। কে জানে কোথা থেকে আবার কোন দুঃখ বা আঘাত আসে।

এই ভয় তো তোমার চিরকালের। কিন্তু ভয় পেলে চলবে কেন ? ভয়ের কিছু নেই। তুমি কৃষ্ণর কথা বড্ড. বেশী ভাবো।

ভাবি। না ভেবে পারি না।

www.MurchOna.com

এবার আমাকেও একটু ভাবতে দাও। তোমার ভাবনার ভার নেবো বলেই না বউ হয়েছি।

ভাবনা কি ভাগ করা যায় মনু ?

ধরে নাও, মনু যখন ভাবছে তখন আমি একটু কম করে ভাবি না কেন। ওরকম মনে করলেই দেখবে দুশ্চিন্তা কমে যাচ্ছে।

চেষ্টা করব।

একবারটি ডাক্তার ডাকি ?

আবার ডাক্তার কেন ? তুমিই তো আমার ডাক্তার।

তা বটে। কিন্তু সামনে একটা শুভ কাজ, অনেক ঝাটুনি। একটু দেখিয়ে রাখা ভাল।

"চুপ করিয়া রহিলাম। মনু ডাক্তার ডাকিল। ডাক্তার আসিয়া বুক পরীক্ষা করিয়াই কহিল, করেছেন কী ?

কী হয়েছে ডাক্তার ?

প্রেশার ভীষণ বেড়েছে। একটু মোক্ষণ দরকার।

মোক্ষণ ! বলো কী ?

"ডাক্তার আমাকে বিশেষ আমল না দিয়া তাহার আসুরিক চিকিৎসার আয়োজন করিতে লাগিল। আমি ভয়ে কাঁটা হইয়া রহিলাম। ছেলে মেয়ে বউ নাতি-নাতনিরা আসিয়া ভীড় করিল। ডাক্তার ছুরি শানাইতে লাগিল।

"শরীরটা যে আমার ভাল নাই, অপরিসীম ক্লান্তি ও দুর্বলতা যে আমাকে আছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে তাহা টের পাইতেছিলাম। সারা শরীরে ঘাম, উত্তাপ। শ্বাস গরম। মাথা ঘুরিতেছে। বারবার চোখে অন্ধকার দেখিতেছি।

"মনু আমার ডান হাত শক্ত করিয়া ধরিল। ডাক্তার স্পিরিট দিয়া বাহুর উর্ধ্বদিকে একটা জায়গা ভাল করিয়া মুছিল। ছুরির আঘাত আমি টেরই পাইলাম না। শুধু শুনিতে পাইলাম একটি পাত্রে কলকল করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। কত রক্ত ঝরিল তাহা বলিতে পারিব না। হঠাৎ প্রগাঢ় এক নিদ্রাবেশ আসিল। আমি ঢলিয়া পড়িলাম।

"ঘুম ভাঙিল সকালে। শরীর অতিশয় দুর্বল। পাশ ফিরিবার সাধ্য নাই। শিয়রে ম্লানমুখী মনু উপবিষ্টা।

আমি কেমন আছি মনু ?

ভাল আছো। শুয়ে থাকো, উঠো না।

খুব ফাঁড়া গেল নাকি ?

গেল। ডাক্তার না ডাকলে কী যে হত।

কী আর হত।

খুব দুষ্টু হয়েছো। ডঙ্কা বাজিয়ে চলে যেতে সবাই পারে। সংসার দেখত কে ?

আমার সংসার আর কোথায় মনু ? তুমি ছাড়া আর কে আছে ?

আমি তো আছি। আমার প্রতি তোমার দায়িত্ব নেই ?

"হাসিলাম। কে কাহার দায়িত্ব লইয়াছে তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। এতকাল তো মনুর উপর নির্ভর করিয়াই কাটিল, বাকী জীবনটাও সেই ভাবেই যাইবে বলিয়া অনুমান করি। আমি আর তাহার কী ভার লইব। হাতটা বাড়াইয়া তাহার হাতখানা মুঠা করিয়া ধরিলাম। কী যে এক ভরসা ও শান্তি অনুভব করিলাম তাহা বলিবার নয়, স্পর্শমাত্রই যেন মনটা নির্ভরতা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের অনুষঙ্গ পাইয়া নাচিয়া উঠিল, আর কেহ না থাক, মনু আছে। মনু কাছে থাকিলে কিছুদিন বাঁচিয়া থাকা যায়।

"মনু আর একটু ঘন হইয়া বসিয়া কহিল, সারা রাত ওই মুখখানা দেখে দেখে কেটে গেল।

www.MurchOna.com

ভালবাসা কেমন হয় তা জানো ?

সারা রাত জেগে ছিলে ?

জাগব না ? এই তো আমার বাসর জাগা ।

জেগে থাকার দরকার ছিল কি ? আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম ।

কাল ডাক্তার কত রক্ত বের করে ফেলল শরীর থেকে । ভয়ে মরি । বুকের ব্যথাটা কেমন ?

টের প্যাচ্ছি না ।

শুয়ে থাকো । একদম উঠবে না । আমি বিছানাতেই তোমার সব করে দেবো ।

"আমি মাথা নাড়িয়া কহিলাম, শুয়ে থাকলে শয্যাকণ্টকী হয়ে যাবে মনু । আমার মেয়ের বিয়ে, ভুলে যেও না ।

যাইনি । কিন্তু আমি আছি, ছেলেরা আছে, তোমার অত ভাবনার কী ?

"ভাবনা লইয়াই জগৎ, ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি কোথায় ? বলিলাম, আমাকে না হলেও চলে জানি । কিন্তু বড় অস্থির লাগে ।

আজকের দিনটা বিশ্রাম করো ।

"করিলাম । প্রাতঃকৃত্যাদির পর নির্জন ঘরে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম । আমার এই দীর্ঘ বিশ্রামটির যেন প্রয়োজন ছিল । বিকাল গেল । ঘুম হইতে জাগিয়া আবার ঘুমাইলাম । অজান্তে দিন কাটিল রাত কাটিল ।

"যখন বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম তখন সানাই পোঁ ধরিয়াছে । মনু মৃদু হাসিয়া কহিল, এই তো ঝরঝরে লাগছে ।

"ম্লান হাসিলাম ।

"বিপদে পড়িলেই মানুষ চেনা যায়, এই সাবেকী কথাটি যে কত খাঁটি তাহার প্রমাণ আর একবার পাইলাম । বিশাখা ও শচীনের বিবাহ উপলক্ষে লোক জড়ো হইয়াছিল মন্দ না । আত্মীয় স্বজন কুটুম বয়স্য পরিচিত মিলাইয়া হাজার দেড়েক । তাহার উপর প্রজারা তো আছেই । আত্মীয় কুটুমদের কথাই বলি, যে-বিবাহ উপলক্ষে তাহারা আমন্ত্রিত সেই বিবাহ লইয়া কাহারো মাথাব্যথা নাই । মাথাব্যথা যত আমাকে ও মনুকে লইয়া । সকলেই কেবল আমাদের কথা ফুস ফুস গুজ গুজ করে, টিপ্পনী কাটে, তামাশা করে, এমন ভাবে তাকাইয়া থাকে যেন আমরা দুটি চিড়িয়াখানার কিম্ভূত জন্তু । জীবনে আমি কদাচ এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হই নাই । প্রবল অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম । সম্ভবত রক্তচাপ বাড়িল ।

"আমার তো সমস্যা একটি নহে । শ্লেষ বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইতেছে, পুত্রের জন্য দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে হইতেছে, শরীরও বেচাল । মনু শুধু মাঝে মাঝে কানে কানে বলিয়া যায়, একটু সহ্য করো । আর কটা দিন । আমরা তো চলেই যাবো ।

"বিবাহের দিন সকাল হইতেই ধুম লাগিয়াছে । আমি উপরের বারান্দায় একটি ইজিচেয়ারে বসিয়া সেই কর্মব্যস্ততা কিছু লক্ষ করিতেছি । মনু আছে । সে বহু যজ্ঞ সামলাইয়াছে, এটিও পারিবে । তাই দুশ্চিন্তা নাই । কিন্তু অস্বস্তি আছে । তাহাকে হয়তো অনেক কটুকাটব্য বিদ্রূপ ও অপমান সহ্য করিতে হইতেছে । গহনার অধিকার সে ছাড়ে নাই । বিশাখাই সুনয়নীর অবশিষ্ট গহনা পাইয়াছে । ইহা এক স্থায়ী অশান্তির কারণ হইয়া রহিল । কৃষ্ণকে সর্বস্ব উজাড় করিয়া দিতেছি, ইহা জানাজানি হইলে অশান্তি চরমে উঠিবে । কাশী গিয়াও পরিত্রাণ পাইব না ।

"বসিয়া বসিয়া এই সকল ভাবিয়া মনটা বিকল হইতেছিল । এক বয়স্কা আত্মীয়া উপরে আসিয়া কহিলেন, ও হেম, কেউ তো কাজ করছে না । যে যার ঘরে বসে আছে । বলি বিয়েটা ওতরাবে কি করে ?

www.MurchOna.com

কী হয়েছে ?

জানি না বাপু, কী সব রাগবাগ হয়েছে সকলের। তোমার মেয়েরা বউমারা কেউ ঘর থেকে বেরোচ্ছে না। কাজকর্ম দেখিয়ে দেবে কে ?

কেন, মনু নেই ?

সে তো কালীবাড়ি পূজো দিতে গেছে। একা মানুষের সাধ্যও তো নয়। কত লোক এসে কত কিছুর খোঁজ করছে।

মনু আসুক, আমি কী বলব ? কনককে খুঁজে দেখ। আজ সেই কন্যাকর্তা।

কনক তো বিদ্ধি করতে বসেছে। এ বেলা আর উঠতে পারবে না।

"একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম। স্পষ্টই অসহযোগ। কিন্তু আমার তো কিছু করিবার নাই। চোখ দুইটি মুদিয়া রহিলাম। কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।"

॥ ১০২ ॥

দরজা খুলে বৃদ্ধা স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন মুখে বললেন, আয়। মনে পড়ল তাহলে ?

মনু ঠাকুমা, আমি তোমার কাছে কিছু কথা জানতে এসেছি।

দরকার না হলে যে এই পোড়াকপালীকে তোদের মনে পড়ে না সে আমি জানি। আয় বোস এসে।

বাইরের ঘরে নয়, ভিতরের দিকের চিক-ঢাকা বারান্দায় একটা মোড়ায় রঙ্গময়ীর মুখোমুখি বসল ধ্রুব। রঙ্গময়ীর বাঁ হাঁটুতে কঠিন বাত। উঠতে বসতে কষ্ট হয়। কষ্টেই বললেন, পুরোনো কথা জানতে এসেছিস তো !

তা বলতে পারো।

আমার বাপু আজকাল মাথায় বুড়োমি ঢুকেছে। ভীমরতি না কী বলে। কিছু তেমন মনে থাকে না। যা জানতে চাস এইবেলা জেনে নে।

সত্যি করে বলবে আমার পিতৃদেবতাটি কেমন লোক ?

কী কথার ছিরি ছেলের ! আবার বেঁধেছে নাকি তোদের বাপ-ব্যাটায় ?

বাঁধলে বাঁধতেও পারে।

বাঁধলে যদি বাঁধতেই পারে তো গিয়ে ধুন্ধুমার লাগিয়ে দে না সোরাব-রুস্তমের কাণ্ড। আমার কাছে এসেছিস কেন ?

তোমার কাছে কিছু পয়েন্ট নিতে এসেছি। ঝগড়া করতেও তো কিছু পয়েন্ট লাগে ! তুমি যে টোপলা নিয়ে বসে আছো।

কিসের টোপলা রে বদমাশ ?

পুরোনো কথার। তুমি ছাড়া আর তো কেউ জানে না।

সে সব জেনে গিয়ে বাপের সঙ্গে লাগবি ?

ধ্রুব একটু হাসল, আমার যে জানা দরকার ঠাকুমা।

পুরোনো কথা অনেক শুনেছিস। আর শুনে ডানা গজাবে না।

তবু বলো। আমার একটা কথাই জানা দরকার। কৃষ্ণকান্ত কেমন লোক।

সেও তোকে অনেকবার বলেছি। কৃষ্ণর মতো মানুষ হয় না।

এই যে তোমরা বলো এতে আমার ভীষণ অবাক লাগে। কৃষ্ণকান্ত যদি এতই ভাল তবে আমি কেন লোকটাকে শ্রদ্ধা করতে পারিনি ? কেন লোকটাকে আমার ভণ্ড আর দাম্ভিক বলে মনে হয় ?.

www.MurchOna.com

ছিঃ ধ্রুব। ওসব কথা মুখে বা মনে আনাই পাপ। কৃষ্ণ যদি ভণ্ড তবে দেশে আর খাঁটি লোক একটাও নেই।

কেন ঠাকুমা, সেটাই বুঝিয়ে বলো।

আগে বল তোদের বাপে ব্যাটায় হয়েছেটা কী?

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, নতুন করে কিছু হয়নি, ভয় নেই। যা হয়ে আসছে তারই জের চলছে। বাইরে আমাদের ঝগড়া বা অশান্তি কিছুই নেই। হয়তো তোমার কৃষ্ণর মনেও কিছু নেই। শুধু আমার ভিতরেই লোকটা সম্পর্কে যত সন্দেহ।

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সেইসব দিনে যদি তুই থাকতি, দেখতি কৃষ্ণ কেমন মানুষ। ওইটুকু বাচ্চা ছেলে যেন দেশ কাঁপিয়ে দেওয়ার শক্তি রাখে। রামকান্ত রায়কে খুন করে পাবনায় পালিয়ে গিয়েছিল। ঢাকায় গিয়ে ধরা দিল। তাকে দেখতে গাঁ গঞ্জ ভেঙে পড়েছিল সেখানে।

সেসব শুনেছি। দিল্লীতে নিয়ে গিয়েছিল। ফাঁসি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পাবনার আশ্রম থেকে লোক গিয়ে কী সব কলকাঠি নেড়ে তাকে ছাড়িয়ে আনে।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বললেন, ছোট্ট করে বললি, কথাটা ফুরিয়ে গেল। কিন্তু সেদিন কী উত্তেজনা, কী তোলপাড়। তোর দাদু বোধহয় তিন দিন তিন রাত জলস্পর্শ করেনি, ঘুমোয়নি।

লোকটা যে হীরো ছিল তা তো আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু হীরোর মুখোশ আঁটা মানুষটার, ভিতরের কথা জানতে চাই।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বললেন, কৃষ্ণর ভিতর-বার আলাদা ছিল না কখনো, ও তো তোদের যুগের মানুষ নয়, তোদের দলেরও নয়।

আমরা কি খুব খারাপ ঠাকুমা?

তোর খারাপ হওয়ার কথা তো নয় দাদু। খারাপ হবি কেন? কৃষ্ণ যার বাপ সে কি খুব খারাপ হতে পারে কখনো? তবে তোকে যে ভূতে পেয়েছে সে কথাও সত্যি। নইলে ওসব ছাইপাঁশ গিলে মাতলামি করে বেড়াতে পারিস কখনো?

তুমি জানো না, আমি কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি।

সব জানি। ছেড়ে দিলি ভাল কথা, কিন্তু ধরেছিলি কেন? কোন দেবদাস রে তুই?

ধ্রুব একটু হাসল। কিছু বলল না।

রঙ্গময়ী বললেন, যদি ইচ্ছে ছিল না তবে মদ খেতি কেন? সেইজন্যই তো বলি তোদের ভিতর-বার এক নয়। তোরা কোন সাহসে কৃষ্ণর বিচার করিস?

নাঃ ঠাকুমা, তুমিও হিপনোটাইজড।

কৃষ্ণর কথাই শুনতে এসেছিস তো! শোন বলি, সে ভাবের মানুষ ছিল না, অলস চিন্তা করে সময় কাটানোর মানুষ ছিল না। সে সারাজীবন কাজ করেছে। জেল থেকে বেরিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাজে। ফের জেলে গেছে। বন্দী অবস্থাতেও সংগঠন করেছে। কত বদমাশ, পাজি, গুণ্ডা, চোর, ডাকাতকে স্বদেশী করে তুলেছে! প্রাণ হাতে করে চলতে হয়েছে তাকে। তোদের মতো বাবুগিরি করে সময় তো কাটায়নি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তোমার কৃষ্ণর চরিত্র তাহলে পালটাল কেন?

কে বলেছে পালটাল? তোরা তাকে বুঝতেই পারলি না বলে ওসব কথা বলিস। মন্ত্রী হয়েছিল বলে ওরই যেন সব দোষ। আমি তো বলি বাপু, কৃষ্ণর যা পাওনা ছিল তা দেশ ওকে দেয়নি। তোরা সেদিনের ছোঁড়া ওসব বুঝবি না। যা, গিয়ে মানুষটার পায়ের ওপর পড়ে থাক।

বলছো?

বলছি কি সাধে? বলাচ্ছিস বলে বলছি। ওর সম্পর্কে কেউ আকথা কু-কথা বললে তার জন্যই

www.MurchOna.com

আমার দুঃখ হয়। আহা বেচারা তো জানে না।

শোনো ঠাকুমা, আমি কৃষ্ণকান্তর মুখে কালি মাখাতে চাই না। সত্যিই চাই না।

তবে কী চাস ?

ঠিক তোমরা যে চোখে লোকটাকে দেখ সেই চোখেই দেখতে চাই। কিছুতেই সেটা পারছি না। আমারও ইচ্ছে হয় লোকটাকে শ্রদ্ধা করতে, ভালবাসতে। পারি না। কেন পারি না বলো তো !

সেটা তুই বোঝ গিয়ে। আমাকে জ্বালাস না।

তোমার নাতবউ রেমিও অসম্ভব ভালবাসে শ্বশুরকে। নিজের বাপের চেয়েও বেশি। আমি অনেক বলেও টলাতে পারিনি।

তবেই বুঝে দেখ কৃষ্ণ কেমন মানুষ।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, তুমি বা রেমি বা আর সবাই লোকটার কেবল একটি দিক দেখতে পাও, দিকটা আলোকিত। কিন্তু ওঁর একটা অন্ধকার দিকও তো আছে। তোমরা সেটা দেখতে পাও না কেন ?

কৃষ্ণর নামটাই কৃষ্ণ। তাছাড়া ওর মধ্যে আর কোনো অন্ধকার নেই। চিরকাল লোকে ওকে ঠকিয়েছে, ন্যায্য পাওনা দেয়নি, কলঙ্ক রটিয়েছে। কৃষ্ণ নির্বিকার। ভোগসুখ বলে ওর জীবনে কিছু নেই। কাশীতে গিয়ে আমার কাছে যখন ছিল তখন ভালমন্দ রেঁধে খাওয়াতে গেলে খুব বকত। বলত, দেশের লোক যতদিন····

আঃ ঠাকুমা, তোমার ঝাঁপ খুললে বন্ধ করা বড় মুশকিল।

তাহলে খোলাস কেন ? বোস, চা করে আনি। মুখখানা তো শুকিয়ে আমের আঁটি হয়েছে দেখছি।

চা দাও।

আর কী খাবি ?

যা দেবে।

রঙ্গময়ী কষ্টে উঠলেন। চা আর জলখাবার নিয়ে এসে ফের বসে বললেন, কী যে তোর হয় মাঝে মাঝে বুঝি না। বাপ যার অমন পিতৃভক্ত তার ছেলের এ দশা কেন হয় ?

ধ্রুব আস্তে আস্তে আনমনে খাচ্ছিল। জবাব দিল না। খাওয়া শেষ করে বলল, একটা কথা ঠাকুমা।

বল না।

অনেক ভেবেচিন্তে মনে হচ্ছে, আমারই কোথাও একটা ভুল হয়ে থাকবে, দোষ কৃষ্ণকান্তর নয়, আমার।

তোদের কারোই দোষ নয় দাদু। মনটাকে পরিষ্কার কর, বুঝতে পারবি। কৃষ্ণ কখনো দশজনেরটা মেরে নিজের ঘর গোছায়নি। বরং নিজেরটা দিয়ে দশজনকে খুশি করতে চেয়েছে। আমার তো মনে হয় কৃষ্ণর আর একটু স্বার্থপর হওয়া উচিত ছিল। তাতে ভাল হত।

ধ্রুব বসে রইল চুপ করে। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ঠাকুমা, নোটন এ বাড়িতে আসে ?

নোটন ! কেন বল তো !

বলোই না।

রঙ্গময়ীর মুখে ভ্রুকুটি দেখা দিল। মাথা নেড়ে বললেন, নোটনের অত সাহস নেই।

তুমি কি তাকে ঘেন্না করো ?

ঘেন্নার কাজ করে বেড়ালে তো ঘেন্না করাই উচিত।

তুমি কি জানো নোটনের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব উঠেছিল বলে···· ?

রঙ্গময়ী ধমক দিয়ে বললেন, সব জানি। পাপ।

www.MurchOna.com

তার মানে ?

নোটনের সঙ্গে তোর বিয়ে হয় নাকি ? আত্মীয়তায় আটকায় না ?

লতায় পাতায় আত্মীয় । সেকথা বলছি না । বলছিলাম বিয়ের প্রস্তাব উঠেছিল বলে তার দাদাকে কৃষ্ণকান্ত কী করেছিলেন জানো ? লোকটার আজও কোনো খোঁজ নেই ।

বললাম তো, সব জানি । কৃষ্ণ নিজে এসে জানিয়ে গেছে । ঠিক করেছে ।

দোষটা কী বলো তো !

বিয়ের প্রস্তাব তোলাই দোষের ।

নোটন যে জীবন যাপন করে তার জন্য কি সে দায়ী ? না দায়ী কৃষ্ণকান্ত ?

রঙ্গময়ী বার্ধক্যের তেজহীন দুই চক্ষু যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে ধ্রুবর দিকে চেয়ে বললেন, নোটনকে নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না । সে তার কর্মফল ঠিক ভোগ করবে ।

ধ্রুব ধীরে ধীরে উঠল । তারপর বলল, তুমি নোটনকে যত ঘেন্না করো কৃষ্ণকান্ত ততটা করেন না । তিনি নোটনকে···

ধ্রুব মাঝপথে থামতেই রঙ্গময়ী ব্যঙ্গের স্বরে বললেন, তিনি নোটনকে···বল, বল না, থামলি কেন ?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, তোমাকে বলা যাবে না । কিন্তু শুনে রাখো, তিনি নোটনকে আমার পিছনেও লেলিয়ে দিয়েছেন ।

রঙ্গময়ী অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, তাই যদি হয় তবে জেনে রাখ, ওর মধ্যেও কিছু মঙ্গল আছে ।

নোটন না তোমার নাতনী ? আত্মীয় ?

বটেই তো । এমন আত্মীয় যে পরিচয় দিতে ঘেন্না হয় । এখন বল তো ঘটনাটা কী ? নোটন তোকে পেল কোথায় ?

আর একদিন ঠাকুমা । আজ চলি ।

না বললে বলিস না । কিন্তু নোটনের মুখ থেকে কথা আমি টেনে বার করবই ।

ধ্রুব ম্লান হেসে বলে, তোমাদের নিয়ে পারা যাবে না ঠাকুমা, কিছুতেই পারা যাবে না । যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে দিস ওয়ার্ল্ড বিলংস টু কৃষ্ণকান্ত, ওনলি কৃষ্ণকান্ত । আমরা তোমাদের কাছে ফাউ, ফালতু । আজ চলি ঠাকুমা, আবার আসব ।

ধ্রুব বাড়ি ফিরল একটু গাঢ় রাতে । ঘড়িতে বোধ হয় দশটা । ফটকের ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল জগা । নিঃশব্দ শ্বাপদের মতো । বলল, এই ফিরলে ?

ফিরলাম । কিছু বলবে জগাদা ?

একটু ওপরে যাও । কর্তাবাবু তোমার জন্য বসে আছেন ।

হঠাৎ কী ব্যাপার ?

কি করে বলব ? আমরা চাকরবাকর মানুষ ।

চাকর বলে চিনতে পারছো নিজেকে এতদিনে ?

বরাবরই চিনি ।

চিনলে অনেকদিন আগেই নিজের ভিতরের চাকরটাকে নিকেশ করে কৃষ্ণকান্তর তাঁবেদারি ছেড়ে চলে যেতে । তুমি যে চাকর, তোমাকে যে চাকর করে রাখা হয়েছে সেটা বুঝতেই পারোনি ।

বুঝলাম । এখন ওপরে যাও । কর্তাবাবু তোমার জন্যই বসে আছেন । সকালের প্লেনে দিল্লি যাবেন । তাড়াতাড়ি ঘুমোনো দরকার । যাও ।

ধ্রুব ধীর পায়ে ওপরে উঠে কৃষ্ণকান্তর অফিসঘরে উঁকি দিল । কৃষ্ণকান্ত একখানা বই

www.MurchOna.com

পড়ছিলেন। চোখ তুলে তাকালেন।

কিছু বলবেন আমাকে ?

কৃষ্ণকান্ত স্মিত মুখে বললেন, এসো, ভিতরে এসো।

ধ্রুব খুব বিস্মিত পায়ে ঢুকল।

বোসো, বোসো।

ধ্রুব বসল।

কাল সকালে আমাকে একবার দিল্লি যেতে হচ্ছে।

জগাদা বলছিল।

ফিরব কবে তার ঠিক নেই। তারপর···

ধ্রুব অপেক্ষা করতে লাগল। কৃষ্ণকান্ত বেশ কিছুক্ষণ থেমে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, অনেক কাজ।

কাজ ! ধ্রুব প্রতিধ্বনি করল মাত্র। কৃষ্ণকান্তর কথাবার্তা তার বেশ অসংলগ্ন লাগছিল।

কৃষ্ণকান্ত স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, ছেলে দুটো বাইরে রয়ে গেল। লতুটার কথাও ভাবা দরকার।

ধ্রুব একটু ধৈর্যহীন গলায় বলে, আমাকে কি কিছু করতে হবে ?

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, সেইজন্যই ডাকা।

বলুন কী করতে হবে।

তোমার দাদা আর ভাইয়ের একটু খোঁজ নাও। ওদের চিঠিপত্র অনেককাল পাই না।

দাদাকে তো আপনি ত্যাজ্যপুত্র করেছেন।

আমার ত্যাজ্যপুত্র হলেও সে তোমার ত্যাজ্য ভাই তো নয়।

ঠিক আছে। খবর নেবো। লতুর কথা কী বলছিলেন ?

লতুর বিয়ে দেওয়া দরকার।

ও। সে ক্ষেত্রেই বা আমার করণীয় কী ?

করণীয় অনেক। যদি করো।

পাত্র দেখা তো !

হ্যাঁ। উপযুক্ত ঘর বর চাই। কাজটা সহজ নয়।

দেখব। আর কিছু ?

আপাতত তোমাকে নাসিক যেতে হবে না।

প্রোগ্রামটা কি ক্যানসেল হল ?

হল। ভেবে দেখলাম এসময়ে তোমাকে নাসিক পাঠালে এদিকে অসুবিধে দেখা দেবে। দিব্য এখনও ছোটো। তাকে নিয়ে বউমা অত দূরে যেতে পারবে না।

এখানে থেকে আমি কী করব ?

সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে।

তার মানে ?

তুমি একটা চাকরি করছো শুনেছি। চাকরি জিনিসটা আমার পছন্দ নয়। একটু বাঁধা কাজ, একটু বাঁধা মাইনে, ওতে মানুষ ক্ষুদ্র হয়ে যায়, খণ্ডিত হয়ে যায়, জীবনের স্বাদ পায় না। আমি কেমন চাই জানো ? কাজ অফুরন্ত, আয় অফুরন্ত, আয়ু অফুরন্ত। ইংরিজীতে একটা কৃপণ-কথা আছে, কাট ইওর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর ক্লথ। আর ঠাকুর ঠিক উল্টো করে বলতেন, কাট দি ক্লথ অ্যাকর্ডিং টু ইওর কোট।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

www.MurchOna.com

বোঝা সহজও নয়। যাক গে, সবটাই তোমার ওপর নির্ভর করে। তুমি চাইলে চাকরিই করবে, আমার সাজেশন যদি নাও তো বলব, ব্যবসা কর। একটা কোনো প্রোডাকশনে নামো। তাতে এমপ্লয়ী না থেকে নিজেই এমপ্লয়ার হতে পারবে।

ভেবে দেখব।

দেখ। আর একটা কথা।

বলুন।

বউমা খুব কান্নাকাটি করেছে আজ।

কেন ?

তোমার জন্য।

আমার জন্য ?

হ্যাঁ। প্রথমে আমাকে বলতে চায়নি। কিন্তু শেষ অবধি একটু বলেছে। তোমার নাকি একটা ডেথ উইশ হয়েছে আজকাল।

ধ্রুব চোখ নামিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, ওটা কিছু নয়।

কৃষ্ণকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তাহলেই মঙ্গল। বাবা হয়েছো দায়িত্বও অনেক। মরলেই মরা যায় বটে, কিন্তু সেটা প্রকৃতির আইন নয়, জৈবিক চাহিদাও নয়। বাবা পিতামহের কাছ থেকে পাওয়া এই জীবন যতটা সম্ভব প্রলম্বিত করাই হচ্ছে জৈবিক আকৃতি। বউমা আমার কাছে কথাটা ভেঙেছে বলে তাকে আবার বকো না, সে বড় নরম মানুষ। পাজি হলে চেপে রাখতে পারত।

আজ্ঞে।

সে তোমার অতিশয় অনুগত। নিশ্চয়ই সেটা টের পাও ?

ও সব কথা থাক।

আচ্ছা থাক, যে কথাটা বলছিলাম। কাল দিল্লি যাচ্ছি বিশেষ একটা কাজে। খুব ব্যস্ত থাকব। হয়তো আমার চিঠিপত্র পাবে না। ফিরতেও দেরি হবে। সেক্ষেত্রে তোমাকে কিছু দায়িত্ব নিতে বললে অসন্তুষ্ট হবে না তো !

ধ্রুব এবার কৃষ্ণকান্তর দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করতে চেষ্টা করল। কৃষ্ণকান্তকে বেশ প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। দিল্লিতে একটা বড় রকমের অফার আছে নিশ্চয়ই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব নাকি ? সেটাই সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী এবং হাই কম্যাণ্ডের সঙ্গে সম্ভবত একটা আঁতাত হয়েছে।

ধ্রুব বলল, অসন্তুষ্ট হব কেন ?

জগা রইল, অন্য সবাই রইল। বউমা তো আছেই।

ঠিক আছে।

এখনই উঠো না। একটু বসো।

ধ্রুব অপেক্ষা করল। কৃষ্ণকান্ত তাঁর দেরাজের চাবি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটা রাখো। নিচের দেরাজে আরও কিছু চাবি পাবে। আলমারি, সিন্দুক এই সবের।

এগুলো আমাকে দিচ্ছেন কেন ?

যদি দরকার হয় ?

আপনার সব জিনিস, আমি হাত দিতে যাব কেন ?

হাত দেওয়ার কথা বলিনি। চাবি নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোন মানে হয় না বলে তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। রাখো।

অনিচ্ছের সঙ্গে ধ্রুব হাত পেতে চাবি নিয়ে বলে, আর কিছু বলবেন ?

হ্যাঁ। এনিমি প্রপার্টির কিছু টাকা পেয়েছি। সেটা ক্যাশ করে আলমারিতে রাখা আছে। যদি

www.MurchOna.com

কোন ব্যবসার কথা ভাবো তাহলে নিও। আমার অনুমতি দেওয়া রইল।

সে টাকা নিয়ে আত্মীয়দের কি সব ঝামেলা চলছে না?

এখন আর নেই। ঝামেলা হলেও গ্রাহ্য করো না। টাকা আমার। ওরা প্রাপ্যের অনেক বেশি আমার কাছ থেকে পেয়ে এসেছে।

ঝামেলা আমার ভাল লাগে না।

কৃষ্ণকান্ত একটু হেসে বললেন, এ ব্যাপারে আমি আর কিছু বলতে চাই না। তবে তোমার যদি ইচ্ছে করে তাহলে আত্মীয়দের ওই টাকা থেকে কিছু ভাগ দিতেও পারো। তাতে তোমার সুনামই বৃদ্ধি পাবে।

আমার সুনাম নেই।

আমারও বোধহয় নেই। তবে সৎকাজ করে গেলে একদিন না চাইতেও সুনাম হয়ে যায়। প্রসঙ্গটা থাক। মোট কথা যা ভাল বুঝবে করবে। আমি দূরে যাচ্ছি, সেখানেই থাকতে হবে আপাতত। নিজের বুদ্ধি বিবেচনা খাটিয়ে চলো।

আচ্ছা।

এবার যাও। বিশ্রাম করো।

ধ্রুব উঠল। ঘরে আসবার পথে সে ভারী অন্যমনস্ক রইল। কৃষ্ণকান্ত কি সত্যিই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হচ্ছেন?

"বিশাখার বিবাহই বোধহয় আমার জীবনের শেষ শুভ কাজ। কারণ, আমার কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণকান্তর বিবাহ আমি দিয়া যাইতে পারিব বলিয়া ভরসা করি না। স্বদেশী ও সন্ন্যাসী কৃষ্ণকান্ত আপাতত ঢাকার পথে। সেখানে সে আত্মসমর্পণ করিবার পর কী হইবে তাহা ঠাকুর জানেন। ফাঁসী যদি নাও হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কি ঠেকানো যাইবে? লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতেছি, তাহাকে বেশ কিছুদিন হাজতবাস করিতে হইবে। সে গেল এক কথা। তাহার উপর পুত্রের মতিগতি দেখিয়া বুঝিতেছি, সংসারধর্ম পালন করিবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাহার নাই এবং অদূর ভবিষ্যতে হইবেও না। আমার আয়ুর বেষ্টনী দিয়া আমি আর তাহার জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। তাই ধরিয়া লইয়াছি, বিশাখার বিবাহই আমার জীবনের শেষ শুভ কাজ। কাজটি নির্বিঘ্নে সমাধা হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা।

"এই কাজে বাধা পড়িলে মর্মপীড়ার কারণ হইতেই পারে। আমার প্রতি পুত্র কন্যা ও পুত্রবধূদের বিরাগের ভাবটি তাহারা গোপন রাখে নাই, স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করিয়াছে। মনুর প্রতি আমার গোচরে ও অগোচরে আরো কত লাঞ্ছনা বর্ষিত হইতেছে তাহা জানি না। মনুও আমাকে খুলিয়া বলিবে না। কিন্তু সংসারের বদ্ধ জলাশয়ে সফরীর ন্যায় ক্ষণ ও ক্ষুদ্রজীবী এইসব আত্মীয়েরা যে আমার সত্তা, আমারই শোণিত ধারণ করিয়া আছে তাহা ভাবিলে নিজের প্রতিই ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। আমি অপরাধ যদি বা করিয়া থাকি তাহার দণ্ড বিশাখাকে পাইতে হইবে কেন?

"অপটু শরীর লইয়াই উঠিলাম। ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিবাহের আয়োজন দেখিতে লাগিলাম। পূবের চওড়া বারান্দায় কনককান্তি পুরোহিতের সামনে বসিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতেছে। নিচের উঠানে জেলেরা মস্ত মস্ত মাছ আনিয়া ধড়াস ধড়াস করিয়া ফেলিতেছে। বিশাল আকৃতির ঝকঝকে বঁটিতে তাহা চোখের পলকে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ঝুড়িতে স্তূপাকৃতি হইতেছে। উঠানে, বাহিরের মাঠে শামিয়ানা টাঙানোর শেষ পর্ব চলিতেছে। ফটকের উপর নহবৎখানায় সানাই বাজিয়া চলিয়াছে। বাহির হইতে

www.MurchOna.com

দেখিলে কোনো গণ্ডগোল নাই, সবই সুশৃংখল ভাবে চলিতেছে। এস্টেটের পুরাতন ও বিশ্বস্ত কর্মচারিরা বুক দিয়া খাটিতেছে এবং তত্ত্বাবধান করিতেছে। গরুর গাড়ি করিয়া কত যে জিনিস এখনো আসিতেছে তাহা হিসাব করিতে পারি না। তবু এইসব আয়োজনের আড়ালে একটি উলটা ধারাস্রোতও বহিতেছে। স্ত্রী-আচার হইতেছে না, বা প্রতিবেশিনী কতিপয় স্ত্রীলোকের উদ্যোগে ক্ষীণভাবে হইতেছে। উলুধ্বনি শোনা যায় না। গাত্র-হরিদ্রার উদ্যোগ নাই। বিশাখা সম্ভবত একা ঘরে বসিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতেছে। মনুর মাকে ছোটাছুটি করিতে দেখিলাম, কিন্তু সে মনুর মা বলিয়াই মহা অপরাধী। তাহাকে কে আমল দিবে?

"জীমূত কোথায় গিয়াছে জানি না। হয় কাজেই কোথাও গিয়াছে বা কাজের নাম করিয়া গা-ঢাকা দিয়াছে। জামাই বাবাজীবনদেরও পাত্তা নাই।

"হতাশভাবে কাছারির বারান্দায় দুর্বল শরীরে বসিয়া পড়িলাম। একজন বৃদ্ধ কর্মচারী শশব্যস্তে আগাইয়া আসিয়া কহিল, কর্তাবাবু, একখানা চেয়ার বের করে দিই।

"মাথা নাড়িয়া কহিলাম, চেয়ারের দরকার নাই। শোন, আমার বাড়িতে এয়োর কাজ করার লোক নেই। আমি চাই, এস্টেটের কর্মচারীরা প্রত্যেকেই নিজের স্ত্রী, মা এবং বয়স্কা আত্মীয়াদের এখনই নিয়ে আসুক। এটা আমার দায় বলে জেনো। এ দায় উদ্ধার করতেই হবে।

"সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কহিল, যে আজ্ঞে।

"আমি আবার কহিলাম, বেশি দেরী যেন না হয়।

"সে অনুগতের মতো মাথা নাড়িয়া কহিল, যে আজ্ঞে।

"সে চলিয়া গেল। আমি ক্লান্তভাবে বসিয়া রইলাম। এয়োর অভাব হইবে না, কিন্তু তবু মন শান্ত হইতেছে না। পাড়া প্রতিবেশী দিয়া কি সব কাজ হয়?

"ক্লান্তির ভার লইয়াই উঠিলাম। অন্দরমহলে এক দাসীকে দিয়া আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সবিতার কাছে এত্তেলা পাঠাইয়া নিজের ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

"থমথমে মুখ লইয়া সবিতা আসিল। চক্ষু নত রাখিয়া বলিল, ডেকেছেন?

"হ্যাঁ। তোমরা সব কী করছ? এত বড় আয়োজন, একটু দেখাশোনা করার লোক নেই।

আমরা তো দেখাশোনা করতেই চাই। কিন্তু মানমর্যাদা বলেও তো একটা কথা আছে।

তার অর্থ কী? তোমাদের মানমর্যাদার হানি হল কিসে?

আপনি অসুস্থ ছিলেন তাই জানেন না। আমরা এসে অবধি দেখছি এ বাড়িতে একজনেরই আধিপত্য। আমরা যেন কেউ কিছুই নই।

সেই একজন কি মনু?

পুরুতের মেয়েকে আস্কারা দিয়ে আপনি মাথায় তুলেছেন। চিরকাল আমাদের এঁটোপাত কুড়িয়ে ওদের সংসার চলেছে। কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখালে যা হয়।

সে কি তোমাদের কোনো অমর্যাদা করেছে?

অনবরতই করছে। আপনি তাকে ঘরে স্থান দিয়েছেন শুনেছি, কিন্তু সে কোন অধিকারে ঘরে ঢোকে তা আমাদের জানা নেই।

অধিকার তার একটু আছে।

আমরা তা কী করে জানব? আপনি তাকে বিয়ে করেছেন বলে সে শতমুখ করে লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বিয়ের কোনো সাক্ষী নেই, নিমন্ত্রণপত্র নেই, শহরের লোকেও বিয়ের খবর কেউ রাখে না। সুতরাং লোকে যা খুশি তা বলেও বেড়াচ্ছে। পাঁচজনের কাছে আমরা মুখ দেখাতে পারছি না।

তোমরা কি এখানে আসবার আগে খবর পাওনি?

আপনি কি আমাদের জানিয়েছেন?

www.MurchOna.com

জানাইনি ঠিকই, তবে—

আপনি একজন নষ্টচরিত্রের মেয়েমানুষকে ঘরে ঠাঁই দেবেন জানলে আমরা বিশাখার বিয়েতে আসতাম না। আপনার জামাইরাও অত্যন্ত লজ্জায় পড়েছেন।

"নিজেকেই কহিলাম, ধীরে রজনী ধীরে, উত্তেজিত হইয়া লাভ নাই, ক্রুদ্ধ হইলে ব্যাপার আরো বহুদূরে গড়াইবে। কিন্তু বাহিরে ক্রোধ বা উত্তেজনা প্রকাশ পাইতে না দিলেও আমার ভিতরে ঝড় বহিতেছিল। বুকে আবার চাপ ও মৃদু বেদনা অনুভব করিতেছি। সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমারই তো কন্যা, ইহার শিরায় আমারই রক্ত প্রবহমান। এত কঠিন কথা ইহার মুখ হইতে বাহির হইল কিরূপে?

"মৃদুস্বরে কহিলাম, তোমার কথার জবাব দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। তবে মনুকে নিয়ে তোমরা আন্দোলন কোরো না। তাকে আমি অগ্নি ও শালগ্রাম সাক্ষী রেখেই বিয়ে করেছি। কিন্তু তার বিচার পরে হতে পারবে। বিশাখার বিয়ে তো আর ফিরে আসবে না।

আমাদের আপনি কী করতে বলেন?

ব্যাপার-বাড়িতে কত কাজ!

বললাম তো, কাজ করতে আমাদের কেউ ডাকেনি। আপনার মনুই যখন সব দিক সামলাচ্ছে, এখন আমাদের আর কিসের দরকার?

বউমাদেরও কি তাই মত?

জানি না। আপনি তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তবে আমি আজই শ্বশুরবাড়ি রওনা হয়ে যাচ্ছি। সেখানেও এসব কেলেঙ্কারির কথা পৌঁছবে। কি করে যে শ্বশুর শাশুড়ির কাছে মুখ দেখাব তা জানি না।

বিশাখার মুখের দিকে চেয়েও আজকের দিনটা থাকতে পারবে না?

কারো মুখের দিকে চাইতেই আর প্রবৃত্তি নেই। এ বাড়িতে পা দেওয়াই পাপ। বংশের মুখে এমন চুনকালি পড়বে তা জানতাম না।

"আজ আমি আর সেই হেমকান্ত নাই যে অল্প আঘাতেই আহত হইবে! নানা দাগা খাইয়া পরিণত বয়সে আজ আমি একটু শক্তপোক্ত হইয়াছি। কিন্তু আমার বুকের বাথাটা চাগাড় দিতেছে। রক্তচাপ বাড়িতেছে। চেয়ারের হাতলটা শক্ত করিয়া ধরিয়া কহিলাম, যদি যেতে হয় তবে যাবে। আমি আটকাবো না। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম তোমাদের অসহযোগিতাটা কেন। এখন জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

"সবিতা বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল। আমি একাকী বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিলাম। শরীরটা বড় দুর্বল লাগিতেছে। মাথাটা ঘুরাইতেছে। চোখে অন্ধকার দেখিতেছি। বারান্দায় কাহার পদশব্দ পাইলাম। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিলাম, ওরে, কে আছিস? মনুকে একটু খবর দে।

"খবর দিতে হইল না। মনু নিজেই সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। পরণে চওড়া লালপেড়ে গরদ। মুখখানি উপবাসে ক্ষীণ, তবু জ্যোতির্ময়ী। হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া কহিলাম, আমার শরীর আবার খারাপ লাগছে।

"মনু আসিয়া আমাকে ধরিল। তারপর আর কিছু মনে নাই।

"মরিবার আর একটি মাহেন্দ্রক্ষণ নিকটে আসিল। কিন্তু মরিলাম কই? মানুষ কখন মরিবে তাহার কোনো স্থিরতা নাই। কিন্তু আমার মনে হইতেছে ঠিক সময়ে মরিতে পারাটাও এক মস্ত বড় সাধনার বস্তু। আমরা মরিতে জানি না।

"যখন জ্ঞান ফিরিল তখন আমার চারিদিকে ভিড়। ডাক্তার গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে। বুক কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

"কে প্রশ্ন করিল, কেমন আছেন?

www.MurchOna.com

"কহিলাম, ভাল। বেশ ভাল। প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।

"ডাক্তার কহিল, প্রায়শ্চিত্ত আপনার একার কেন। আমাদেরও। এবার বলুন তো কী হয়েছিল ?

কিছু না। বসে ছিলাম। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।

হলে ভাল। মনে রাখবেন, আপনার শরীরে দু দুটো ফেটাল অসুখ। ব্লাডপ্রেশার আর হার্ট ট্রাবল। কোনোরকম রিস্ক নিলে কিন্তু বিপদে পড়বেন।

আমার তো এসব রোগ কোনোদিন ছিল না ডাক্তার।

শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্। শরীর থাকলে রোগ ভোগ আছেই। একটু সাবধানে থাকবেন।

"বিছানার চারদিকে জমায়েত লোকজনের মধ্যে হঠাৎ সবিতাকেও দেখিতে পাইলাম। সে এখনো যায় নাই। সর্পিল কঠিন এক চোখে আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমার মৃত্যু কামনা করিতেছে কি ? আহা, তাহার বাসনা কেন যে ঈশ্বর পূরণ করিলেন না !

"ডাক্তার বলিল, আপনার এখন ফুল রেস্ট দরকার। বিশাখার বিয়ে না হলে আমি ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যেতাম। তা অবশ্য করছি না। কিন্তু এখন ঘণ্টা কয়েক আপনি একদম নড়াচড়া করবেন না। বিয়ের সময়ে আপনাকে ধরাধরি করে অসরে নিয়ে যাওয়া হবে। খবর্দার সিঁড়ি ভাঙবেন না কিন্তু। শরীর খারাপ বোধ করলেই শুয়ে পড়বেন এসে।

ঠিক আছে, তাই হবে।

"ডাক্তার চলিয়া যাইবার আগে সকলকে সাবধান করিয়া গেলেন, কোনো কারণেই যেন আমাকে বিরক্ত করা না হয়। এই সাবধানবাণী শুনিয়া ধীরে ধীরে সকলে বাহির হইয়া গেল। রহিল শুধু মনু। সে যথারীতি আমার মাথায় হাত বুলাইতেছিল।

"আমি কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া মটকা মারিয়া পড়িয়া রইলাম। বুকে ক্ষীণ হইলেও ব্যথাটা আছেই। রক্তের চাপও যে বেশি তাহাও অনুভব করিতেছি। চোখ বুজিয়াই ডাকিলাম, মনু। বলো।

আমরা কবে কাশী যাবো ?

যেদিন তুমি যেতে চাও।

আমি তো আজই যেতে চাই।

আজ তো আর হয় না। বউভাত মিটে যাক, তার পরেই।

আজ যে হয় না তা জানি। একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

এখন একটু চুপ করে শুয়ে থাকো। কথা পরে হবে।

না, জরুরী কথা।

বলো।

আমরা বিয়েটা না করলে কী হত ?

কেন গো, কেউ কিছু বলেছে ?

তোমাকেও তো বলে।

আমাকে বলে বলুক। তোমাকে বলেছে কিনা বলো।

বলেছে।

কে ? সবিতা নাকি ?

তুমি কী করে জানলে ?

কালীবাড়ি থেকে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখলাম সবিতা ঝড়ের বেগে নেমে যাচ্ছে। এসে দেখি তোমার এই অবস্থা।

"চুপ করিয়া থাকিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিলাম, ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ আমাদের মনু।

দোষ ! দোষ হবে কেন ? ওসব কথা ভেবো না। যত ভাববে ওর থৈ পাবে না। ঘুমোও।

www.MurchOna.com

মাথাটাকে একটু শান্তি দাও।

আজকের দিনটায় ওরা যদি কেউ বিয়ের উৎসবে যোগ না দেয় তাহলে কেমন দেখাবে বল ? লোকে ভাববেই বা কি ?

আবার কথা বলছো ! ডাক্তারবাবু কী বলে গেলেন মনে নেই ?

ডাক্তার কি আর ঘরের কথা জানে ? ওরা চোখ বুজে নিদান দেয়. বিশ্রাম করুন, দুশ্চিন্তা ভাববেন না।

কী বলব বলো ? তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারি এমন কথা আমার জানা নেই । তবে আমার একবারও মনে হয়নি যে বিয়ে করে আমরা ভুল করেছি।

ভুল যে করিনি তা বুঝিয়ে দিতে পারো ?

পারি। তবে কথা দিয়ে নয়। কথায় কি সব হয় গো ? তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যতদিন বাঁচবো ততদিন ধরে তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করবো যে, বিয়ে করে আমরা একটুও ভুল করিনি।

"আজ কাশীতে বসিয়া অনেক বিলম্বে সেদিনের কথা লিখিতেছি। লিখিতে লিখিতে মনটা স্নিগ্ধ হইতেছে। আজ আমারও মনে হয়. কিছুমাত্র ভুল করি নাই। মনুকে বিবাহ করিয়া আমি ঠিকই করিয়াছি। বঙ্কিমবাবুর সেই লাইনটি মনে পড়িতেছে, আমরা একই বৃক্ষের দুটি ফুল। চন্দ্রশেখর একটি ফুল ছিঁড়িয়াছিলেন। আমার ক্ষেত্রে পুষ্পটি বড় বিলম্বে ফুটিয়াছে

"বিবাহসভায় ঘটা হইয়াছিল মন্দ নহে। আমার বিরূপ আত্মীয়স্বজনেরা কিছু নিষ্প্রভ ছিল। কিন্তু অভ্যাগতের সমাগম আমার কলঙ্ক সত্ত্বেও বড় কম হয় নাই। সানাইয়ের উচ্চকণ্ঠে ভীড় উপচাইয়া পড়িতেছিল। বিবাহ বাসরের একপার্শ্বে কয়েকখানা চেয়ারে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমাসীন। গোলাপজল ও আতরের গন্ধে চারিদিক ম ম করিতেছে। কলকোলাহলে অনুষ্ঠান পরিপূর্ণ। ভিতরে ভিতরে কীটের দংশন হয়তো ছিল

"রাজেনবাবু আমার পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ নিম্নস্বরে কহিলেন, আপনার আত্মীয় কুটুম্ব বোধহয় খুব খুশি নন ?

না। খুশি হওয়ার কথাও নয়।

"রাজেনবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, জানি। বুঝিও সব। আপনার এই অপমানের জন্য আমি নিজেও খানিকটা দায়ী।

ও কিছু নয়। সংসার বিচিত্র জায়গা।

তা বলে আমি নিজেকে অপরাধী ভাবছি না। রঙ্গময়ীর সঙ্গে আপনার বিয়ে হওয়াটার পিছনে একটা কারণ ছিল।

আপনি তো আমাকে তাও বলেছেন।

আপনার আত্মীয়দেরও কারণটা আমি বুঝিয়ে বলতে চাই।

তার দরকার কী ? ওরা বুঝতে চাইবে না।

"রাজেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, সে কথাও ঠিক। এ সংসারে যে যার নিজের সুবিধেমতো ঘটনাবলীর অর্থ বা ব্যাখ্যা করে নেয়। আমরা আমাদের মতো ব্যাখ্যা করেছি। ওরা ওদের মতো করবে। কিন্তু আমি ভাবছি, আপনার মানসিক চাপের কথা। আপনাকে অনেক সইতে হচ্ছে তো! শরীরটাও তাই বোধহয় খারাপ!

শরীর সেরে যাবে। এখন ভালই আছি। আমার কোনো অনুশোচনা নেই।

"রাজেনবাবু একটু কী ভাবিলেন। তারপর বলিলেন, শচীনকে আপনি কতটা চেনেন জানি না। তবে বলি ওর চিন্তা ভাবনাগুলো আমাদের মতো নয়। খুব আধুনিক ধ্যানধারণার ছেলে। দৃষ্টিটাও স্বচ্ছ। আপনার সঙ্গে যে রঙ্গময়ীর বিয়ে হওয়াটা দরকার তা ওই আমাদের বুঝিয়ে দেয়।

আপনার ছেলেটি বস্তুবিশেষ।

www.MurchOna.com

আপনাদেরই আশীর্বাদ।

"সেদিন রাজেনবাবুর উক্তি বড় স্বাদু লাগিয়াছিল। রাজেনবাবু আমাদের ত্যাগ করেন নাই। তিনি সমর্থন জানাইয়াছেন, মন্দার বাজারে সেইটুকুরই তো অনেক দাম।

"অনেক রাতে শয্যাগ্রহণ করিলাম। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ ঠাসিয়াছে। মনু তখনো আসে নাই। একাই ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুম ভাঙিল মাঝরাতে। আমার পাশে শুইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মনু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। মনুকে ইদানীং কাঁদিতে দেখি নাই। তাহার কান্নার রকমটাই জানি না।

মনু, কাঁদছো কেন?

ওরা তোমাকে ওরকম করে কেন?

কারা কিরকম করে?

তোমার ছেলেমেয়েরা?

করুক। তুমিই তো বলেছ ওসব গ্রাহ্য না করতে।

বলেছি, কিন্তু তুমি তো আর সে কথা শুনছো না!

শুনছি তো। আর ভাবছি না।

তোমার শরীর ভাল নেই, জেনেও ওরা কেন যে—

তুমি কেঁদো না মনু। তুমি কাঁদলে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়।

সেইজন্যই তো লুকিয়ে কাঁদছিলাম।

লুকিয়েও কেঁদো না। স্বামী-স্ত্রীর দুজনের মধ্যে একজনকে অন্তত শক্ত হতেই হয়।

সব মানি। কিন্তু ওদের কথায় তোমারও সন্দেহ হচ্ছে আমাকে বিয়ে করে ভুল করেছ কিনা!

সন্দেহ নয় মনু। ভুল যে করিনি তার একটা অ্যাসুয়ারেন্স তোমার কাছ থেকে পেতে চাইছিলাম।

তোমার সন্দেহ হলে আমারও যে পায়ের তলায় মাটি থাকে না।

কাশী কবে যাচ্ছি আমরা?

কবে যেতে চাও?

দ্বিরাগমনের পর চলো।

তাই হবে।

শচীনকে সব বুঝিয়ে দিতে কদিন সময় লাগবে।

"আর দুজনের ঘুম হইল না। সারা রাত্রি আমরাও নানা কথা কহিয়া একরকম বাসর জাগিল।

"বউভাতের জন্য কেহ অপেক্ষা করিল না। বিবাহের পরদিনই আত্মীয়রা বিদায় লইল। কুটুম্বেরা কিছু রহিল। কিছু গেল। তবে বাড়ি অনেক ফাঁকা হইয়া গেল।

"দ্বিরাগমনের পর একদিন শচীনকে ডাকাইয়া উইল পাকা করিলাম। স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তিই পাইবে কৃষ্ণকান্ত। আপাতত শচীন কেয়ারটেকার থাকিবে। যদি কৃষ্ণকান্ত দখল না লয় তবে জ্যেষ্ঠ দুই পুত্রের উপর সকল সম্পত্তি বর্তাইবে।

"আর এই জায়গা ভাল লাগিতেছিল না। সব বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়াছে। একদিন শুভ লগ্ন দেখিয়া আমি ও মনু কাশী রওনা হইলাম।

"ইহাই বনগমন কিনা জানি না। বন মানে তো বৃহৎ। পৌরাণিক আমলে বৃদ্ধবয়সে বৃহৎ সংসারের অর্থাৎ দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করা বিধি ছিল। জঙ্গলে যাওয়ার বিধান বলিয়া অনেকে ভুল করেন। যাহা হউক, আমার এই কাশী গমনটি জঙ্গল বা বৃহৎ কোনোটাতেই গমন নয়, ইহা কেবল পলায়ন।

"আজ কাশীর উত্তরবাহিনী গঙ্গার ধারে আমাদের নাতিবৃহৎ বাড়ির দ্বিতলে জানালার পাশে বসিয়া এই ডায়েরী লিখিতে লিখিতে মনে হইতেছে, জীবনটা বড়ই করুণ-মধুর।

www.MurchOna.com

"পৃথিবীতে আমার কোনো কীর্তি নাই, বৃহৎ ত্যাগ নাই, যশ নাই। আমি একরূপ আত্মগোপনকারী পলায়নবাদী কাপুরুষ মানুষ। কিন্তু মানুষ তো এক প্রজন্মের নহে। সে যেমনই হোক তাহার উত্তরাধিকারী, বংশপরম্পরার ভিতর দিয়া তাহার রেশ চলিতে থাকে। পুত্রের ভিতর দিয়া পিতাই তো জন্ম লাভ করে। আজ মনে হইতেছে আমি যদি কৃষ্ণকান্তর ভিতরে একটুখানিও জন্ম লইয়া থাকি তবেই জীবন সার্থক হইবে।

"খবরের কাগজে আকস্মিকভাবে একদিন কৃষ্ণকান্তর নাম দেখিতে পাইলাম। স্বদেশী নেতা কৃষ্ণকান্ত চৌধুরি বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলেও তাহার তরুণ বয়সের কথা বিবেচনা করিয়া মাত্র পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

॥ ১০৪ ॥

গুজবটা কি করে ছড়াল কে জানে। কিন্তু খবরের কাগজে একদিন বেশ ফলাও করে ছাপা হল, কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব পাচ্ছেন। হাই কম্যান্ডের সঙ্গে তাঁর আঁতাত হয়ে গেছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে তিনি শীঘ্র দিল্লি যাচ্ছেন।

খবরটা ছাপা হওয়ার পর আত্মীয়, বন্ধু ও পরিচিত মহলে একটা উল্লাসের হাওয়া বয়ে গেল। সর্বভারতীয় এই পরিচিতি কৃষ্ণকান্তর তো পাওনাই ছিল। দেশের জন্য তিনি তো কিছু কম করেননি।

এ খবরে উল্লসিত হল না শুধু ধ্রুব। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটু চোখ বুলিয়ে খবরের কাগজটা ফের টেবিলে ফেলে রেখে রেমিকে বলল, তোমার শ্বশুর আবার মন্ত্রী হচ্ছেন, খবর রাখো?

না তো!

খবরের কাগজে আছে। সেন্ট্রাল মিনিস্টার। ল্যাজ বেশ মোটা হল।

ও কি রকম কথা! ছিঃ।

ল্যাজ মোটা নয়? ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতো একটুখানি এক রাজ্যে গণ্ডূষজলের সফরী আর তো নয়। এবার ভারতবর্ষের মতো বিশাল চারণভূমি।

যোগ্য বলেই ওকে নিচ্ছে।

হ্যাঁ, যোগ্য বইকি, ভাল চেঁচাতে পারেন। পার্লামেন্টে ওঁর ভয়েস ভালই শোনা যাবে।

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

ধ্রুব ফের খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে খবরটার দিকে চেয়ে রইল। সে খবরটা দেখছিল না। সে ভাবছিল। কৃষ্ণকান্ত কলকাতার পাট প্রায় চুকিয়ে দিলেন। তাকে চাবি দিয়ে দিয়েছেন। বিষয় পয়সার উত্তরাধিকার দিয়েছেন। আর দিচ্ছেন দুর্লভ সান্নিধ্য। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য তেমন কোনো বিলিব্যবস্থাও করেননি। সম্ভবত সেটাও ধ্রুবর বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন। এটাকে কৃষ্ণকান্তর মহৎ ত্যাগ বলে ধরে নিতে পারত ধ্রুব। বা এক ধরনের বাণপ্রস্থ। কিন্তু তা তো নয়। কৃষ্ণকান্ত চললেন বৃহত্তর মৃগয়ায়। ধ্রুব জানে, কৃষ্ণকান্ত সাদামাটা ভাবে চোর নন, ঘুষ নেন না। কিন্তু তাঁর দুর্নীতির রকমটাই আলাদা, যাকে দুর্নীতি বলে চেনাও যাবে না। অগাধ প্রশাসনিক ক্ষমতা ভোগ করতে করতে ভিতরের কঠিন নীতিবোধ গলে জল হয়ে যায়। আর সেই ক্ষমতার রন্ধ্র পথেই ঢোকে ক্ষমতার নানারকম অপব্যবহার। আসে দাম্ভিকতা, অত্যাচারী মনোভাব, আসে পরমত অসহিষ্ণুতা। ভাল মন্দের বিচারবোধ লুপ্ত হয়ে যায়। অতীতের ব্রহ্মচারী, ত্যাগব্রতী স্বদেশপ্রেমিক কৃষ্ণকান্ত খুব ধীরে ধীরে নিজের অজান্তে নেমেছেন নীচে। তাঁর পতন তিনি নিজেও টের পাননি কখনো। অতীতের কঠিন আদর্শপ্রাণতা কবে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন

www.MurchOna.com

আদর্শের কথা তিনি মুখস্থ বলে যান মাত্র, সেগুলোকে অপরিহার্য বলে বোধ করেন না, পালনযোগ্য বলে মনে করেন না।

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রেমি ওর বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে সাবধানে মশারিতে ঢাকা দিল। তারপর এসে ধ্রুবর হাত থেকে খবরের কাগজটা নিয়ে সাগ্রহে খবরটা পড়ল। তারপর বলল, এঃ মা!

কী হল?

সেন্ট্রাল মিনিস্টার! তার মানে তো ওঁকে দিল্লিতে থাকতে হবে।

সে ই তো স্বাভাবিক।

উনি দিল্লি গেলে চলবে কী করে?

চলবে না কেন?

[illegible] এদিক সামলাবে কে?

[illegible] সামলানোর আছে? একরত্তি একটু সংসার। এটা সামলানোর জন্য কৃষ্ণকান্তর মতো বৃহৎ [illegible] দরকার কী? উনি ভারতবর্ষের জনগণের বৃহৎ সংসার সামলানোর পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে [illegible] রেমি।

[illegible] দিদা! ওকে ছেড়ে উনি থাকতে পারবেন?

[illegible] কী আছে? উনি একদিন ওঁর প্রিয় বাবা এবং সংসার ছেড়েছিলেন। দীর্ঘদিন জেল-এ [illegible] বিয়ের পরই ওঁকে একবার গ্রেফতার করা হয়। এখন সদা পরিণীতা স্ত্রীকে ছেড়েও [illegible] বৈরাগ্য ওঁর রক্তে।

ঠাট্টা করছো?

বাপ রে, ওঁকে নিয়ে ঠাট্টা! ডন কুইকসোটকে নিয়ে ঠাট্টা চলে নাকি?

কে ডন কুইকসোট! শ্বশুরমশাই! তাহলে ওঁকে তুমি ছাই চেনো।

সেটা ঠিক। আমি ওঁকে চিনি না। কে বলো তো লোকটা? কেমন লোক?

ফের ইয়ার্কি? চুপ করো।

কেন চুপ করবো রেমি? আমি ভারতের জনগণের একজন। আমার জানার অধিকার আছে, আমাদের পরবর্তী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীটি কেমন লোক।

ভাল লোক। এত ভাল লোক কোথাও পাবে না। তোমার ভারতবর্ষের অনেক ভাগ্যি যে ওঁর মতো লোক মন্ত্রী হচ্ছেন।

সাবাশ, এ না হলে পুত্রবধূ!

শুধু পুত্রবধূ নই, আমি ওঁর মেয়েও।

তুমি পারো বটে রেমি! এত জেনে এত বুঝেও অন্ধ। হিপনোটাইজড অ্যাণ্ড ব্রেন ওয়াশড।

বেশ। আমরা কিছু লোক এই রকমই অন্ধ এবং হিপনোটাইজড হয়ে থাকতে চাই। লেট আস বী হোয়াট উই আর।

ওটা যুক্তি হল না।

এটাই যুক্তি মশাই, কারণ এই হিপনোটিজম অনেক চেষ্টা করেও তুমি ভাঙতে পারোনি। আমাদের জ্ঞানচক্ষুও খুলতে পারোনি। পেরেছো, বলো?

[illegible]

[illegible] স্বীকার করো, ওঁর মধ্যে একটা দারুণ পজিটিভ ফোর্সও আছে।

[illegible]

[illegible] তুমি অপোজিশনের লোক বলে টের পাও না।

[illegible] ধ্রুব খুব হোঃ হোঃ হাসল।

www.MurchOna.com

অপোজিশনই তো। তাছাড়া আর কী বলা যায় তোমাকে ?

বেশ বলেছো ! আসলে কী জানো ? আমরা হচ্ছি সোরাব রুস্তম।

আমি একটু ওঁর কাছে যাই, প্রণাম করে আসি।

যাও।

কিন্তু উনি দিল্লি চলে গেলে যে কী করে এই ভূতের বাড়িতে থাকব। সংসারটাই বা কে সামলাবে কিছু বুঝতে পারছি না।

উনি পরশুদিন আমাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তার মানে ?

মানে আমাকে কলকাতার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছেন।

কী বলতে চাইছো ?

আরো বুঝিয়ে বলতে হবে ?

জানোই তো আমি একটু বোকা।

উনি আমার হাতে সিন্দুক আলমারি ইত্যাদির চাবি তুলে দিয়েছেন।

তোমার হাতে : বলো কী ?

আমিও বিস্মিত এবং তোমার মতোই বজ্রাহত রেমি। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে।

তুমি চালাবে ?

তা বলতে পারি না। তবে কৃষ্ণকান্ত দি গ্রেট-এর এটা একটা নতুন চালও হতে পারে। মে বি হি ইজ হ্যাচিং সামথিং, নইলে আমার হাতে চাবি কেন ? মাইণ্ড ইউ মাই ডিয়ার, তুমি ওঁর এত আপন, এত বিশ্বস্ত এবং প্রিয়পাত্রী হওয়া সত্ত্বেও চাবির গোছা তোমার হাতে দেননি। অথচ সেটাই স্বাভাবিক হত।

উনি যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন। তার মধ্যে ষড়যন্ত্র থাকবে কেন ?

নেই বলছো ?

ওঁর বিষয় সম্পত্তি তো কম নয়। আমি মেয়েমানুষ সামলাতে পারবো না বুঝেই তোমাকে ভার দিয়েছেন।

এমন নয় তো রেমি যে, তোমাকে উনি আর বিশ্বাস করেন না ! কিংবা তেমন ভালও বাসেন না আর !

কক্ষনো নয়। ওঁর ভালবাসা উপচে পড়ে। মাপা জিনিস নয় সেটা। তুমি বুঝবে না।

তাহলে কেসটা কী ?

আমি ওঁর কাছে যাই।

হিপনোটাইজড। কমপ্লিটলি হিপনোটাইজড।

বেশ। হিপনোটাইজড তো হিপনোটাইজড।

ধ্রুব হাত বাড়িয়ে রেমির একখানা হাত ধরল, শোনো রেমি। আমি ফের তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, বাস্তবিকই কৃষ্ণকান্ত লোকটি কী রকম ? উনি কি জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার উপযুক্ত ?

একশোবার উপযুক্ত। ওরকম মানুষ দেশে বেশি নেই।

তাহলে সেটা আমি ফিল করি না কেন ?

সেটা তোমার দোষ।

হি কিলড হার।

কী বললে ?

হি কিলড মাই মাদার।

কক্ষনো নয়। এটা হতেই পারে না। তুমি ভুল ব্যাখ্যা করছো।

www.MurchOna.com

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেমির হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, যাও প্রণাম করে এসো।

তুমিও চলো না।

আমি ওঁকে প্রণাম করি না!

ছিঃ, কী যে হচ্ছো দিন দিন!

উনি জন্মদাতা মাত্র। তার বেশি কিছু নন। তুমি যাও

রেমি মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

ধ্রুব আবার খবরের কাগজটা তুলে নেয়। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে থাকে খবরটার দিকে। পড়ে না। শুধু চেয়ে থাকে।

আজ সকাল থেকে অবিরাম টেলিফোন বেজে যাচ্ছে। অজস্র লোকের আগমনও ঘরে বসে টের পাচ্ছে ধ্রুব। এ এক অলিখিত উৎসব। খবরটা বেরোনোর পর লোকের মনে নানা আশা আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশা উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তাই তারা থাকতে না পেরে আগাম সেলাম বাজাতে চলে এসেছে। মেরুদণ্ডহীন অয়েল মাস্টারস। এদের নিয়েই কৃষ্ণকান্তর কারবার। এদের ক্ষুধাতৃষ্ণা লোভ লালসা মিটিয়ে তারপর এদের কাঁধে ভর দিয়েই কৃষ্ণকান্তকে চলতে হবে। তাঁর আর উপায় নেই।

করিডোরের মুখে দাঁড়ালে বাইরের ঘরের দৃশ্য খানিকটা দেখা যায়। ধ্রুব নিঃশব্দে উঠে এসে দাঁড়াল। প্রচুর লোক হা হা, হি হি করে উল্লাস জানিয়ে যাচ্ছে। মস্ত এক একক সোফায় কৃষ্ণকান্ত সমাসীন। উনি লোকের তোষামোদ এবং সাধুবাদ গ্রহণ করতে খুব ভালবাসেন। ভালবাসেন স্তুতি ও অন্যের মুখে নিজের গুণকীর্তন। ভালবাসেন লোককে ভয় দেখাতে এবং ভেঙে ফেলতে। নিজেকে ছাড়া উনি আর কিছুই বোঝেন না।

ধ্রুব বিষাক্ত এক দৃষ্টিতে দৃশ্যটা দেখছিল। ঘোমটা মাথায় রেমি শ্বশুরের সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে। তার মুখে অহংকার জ্বলজ্বল করছে। সামনে স্তাবকের দল। তাদের মুখ বিগলিত, চোখ সশ্রদ্ধ, দেহ বিনয়ে নুব্জ। যাদুকর তাঁর সম্মোহন বিস্তার করে রেখেছেন চারধারে।

ধ্রুব মুখ ফিরিয়ে নিল। ঘরে এসে পোশাক পরে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাইরে।

যখন অফিসে এসে পৌঁছোলো তখন অফিস শুরু হতে অনেক দেরী। ফাঁকা ঘরে বসে ধ্রুব চুপচাপ চেয়ে রইল। সে এখনো জানে না, কৃষ্ণকান্তের ওপর তার এই বিরাগের প্রকৃত কারণ কি? সত্য বটে এক সময়ে নিজের পরিবারকে তিনি বড় হেলাফেলা করেছিলেন। তাঁর অমনোযোগ এবং নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যই তাঁর স্ত্রীকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ধ্রুবর মনে আছে মরার আগে তার মা যে চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন তাতে স্পষ্ট ভাষায় তিনি তাঁর স্বামীকে নিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে যান। এ গেল স্ত্রীর কথা। নিজের সন্তানদের সঙ্গেও কৃষ্ণকান্তর কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। নিজের পরিবারের চেয়ে ভেটিদস্তে বা দলীয় কর্মীদের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া অনেক বেশি। বড় এবং ছোট দুই ছেলে তাঁর অবহেলাতেই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে। মেয়ে লতু বাড়িতে থেকেও নেই। বুড়ো বয়সে যখন আর আপনজন বলতে কেউ অবশিষ্ট নেই তাঁর তখন রেমিকে আঁকড়ে ধরেছেন কাঙাল ছেলের মতো। পরোক্ষে তোয়াজ করছেন ধ্রুবকেও। কিন্তু ধ্রুব মনে-প্রাণে লোকটিকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছে না। এই মানুষের সঙ্গে তার কোনো আত্মীয়তা গড়ে ওঠেনি যে!

ধ্রুবর কি কোনো দোষ নেই? আছে। কৃষ্ণকান্তর বিপুল প্রভাব ও প্রতিপত্তি সে দেখে আসছে জ্ঞান হওয়ার সময় থেকে। বিখ্যাত ও প্রভাবশালী পিতাদের পুত্ররা বড় হতভাগা। বাপের জ্যোতির পাশে তারা মিট মিট করে। ক্ষমতা, প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব থাকলেও তা সহজে স্বীকৃতি পেতে চায় না। লোকে তাদের আমল দেয় না। এই সত্য ধ্রুব খুব ছেলেবেলা থেকে টের পেয়ে আসছে। তার কোনো আলাদা সম্মান নেই, স্বীকৃতি নেই, তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারেনি নিজের মতো করে। কৃষ্ণকান্তের কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া ধ্রুবর সামনে আর কোন্ পথই বা খোলা ছিল? আর একটা পথ

www.MurchOna.com

ছিল। তা বিদ্রোহের এবং বিনাশের। বিখ্যাত বাপের কুপুত্ররা কিছু মনোযোগ পায়। ধ্রুব দ্বিতীয় পন্থা বেছে নিয়েছিল। কিন্তু কোথাও পৌঁছোতে পারেনি. কিছু লাভ হয়নি।

আজ কৃষ্ণকান্ত তাকে দয়া করছেন। দয়া ছাড়া আর কী ? নিজেকে দিল্লিতে সরিয়ে নিচ্ছেন, ধ্রুবকে দিয়ে যাচ্ছেন দায়দায়িত্ব। বিকশিত হওয়ার সুযোগ। ইঁটের নিচে চাপা ঘাস হলুদবর্ণ ধারণ করেছে, এখন ইঁট সরে গেলে হয়তো বা সবুজ হয়ে উঠবে। কিন্তু এই দয়াটা নিতে হচ্ছে বলে ধ্রুবর ভিতরটা আজ তেতো, বিষাক্ত।

অফিসে আজ অনেকেই তাকে অভিনন্দন জানাতে এল। তার বাবা কেন্দ্রে মন্ত্রী হচ্ছেন, সোজা কথা তো নয়। অভিনন্দনটা ধ্রুবর পাওনা নয়। কিন্তু সে হাসিমুখেই কৃষ্ণকান্তর পাওনা গ্রহণ করল। টেলিফোনটা এল দুপুরে। প্রথম রেমির।

কী গো, না বলে কয়ে চলে গেছ যে বড়! খেয়েও যাওনি!

যা অবস্থা দেখলাম ভাই, তাতে মনে হল আজ ধ্রুব চৌধুরীর মতো একজন নগণ্য লোককে অফিসের ভাত দেওয়ার কথা কারো খেয়াল হওয়ার নয়।

বাজে কথা বলো না। সব রেডি ছিল। ঘরে এসে দেখি বাবু নেই।

বাবু যে নেই তা এতক্ষণে খেয়াল হল ?

বাড়ি ভর্তি লোক, সকলের তদারক করতে হচ্ছে না! আমি তো ধরে নিয়েছি তুমি কোথাও আড্ডা মারতে গেছ।

বাঃ, চমৎকার।

ইয়ার্কি কোরো না। কিছু খেয়েছো ?

খেয়েছি। ওটা কোনো প্রবলেম নয়।

রাগ করোনি তো!

আরে না।

দিব্য ভীষণ দুষ্টুমি করছে, ফোন ছাড়লাম।

আচ্ছা।

দ্বিতীয় ফোনটা কৃষ্ণকান্তর। কদাচিৎ তিনি ধ্রুবকে ফোন করেছেন। আদৌ কোনোদিন করেছেন কিনা তাই আজ ধ্রুব মনে করতে পারল না।

ধ্রুব ? আমি কৃষ্ণকান্ত বলছি।

কথাটা ধ্রুবর কানে খট করে লাগল। ধ্রুব যে কৃষ্ণকান্তকে 'বাবা' বলে ডাকে না এটা হয়তো তারই পাল্টি।

ধ্রুব একটু চমকে উঠলেও স্বাভাবিক স্বরেই বলল, বলুন।

তুমি বোধহয় আজ বউমাকে না জানিয়েই অফিসে চলে গেছ। উনি খুব চিন্তা করছিলেন।

একটু কাজ ছিল, তাই।

তা থাকতেই পারে! বউমা ভাবছিলেন বলেই আমি তোমার খবরটা নিলাম।

আচ্ছা।

আজ সকালে বাড়িতে অনেক লোক এসেছিল। মোস্ট ডিস্টার্বিং। তবে আমি লোককে ফিরিয়ে দিতেও পারি না। তোমাদের হয়তো একটু অসুবিধে হয়েছে।

না, অসুবিধে কিসের ? আমি তো ছেলেবেলা থেকেই বাড়িতে ভিড় দেখছি।

তা অবশ্য বটে। এখন বড় হয়েছো, নিজস্ব মতামত হয়েছে। বলে কৃষ্ণকান্ত একটু থামলেন। তারপর বললেন, আমি আগামীকাল দিল্লি যাচ্ছি। বিকেলের প্লেনে। আমার ইচ্ছে কালকের দিনটা তুমি বাড়িতেই থাকো।

ধ্রুব একটু অবাক হয়ে বলল, আমি!

www.MurchOna.com

হ্যাঁ। যদি একটু অসুবিধে হয়ও তবু চেষ্টা করো।

আচ্ছা।

আমি হয়তো শীগগীর ফিরব না। বউমা খুব কান্নাকাটি করছেন। দিব্যর জন্য আমারও মনটা খারাপ হবে। তবু কী আর করা!

ধ্রুব কী [illegible] চুপ করে রইল।

কৃষ্ণকান্ত একটু গলা খাঁকারি দিলেন। তারপর বললেন, কালকের দিনটার কথা ভুলে যেও না।

না ভুলব না।

কৃষ্ণকান্ত ফোন ছেড়ে দিলেন।

ধ্রুবর শরীরটা হঠাৎ খুব শিথিল এবং শীতল লাগতে লাগল। কৃষ্ণকান্তর হলটা কী?

সন্ধেবেলাই আজ ধ্রুব বাড়ি ফিরে এল। কেন এল তা সে নিজেও জানে না। এসে ভাল ছেলের মতো মুখটুখ ধুয়ে একটা চেয়ারে বসে একখানা বই খুলল। রেমি ঘরে নেই। বোধ হয় ওপরে শ্বশুরের গোছগাছ করে দিচ্ছে। বইখানা খুলেও ধ্রুব কিছু পড়তে পারছিল না। মনটা চঞ্চল।

কৃষ্ণকান্ত বাড়িতে থাকলে কতগুলো লক্ষণ দেখে তা বোঝা যায়। বাড়িটা নিস্তব্ধ থাকে, চাকর-বাকরেরা ফিস ফিস করে কথা বলে, বাসনের শব্দ হয় না, কেউ রেডিও চালায় না বা হঠাৎ গান গেয়ে ওঠে না, পা টিপে টিপে হাঁটে। এমনকি বাড়ির আবহাওয়াটাও যেন একটু থমথমে থাকে। ধ্রুব সেই আবহাওয়াটা তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করল। তারপর বুঝল, কৃষ্ণকান্ত বাড়িতে নেই। বই রেখে সে ওপরে উঠে এল।

কৃষ্ণকান্তর ঘরে বাস্তবিকই রেমি বিশাল এক ফাইবার গ্লাসের সুটকেস গোছাতে বসেছে তাকে সাহায্য করছে দুজন ঝি।

কী করছো?

গোছাচ্ছি। বাবা কাল দিল্লি যাচ্ছেন।

জানি।

তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে!

এমনি। ছেলেটা কোথায়?

ঘুমোচ্ছে।

এত ঘুমোয় কেন ওটা?

বাচ্চারা ঘুমোয়, ওটাই নিয়ম। কেন, তোমার কি একটু ছেলেকে আদর করতে ইচ্ছে করছে?

না বাবা, আদর করতে হলে তো বোধ হয় ডেটল দিয়ে হাতমুখ ধুতে হবে! অতটা পেরে উঠবো না।

ডেটল না হলেও চলবে। সাবান দিয়ে হাতমুখ ধুলে আর বাধা নেই। বাচ্চাদের চট করে ইনফেকশন হয় বলেই শ্বশুরমশাই সাবধান হয়েছেন। ওরকম বাঁকা ভাবে সব কথা ধরো কেন?

তোমার শ্বশুরমশাই কোথায়?

পার্টির কী একটা জরুরী মিটিং-এ গেছেন। জানো, আজ প্রাইম মিনিস্টারের ট্রাংককল এসেছিল?

বলো কী! তাহলে তো আমরা ধন্য। বাড়িতে আলোকসজ্জা করতে বলো।

ফের ইয়ার্কি?

তা প্রাইম মিনিস্টার কী বলল?

কী করে জানব?

ধ্রুব একটু হাসল। তারপর বলল, তোমার শ্বশুর একটা অদ্ভুত আব্দার করেছেন।

কিসের আব্দার?

www.MurchOna.com

কাল উনি দিল্লি যাবেন বলে আমাকে বাড়িতে থাকতে বলেছেন।
তাই নাকি ? তুমি রাজি হলে ?
হলাম। উনি নাকি দিল্লি থেকে আর সহজে আসছেন না।
তাই শুনছি। কী যে খারাপ লাগছে !
তুমিও দিল্লি গেলে পারো। যাবে ?
সে কি আর বলতে বাকি রেখেছি ভাবো ?
উনি কী বললেন ?
বললেন, বউমা, তুমি গেলে আমার ছেলেটাকে কে দেখবে ?
বটে ! এতবড় কথা !
কেন বড় কথার কী হল ?
বড় কথা নয় ? আমি কি ছেলেমানুষ ?
তুমি তার চেয়েও অধম।

কৃষ্ণকান্ত ফিরলেন অনেক রাতে। সঙ্গে এক দঙ্গল লোক। অনেক রাত অবধি বৈঠকখানায় মিটিং চলল। ধ্রুবর সঙ্গে চোখাচোখিও হল না। ঘুমও হল না তার। মনটা চঞ্চল। ভীষণ চঞ্চল। রাত তিনটের সময় উঠে সে দু পেগ-এর মতো হুইস্কি খেল জোর করে। দশ মিনিটের মধ্যে পেটে প্রবল ব্যথা উঠল। হুইস্কিটা গলায় আঙুল দিয়ে তুলে ফেলতে হল তাকে। তারপর সারারাত এক ধরনের মানসিক ছটফটানির মধ্যে ছেঁড়া ছেঁড়া তন্দ্রা এল মাত্র।

পরদিন ধ্রুব অফিসে গেল না। কিন্তু তা বলে কৃষ্ণকান্তর সঙ্গে তার ভাল করে দেখাও হল না। কৃষ্ণকান্তকে সকাল থেকেই ফের ছেঁকে ধরেছে লোক। বেলা দশটায় পার্টি অফিসে যাওয়ার আগে ধ্রুবকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে ভাল করে দুটো কথাও বলতে পারছি না আজ। বড় ঝামেলা হয়েছে। অথচ কয়েকটা কথা বলার ছিল।

কী কথা ?

কাজের কথাই। তা সে আর সময় হবে না। তবু তুমি আজ বাড়িতেই থেকো। যদি সম্ভব হয় তবে এয়ারপোর্টে আমার সঙ্গে যেও। রাস্তায় বলা যাবে।

কিন্তু সেটাও সম্ভব হল না। বিকেল পর্যন্ত কৃষ্ণকান্ত ফিরতে পারলেন না। ফোন করে তাঁর জিনিসপত্র এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দিতে বললেন। তারপর ফোনেই ধ্রুবকে ডেকে বললেন, সব দিক সামলে চলো। সাবধানে থেকো। এখন তুমিই অভিভাবক।

ধ্রুব বলল, ঠিক আছে।

বউমাকে একটু যত্ন করো। লতুর বিয়ের কথা ভুলো না। সব তোমাকেই করতে হবে।

চেষ্টা করব।

চলি।

আচ্ছা।

ফোন রেখে দিল ধ্রুব। কিন্তু সে একটা অস্থিরতা বোধ করছিল ভিতরে ভিতরে। এটার কোনো কারণ নেই। অন্তত কারণ কিছু খুঁজে পাচ্ছিল না সে।

www.MurchOna.com

॥ ১০৫ ॥

"কাশী আসিবার পর চার বৎসরের বেশি অতিক্রান্ত হইল। ইতিমধ্যে কত কী ঘটিয়া গেল। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কত ঘটনার চমক। তবে তাহার ঢেউ আমাকে বড় একটা স্পর্শ করে না। রাজনীতিতে আমি কোনোদিনই জড়িত নহি। শুধু প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের জন্য যেটুকু খবর রাখা আবশ্যক তাহাই রাখি। একদিন কানে আসিল, কৃষ্ণকান্তকে দিল্লি লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ভোলানাথ সরকার নামক পাবনার আশ্রমবাসী এক ভদ্রলোক আসিয়া একদিন খবর দিয়া গেলেন, পাবনায় অন্তরীণ থাকিবার শর্তে কৃষ্ণকে মুক্তি দেওয়া হইবে। আমার নানা প্রশ্নের জবাবে তিনি যাহা জানাইলেন তাহা কিন্তু বিস্ময়কর। কৃষ্ণ ঢাকায় আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে গ্রেফতার করিয়া দিল্লিতে চালান দেওয়া হয়। তাহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ছিল, যাহাতে ফাঁসি বা দ্বীপান্তর নিশ্চিত। পাঁচ বৎসরের মেয়াদ সেই তুলনায় কিছুই না। সেই মেয়াদ ফুরাইবার আগেই সে মুক্তি পাইল। আশ্রমবাসী কতিপয় ব্যক্তি গিয়া দিল্লিতে দরবার করায় সরকার খুবই আকস্মিক ও অদ্ভুত ভাবে তাঁহাদের আবেদন মানিয়া লন।

"ইহার কিছুদিন পর পাবনা আশ্রম হইতে কৃষ্ণর চিঠি আসিল। সে লিখিয়াছে, আপনি চিন্তা করিবেন না, আমি ভাল আছি। তারপর অন্যান্য সব কথা। আমার ও মনুর প্রসঙ্গ সে এড়াইয়া গিয়া শুধু লিখিয়াছে, নূতন মাকে প্রণাম দিবেন।

"চিঠি পড়িয়া মনু রাগিয়া বলিল, আমি আবার ওর নতুন মা হতে গেলাম কবে? আমিই তো আসল মা, শুধু ডাকের পিসি ছিলাম। এখন শুধু মা বলে ডাকবে, নয়তো পিসি, ওকে লিখে দাও।

"আমি হাসিয়া কহিলাম, তুমি ওর পিসি হলে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয় ভাইবোন। সেটা কি ভাল দেখাবে?

"কৃষ্ণ যে আর ঘরের ছেলে হইয়া ঘরে ফিরিবে না তাহা মনে মনে বুঝিতে পারিতেছিলাম। তাই তাহার বিরহের অনভূতিও ধীরে ধীরে তীব্রতা হারাইতেছিল। উপরন্তু আমি এই অগ্র বয়সে আজ কিছু গৃহসুখ উপভোগ করিতেছি। লজ্জার মাথা খাইয়া বলি, নারীপ্রেমেও। ফলে প্রিয়জনদিগের সহিত বিচ্ছেদ সত্ত্বেও তেমন একটা অভাব কিছু বোধ করি না। সম্ভবত ইহাই মানবের ধন, ইহাই সত্য।

"আজকাল আলস্যে সময় কাটাইব সাধ্য কী? মনু নূতন সংসার পাতিয়াছে, সুতরাং সেই সংসারের জোগানদার, বাজার সরকার, বরকন্দাজ সব ভূমিকাই আমাকে পালন করিতে হয়। আমি কর্মচারী নিয়োগের কথা তুলিয়াছিলাম, মনু আমল দেয় নাই। তার বক্তব্য, এতটুকু সংসারে একজন বাজার সরকার বা হিসাবরক্ষকের দরকার নাই। জমিদাররের ঠাঁটবাট কিছু ছাড়িতে হইবে। বুড়াবয়সে যাতে বাতে না ধরে তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। একজন ঝি ও একজন চাকর সম্বল করিয়া আমাদের চলিতেছে।

"এইসব কাজ করিতে আমার খারাপও লাগে না। তাছাড়া কাশীতে বাজার করিয়া সুখ আছে। আমাদের দেশ বেগুনের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে দেখিলাম তদপেক্ষা বৃহৎ ও সুস্বাদু বেগুন মিলে। অন্যান্য সব্জীর স্বাদও ভাল। মনুর রান্না তো চমৎকারই। রাবড়ি, প্যাঁড়া ইত্যাদিও এখানে সস্তা ও খাঁটি। গুরুভোজনে আমার কোনোকালেই আসক্তি নাই। কিন্তু সুস্বাদু খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ আছে। সুতরাং নূতন সংসারে এবং নূতনরকম জীবনধারায় প্রবেশ করিয়া অতীতের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে যে ক্লেশ বোধ করিতে পারিতাম তাহার অনেকটাই মনু নানাভাবে নিবারণ করিয়াছে। তাহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই।

"কনক বা জীমূত এবং আমার জ্যেষ্ঠা দুই কন্যা বড় একটা খোঁজখবর করে না। ইহাতে দুঃখ অনুভব করি না। কারণ এইরূপই ঘটিবার কথা। তবে বিশাখা ও শচীন একদিন আকস্মিকভাবে

www.MurchOna.com

আসিয়া কাশীতে হানা দিল। বিশাখার কোলে একটি ফুটফুটে শিশু। তাহাদের পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলাম।

"শচীন জনান্তিকে আমাকে জানাইল, পাবনা হইতে কৃষ্ণকান্ত আবার উধাও হইয়াছে। আমাকে দুশ্চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়া শচীন বলিল, সে সম্ভবত আপনার কাছে আসবে।

"আমি অবাক হইয়া কহিলাম, কি করে জানলে ?

"সে হাসিয়া কহিল, পাবনায় আমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে এসেছি। আর কারো জন্য নয়, আপনার জন্য সে সবসময়েই বেশ উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল।

"বুকটা ভরিয়া গেল। স্নেহ স্বভাবত নিম্নগামী। পিতা যেমন পুত্রকে স্নেহ করেন, পুত্র ততটা স্নেহ পিতাকে করিতে পারে না। আমার ক্ষেত্রে স্নেহের প্রকৃতি আরো বিচিত্র। কৃষ্ণ ছাড়া অন্যান্য পুত্রকন্যার সহিত আমার তেমন সম্পর্ক রচিত হয় নাই। আমার দিক হইতে স্নেহ হয়তো কিছু ছিল, কিন্তু তাহাদের দিক হইতে স্নেহের প্রকৃতি কিরূপ তাহা কখনো পরীক্ষা করা হয় নাই। কৃষ্ণ অমোকে কিছু স্নেহ করে জানিতাম। আজ আবার নূতন করিয়া তাহার ব্যাকুলতার কথা শুনিয়া আমার ক্ষুধার্ত পিতৃত্ব জাগিয়া উঠিল।

"কহিলাম, আমার জন্য সে কি খুব ভাবে ?

"শচীন কহিল, খুব ভাবে। আপনার অসুস্থতার সংবাদ সে শুনেছে। তাই খুব দুশ্চিন্তা।

"যে কয়দিন বিশাখা ও শচীন আমাদের কাছে ছিল সেই কয়টা দিন বড় আনন্দে কাটিয়া গেল। ভাবিতে লজ্জা করে আমরা উভয়পক্ষই নববিবাহিত দম্পতি। আমি ও মনু বয়সে কিছু প্রবীণ, উহারা নবীন। প্রায় একই সময়ে আমাদের বিবাহ হয়। আমার ও মনুর মধ্যে প্রগলভতা নাই, উচ্ছ্বাস নাই, এক শান্ত তৃপ্তি আছে। উহাদের মধ্যে উচ্ছলতা, প্রগলভতা কিছু বেশি। আমি মনে মনে উভয় দম্পতির তুলনা না করিয়া পারিলাম না। শুধু একটা ব্যাপারে বিশাখা ও শচীনের তুলনায় আমরা পিছাইয়া আছি। আমার ও মনুর সন্তান হয় নাই।

"কয়েকদিন থাকিয়া বিশাখা ও শচীন ফিরিয়া গেল। বাড়িটা বড়ই শূন্য মনে হইতে লাগিল। কিন্তু শূন্যতা ভরিয়া দিতে মনুর জুড়ি নাই। গানে, গল্পে সেবায় সে আমাকে সর্বদা ঘিরিয়া থাকে। আমার মনের কথাটি মুখে আসিবার আগেই সে কী করিয়া যেন টের পায়। তাই অভাব থাকিতে দেয় না। আমার কাছে তাহার যেন চাহিবার কিছুই নাই, শুধুই দেওয়ার আছে। মনু দিবসরজনী সেই দানযজ্ঞই করিয়া চলিয়াছে। উজাড় করিয়া নিজেকে সে যতই দিতেছে ততই যেন অফুরাণ হইয়া উঠিতেছে। স্ত্রীলোক আমি বেশি দেখি নাই সত্য, তবু মনে হয় এইরূপ স্ত্রীরত্ন পৃথিবীতে অল্পই আছে।

"শীঘ্র মরিব এমন মনে হয় না। তবু একদিন তো ভবের খেলা সাঙ্গ করিতেই হইবে। তখন মনুর কী হইবে ? আমা অপেক্ষা সে বয়সে প্রায় বিশ বৎসরের ছোটো। তাহার দেহে মনে কোথাও বয়সের ভাঁটা পড়ে নাই। সে এখনো দীর্ঘদিন বাঁচিবে। সুতরাং তাহার প্রতি আমার কিছু কর্তব্য থাকিয়াই যায়। তাই কাশীর বাড়িটি আমি তাহার নামে রেজিস্টারি করিয়া দিলাম। ডাকঘরে তাহার নামে অ্যাকাউন্ট খুলিয়া কিছু টাকাও রাখিলাম। কিছু গহনা গড়াইয়া দিলাম যাহা ইহজন্মে তাহার অঙ্গস্পর্শে ধন্য হইবে কিনা জানি না। সে গহনা পরে না।

"আমাকে এইসব আঁটঘাট বাঁধিতে দেখিয়া একদিন সে হাসিয়া কহিল, যদি মরার কথা ভেবে থাকো তাহলে এই বলে দিচ্ছি, যমের সাধ্যি নেই তোমাকে ছোঁয়। কাটা মেরে তাকে তাড়াব।

"আমি কহিলাম, তোমার চেয়ে বয়সে আমি বড়। আমার আগে মরাই তো স্বাভাবিক। তোমাকে ভাসিয়ে দিয়ে যেতে পারব না।

"এ কথায় মনু রাগিল, কাঁদিল এবং ঝগড়াও করিল। তাহাকে কি করিয়া বুঝাইব ? বোধ হয় বুঝাইবার কিছুই নাই। ভালবাসার কাছে পরাজয় মানিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি তাহাকে

www.MurchOna.com

শান্ত করিয়া কাছে টানিয়া লইয়া কহিলাম, তোমার ওরকম স্বভাব কেন বলো তো ? যত যাই হোক তুমি তো আমার নতুন বউ। একটা ভাল শাড়ি পরো না, গয়না পরো না, সাজো না, কিছু আবদার করে চাও না ! এরকম হওয়া কি ভাল ? যৌবনে যোগিনী সাজার কী হল তোমার ?

"সে আমার চোখে বিহ্বল চোখ রাখিয়া কহিল, আমি সাজবো কেন ? কাকে ভোলাতে ? তাছাড়া আমি বড় বড় ছেলেমেয়ের মা, আমার নাতিপুতি আছে।

"করুণভাবে হাসিয়া কহিলাম, তা বটে, তবে একতরফা। তোমাকে তারা এই জন্মে মা বলে স্বীকার করবে না

"মনু মাথা নাড়িয়া কহিল. কৃষ্ণ স্বীকার করবে, বিশাখাও করবে। স্বীকার না করলেও দুঃখ নেই। আমি তো জানি, তাহলেই হবে।

"মনু প্রত্যহ বিশ্বনাথ মন্দিরে যায়। আমাকেও টানাটানি করে। মাঝে মাঝে যাইতে হয়। কিন্তু আমি মন্দিরের বিগ্রহে তেমন আকর্ষণ বোধ করি না। বিগ্রহ মূক, স্থবির। মানুষ ইচ্ছা করিলে বিগ্রহকে সামনে রাখিয়া নানা দুষ্কার্য কবিতে পারে। বিগ্রহ আমাদের শাসন করে না, উপদেশ দেয় না, বিগ্রহের কোনো জীবনদর্শন নাই। আমি বিশ্বাস করি, তিনি যেমন শ্রীকৃষ্ণ বা রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তেমনি এখনো অবতীর্ণ হন। মানুষ তাঁহাকেই খোঁজে। পরম প্রেমময় করুণাঘন, সর্বজ্ঞ, মানুষের প্রতি তাঁহার ভালবাসার শেষ নাই। ঈশ্বরকে আমি মানুষের মধ্যেই পাইতে চাই। কিন্তু মনু তত প্রাজ্ঞ নহে। সে ঠাকুরপূজা বোঝে। এই ব্যাপারে তাহার সহিত আমার কিছু মতভেদ আছে। কখনো কখনো তর্কও হয়। মনু শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া কহে, বেশ তো, তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি।

"আমি বলি, মানবে কেন ? বুঝতে হবে।

"সে মাথা নাড়িয়া বলে. অত বুঝে কাজ নেই। আমি এই বেশ বুঝেছি আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সব তুমি। আর ঠাকুরে আমার দরকার নেই। বিশ্বনাথ মন্দিরে যাই তোমার কথাই বলে আসতে। বলি, ও দেবতা, আমার দেবতাকে ঠিক দেখো।

"উচ্চৈস্বরে হাসিয়া ফেলি। আমাকে দেবতা বানাইয়াও তাহার ভয় কাটিতেছে না। আর একজন দেবতাকে রক্ষক হিসাবে ধার করিতেছে।

"মাঝে মাঝে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়া বসি। একা একা নিজের জীবনের কথা বসিয়া বসিয়া ভাবি। বছরের হিসাবে অনেক দিন পৃথিবীতে আছি বটে, কিন্তু এই জীবনের পরিসর কতটা ? গভীরতাই বা কতখানি ? আত্মগ্লানিতে মনটা বড় তিক্ত হইয়া ওঠে। আমি আত্মমুগ্ধ অন্ধ নহি। নিজের দোষ ত্রুটি দুর্বলতা কোনো কিছুকেই এড়াইয়া যাই না। জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করায় আমাকে খাটিয়া খাইতে হয় নাই। যদি উপার্জন করিতে হইত তবে আমি কী করিতাম ? অর্জনপটু হইতে পারিতাম কি ? নাকি উঞ্ছবৃত্তি করিয়া দুশ্চিন্তায় অকালবৃদ্ধ খিটখিটে এক কৃপণে পরিণত হইতাম ?

"নিজেকে লইয়া আমার এই নিরবচ্ছিন্ন ভাবনাও হয়তো একপ্রকার আত্মরতি। কিন্তু আমার সমস্যাও যে নিজেকে লইয়াই। উত্তরবাহিনী গঙ্গা ওই যে অবিরল বহিয়া চলিয়াছে উহার স্রোতোধারার মধ্যে যে অবিরল চরৈবেতি-চরৈবেতি মন্ত্র জপ হইয়া চলিয়াছে জীবনের মূলমন্ত্রও তাহাই। চল, অগ্রসর হও, তীব্রতা ও ক্রমাগতিতেই জীবনের সৌন্দর্য ও সার্থকতা। নদীর বিশ্রাম নাই, ঘুম নাই, আছে শুধু চলা। উৎস হইতে মোহনা পর্যন্ত তাহার গতিতে কোথাও মৃত্যুর ছায়াপাত ঘটে নাই। যতক্ষণ জীবন, যতক্ষণ গতি ততক্ষণ মৃত্যু নাই।

'আমি আজকাল ফের মৃত্যুর কথা একটু বেশি ভাবিতেছি। গত বৎসর আমার হৃদযন্ত্র বেশ কয়েকবার বেয়াদপি করিয়াছে। রক্তচাপটাও যে বিদায় লয় নাই তাহা অভ্যন্তরে টের পাই। আর এইসব বৈকল্যই বোধ করি আমাকে মৃত্যুর কথা মনে করাইয়া দেয়। সেই যে কয়েক বৎসর আগে এক প্রত্যূষে কূয়ার দড়ি হাত হইতে পড়িয়া গেল সেদিন হইতেই আমার জীবনে মৃত্যুর ছায়া আসিয়া

www.MurchOna.com

পড়িল। সেই ছায়া প্রলম্বিত হইয়া এতদূর আসিয়াছে। নদীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইলে মাঝে মাঝে মনে হয়, এইখানেই বুঝি যাত্রাশেষ। আর কোথাও যাওয়া হইবে না। আর কোথাও যাওয়ার নাই।

"দশাশ্বমেধের বিশাল ঘাটে পুরোহিত, জ্যোতিষী, গণৎকার, হেটোমেঠো পণ্ডিতের অভাব নাই। তীর্থস্থানে সর্বত্রই ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একজনের সহিত আমার কিছু সদ্ভাব হইয়াছে। লোকটি বাঙালী। পূর্ববঙ্গেই নিবাস। লোকটি ভৃগুজ্যোতিষী। গ্রামে থাকিতে জ্যোতিষচর্চায় বিশেষ আয়পয় হইত না। কাশী পুণ্যার্থীদের জায়গা বলিয়া এখানে আসিয়া থানা গাড়িয়াছেন। মক্কেল যে বিশেষ জুটিয়াছে তাহা মনে হয় না। তবে নিত্যই বিকালের দিকে আসিয়া একটি শতরঞ্চি পাতিয়া চাতকের ন্যায় বসিয়া থাকেন। দু-একজন আসে, দুই চারি আনা দক্ষিণা পান। দুজনেই প্রায় নিষ্কর্মা বলিয়া আলাপ হইয়া গেল। আলাপ হওয়ার পর বুঝিলাম, মানুষটি লোক ঠকাইয়া খাওয়ার মানুষ নহেন। রীতিমত কষ্ট করিয়া অধ্যবসায় সহযোগে ভৃগু পরাশর আয়ত্ত করিয়াছেন। এই কাশীতেই তিনি যৌবনকালে এক পণ্ডিতের চেলাগিরি করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

"জ্যোতিষে আমার বিশ্বাস পাকা নহে। সব কিছুর মতো এই বিষয়টির প্রতিও আমার ঔদাসীন্য ছিল। ধনঞ্জয়ের সহিত আলাপ হইবার পর একটু কৌতূহল জন্মিল। আমার কোষ্ঠী একটা আছে বটে, কিন্তু কোথায় আছে জানি না। ধনঞ্জয়কে তাই কোষ্ঠী দেখানো হইল না। তবে উনি আমার করতলরেখা দেখিয়া কিছু আঁক কষিয়া কহিলেন, আপনার দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করার যোগ দেখছি। আপনার দ্বিতীয়া স্ত্রী সুলক্ষণা।

"একটু বিস্মিত হইলাম। ধনঞ্জয় নিবিষ্টমনে আরো আঁক কষিয়া কহিলেন, আপনি ভূমি ও সম্পদের অধিপতি। সুপুত্রের পিতা। আপনার কোষ্ঠী বিচার করার আর কী আছে?

"আমি কহিলাম, মৃত্যুর কথা কি কিছু বলা সম্ভব?

"উনি বলিলেন, সম্ভব। তবে আরো ভাল করে বিচার করতে হবে। সময় সাপেক্ষ।

"কয়েকদিনের মধ্যে আলাপ আরো গাঢ়তর হইল। ধনঞ্জয় আমার মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলিলেন না। কিন্তু আমি একটি অন্য প্রসঙ্গ তুলিলাম। আমি তাহাকে ধরিয়া পড়িলাম, এ বিদ্যে আমাকে শিখিয়ে দিন!

"আশ্চর্য এই যে, ধনঞ্জয় ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিলেন না। সাগ্রহে বলিলেন, শিখবেন? বেশ তো কাছেই আমার বাসা। সকালের দিকে চলে আসবেন।

"পরদিনই ধনঞ্জয়ের বাসায় গেলাম। নিতান্তই হতদরিদ্র অবস্থা। ব্রাহ্মণী রোগাভোগা মানুষ, নিঃসন্তান। বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া ধনঞ্জয় আমাকে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। প্রথমটায় খটোমটো লাগিল। তারপর বেশ মজিয়া গেলাম।

"নূতন শেখা বিদ্যা পরখ করিতে মাঝে মাঝে মনুর কোষ্ঠী লইয়া পড়ি। কখনো নিজের হস্তরেখা বিচার করি। মনু হাসিয়া বলে, এ কোন নতুন বাই চাপল মাথায়! অত ভাগ্য বিচার করার আছেই বা কী?

"না কিছু নাই। জীবনের বারো আনা পার করিয়াছি। স্রোত এখন মোহনার মুখে। আমার আর ভবিষ্যৎ কী? কিন্তু আমি তো ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য শিখিতেছি না। শাস্ত্রটা কতটা খাঁটি তাহাই বিচার করিতেছি। এসব বুঝাইয়া বলায় মনু বলিল, তাহলে বলো তো আমি সধবা মরবো কি না!

"আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম। সধবা মরিবে কিনা তাহা জানি না। অত পাকা জ্যোতিষী আমি হইয়া উঠি নাই। তবে মনুর কোষ্ঠী বেশ জটিল। ধনঞ্জয়বাবুও আজকাল মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসেন। আমাদের জমিদারি ঠাঁটবাট এই কাশীর বাড়িতেও কিছু আছে। আড়লণ্ঠন হইতে বার্মা সেগুনের মহার্ঘ আসবাব, খিলান গম্বুজও কিছু কম নাই। উনি কিছু জড়োসড়ো বোধ করেন। একদিন আমি তাহাকে মনুর কোষ্ঠী দেখাইলাম। বহুক্ষণ দেখিয়া এবং

www.MurchOna.com

আঁক কষিয়া কহিলেন, ইনি অনেকদিন বাঁচবেন।

"ইহা শুনিয়া মনু জনান্তিকে কহিল, মরণ!

"ভাগ্যক্রমে ধনঞ্জয় এবং আমি সমবয়স্ক। বহুকাল আমার তেমন কোনো বন্ধু জোটে নাই। ধনঞ্জয়ের মধ্যে আমি একজন বন্ধুকে পাইলাম। শাস্ত্র শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের সুখ দুঃখের কথা বলি। দিন বেশ কাটিয়া যায়। মানুষের যে বন্ধুকে কত দরকার তাহা ধনঞ্জয়ের সহিত সখ্য হইবার পর বুঝিতে পারিলাম। সকালে বিকালে তাহার সঙ্গ পাইবার জন্য রোজ মন আনচান করে। মনু একদিন কপট রাগের গলায় কহিল, এ যে আমার সতীন হয়ে দাঁড়াল দেখছি গো। তোমার যে আর টিকির নাগাল পাই না।

"নৌকায় করিয়া একদিন দুই পরিবার বেড়াইতে বাহির হইলাম। মণিকর্ণিকার ঘাট পার হইয়া অনেকদূর যাওয়া গেল। বেশ লাগিল এই জলভ্রমণটি। মনুর সহিত ধনঞ্জয়ের স্ত্রীরও বেশ আলাপ জমিয়া গেল। কথায় কথায় প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, আমি এস্রাজ বাজাইতে জানি। মনুই আগ বাড়াইয়া প্রচারটি করিল। ইহাতে ধনঞ্জয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া কহিল, আমারও কিছু গানবাজনার চর্চা ছিল। তা ভায়া একদিন জলসা বসানো যাক।

"ধনঞ্জয় যে বাস্তবিকই গুণী লোক তাহাতে আর সন্দেহ কী। জলসার দিন সে একজন তবলায় ঠেকা দিবার লোক ও একজন সারেঙ্গীদারকে কোথা হইতে ধরিয়া আনিল। দুজনেরই পাকানো চেহারায় দুর্দশার ছাপ। আমার বৈঠকখানায় সেদিন বিরল-শ্রোতা জলসা খুবই জমিয়া গেল। ধনঞ্জয় পুরানো বাংলা গান চমৎকার সুরে লয়ে গাহিল। আমি এস্রাজ মন্দ বাজাইলাম না। মালকোষ ধরিয়াছিলাম। বাজাইতে বাজাইতে চক্ষু দুইটি বারবার অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিতেছিল। বারবার কৃষ্ণর কথা মনে হইতেছিল। ইহজন্মে কি আর তাহাকে দেখিব? পিতৃহৃদয় এস্রাজ বাজাইয়া কেবল কাঁদিতেছিল।

"পরদিন সকালেই রুক্ষ শুষ্ক চেহারার এক যুবক উদ্‌ভ্রান্তভাবে আমাদের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে চিনি না। তবু সে খুব উচ্চগ্রামে ডাকিল, বাবা!

"আমি বৈঠকখানায় বসিয়াই দুগ্ধপান করিতেছিলাম। শ্বেতপাথরের গেলাসটি হাত হইতে পড়িয়া ভাঙিয়া গেল। বুক কাঁপিয়া উঠিয়া শ্বাসকষ্ট হইতে লাগিল। যুবকটি আসিয়া আমার পায়ের উপর উপুড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, কেমন আছেন?

"কী বলিব? এই যুবককে কী বলিব? কে বিশ্বাস করিবে যে একদিন এ কীটাণুকীট হইয়া আমার শরীরের অভ্যন্তরে ছিল। মাতৃজঠর হইয়া পৃথিবীর আলো দেখিল এই তো সেদিন! ইহার মধ্যেই লম্বা চওড়া চেহারার বিশাল যুবক হইয়া উঠিল কিরূপে? রূক্ষতা ও শুষ্কতার ভিতর দিয়াও তাহার বিশাল কাঠামো ও অভ্যন্তরীণ তেজ প্রকাশ পাইতেছে। একটি অগ্নিশিখা।

"বুকটা ব্যথাইয়া উঠিল কি? শ্বাসকষ্ট হইতেছে। কোনোক্রমে দুটি হাত বাড়াইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম, এলে! অবশেষে এলে!

"বেশ কয়েকদিন ডায়েরী লিখি নাই। শরীরের অবস্থা ভাল বুঝিতেছি না। বুকের মধ্যে এখনো অসহনীয় কষ্ট আছে। শ্বাসের গতিও অনিয়মিত। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছে, রক্তচাপও মারাত্মক। সবই ঠিক, তবু মরি তো নাই। দুই চক্ষু ভরিয়া পুত্রের মুখ দেখিয়াছি। আর এখন মরিলেই বা দুঃখ কী? মনু বিধবা হইবে! সে আর বেশি কথা কী? সে তো জানিয়াই আমার সহিত সংসার করিতেছে।

"এ আজ আর অন্য কথা নহে। শুধু কৃষ্ণর কথা ভাবিব। পুত্রের ভিতর দিয়া পিতাই আবার জন্মগ্রহণ করে বলিয়া শাস্ত্রে একটা কথা আছে না। আজ মনে হইতেছে ওই তো আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তবে কেন মিথ্যা এই দেহটি লইয়া থাকা?

www.MurchOna.com

"কৃষ্ণ আছে। থাকিবার কথা ছিল না। তিনদিনের কড়ারে আসিয়াছে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই আমার রক্তচাপ বাড়িয়া যাওয়ার এবং দুর্বল হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করায় সে যাইতে পারে নাই। মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি, সে যেন একেবারে আমার মুখাগ্নি করিয়া যায়।"

হেমকান্ত মারা গেলেন ভোর রাতে। কেউ টেরও পেল না। শেষ সময়টায় শুধু তিনি নিজেই টের পেয়েছিলেন। বুকে অসংখ্য ছুরির আঘাতের মতো ব্যথার ফলা ঢুকে যাচ্ছে। টনটনে জ্ঞানে সবটাই তিনি অনুভব করতে পারলেন। শ্বাসকষ্ট প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিচ্ছিল বুক। হেমকান্ত উঠে বসবার চেষ্টা করলেন। রঙ্গময়ী পর পর সাতদিন একটানা রাত জেগে আর পারেনি। পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে অঘোর ঘুমে ঢলে পড়েছে। হেমকান্ত তাকে আর ডাকলেন না। তিনি গঙ্গার স্রোতের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। অন্ধকারে নদী বয়ে চলেছে।

অস্ফুট একটা শব্দ করলেন হেমকান্ত। বুঝি বললেন, ওরা রইল। দেখো।

কাকে বললেন তা স্পষ্টভাবে তিনি নিজেও জানেন না। কিন্তু তাঁর মনে হল, কেউ শুনল। মনে রাখল।

পরদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে হেমকান্ত পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন। তাঁর আর কোনো চিহ্ন রইল না।

কৃষ্ণকান্ত বসে নিভন্ত চিতার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। যে বুঝতে পারছিল না, বাবা কেন শুধু তার আগমনটুকুর জন্যই প্রাণটা রেখেছিল কোনোক্রমে। কোনো গূঢ় কারণে সে পিতৃঘাতী হল না তো!

চিতায় জল ঢেলে অস্থি নিয়ে কৃষ্ণকান্ত যখন স্নান সেরে ফিরে এল তখনও রঙ্গময়ী অচেতন। তাকে পাখার বাতাস দিচ্ছেন ধনঞ্জয়ের স্ত্রী।

বিছানাটার পাশে মেঝেয় বসে কৃষ্ণকান্ত খাটের পায়ায় একটু হাত বোলাল। শোক গভীর। শোক গুরুভার। তবু অপেক্ষা করার সময় তো তার নেই। যেতে হবে।

খাটে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল কৃষ্ণকান্ত। শেষরাতে রঙ্গময়ী তাকে ডেকে তুলল্।

ওরে ওঠ! আয় দুজনে মিলে একটু কাঁদি।

॥ ১০৬ ॥

কৃষ্ণকান্ত দিল্লি চলে যাওয়ার পর ধ্রুব কিছুদিন বুঝতে পারল না তার কী করার আছে বা কী করা উচিত। আলমারি এবং সিন্দুক খুলে সে বিস্তর দলিল দস্তাবেজ, টাকা এবং শেয়ারের কাগজ ইত্যাদি পেল। কিছুই সরাল না। কৃষ্ণকান্ত তাকে একরারনামা দিয়ে গেলেও নিজের ভিতরে কোনো অধিকারের জোর বোধ করল না সে। সবই জায়গামতো আবার যেমন-কে-তেমন রেখে দিল। কৃষ্ণকান্ত হয়তো তাকে লোভ দেখাচ্ছেন। সংসারমুখী গৃহস্থে পরিণত করতে চাইছেন। কিন্তু ধ্রুব জানে, যতদিন কৃষ্ণকান্ত বেঁচে আছেন ততদিন কোনো উত্তরাধিকারই তাতে বর্তাবে না। রাশ সবসময়ই অলক্ষে থাকবে কৃষ্ণকান্তর হাতে। সংসারের কর্তা হওয়ার অবশ্য কোনো সাধই নেই ধ্রুবর। কর্তা হওয়ার অনেক অসুবিধে, অনেক ভজঘট, অনেক মন রেখে চলা। একথাও ঠিক যে, কৃষ্ণকান্তও প্রকৃত অর্থে সংসারী ছিলেন না। তাঁর জীবনের প্রায় সবটাই বহির্মুখী, বৃহৎ জীবন। ঘর-সংসারে তাঁর একটা নাম-লেখানো ছিল মাত্র। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর খানিকটা হাল তাঁকে ধরতেই হয়েছিল এবং তখন দেখা গেল, সংসার চালানোটাও তাঁর কাছে শক্ত কিছু নয়। সব ব্যাপারেই তাঁর এক অনায়াস সিদ্ধি।

ধ্রুব এইসব ভাবে আর মাঝে মাঝে কৃষ্ণকান্তর চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ ধরে কৃষ্ণকান্তর মন এবং

www.MurchOna.com

চোখ নিয়ে সবকিছুকে বিচার করার চেষ্টা করে। লোকটাকে বুঝতে চায়।

রেমি এসে বলে, এখানে কেন ভূতের মতো বসে থাকো বলো তো?

সিংহাসনটা কেমন তা ফিল করার চেষ্টা করি।

সিংহাসন হবে কেন?

সিংহাসনই তো। হি ইজ এ কিং ইন হিজ ওন কিংডম। উনি আমাদেরই যৌবনকাল অতিবিক্ত করে গেছেন। তাই নেট প্র্যাকটিস করছি।

তুমি কোনোদিন ওরকম হতে পারবে না। তোমার সেই মুরোদই নেই।

কৃষ্ণকান্তর মতো থার্ডরেট পলিটিসিয়ান হওয়ার ইচ্ছেও আমার নেই।

শ্বশুরের পক্ষ নিয়ে রেমি কিছুক্ষণ তর্ক করার চেষ্টা করে তারপর হাল ছেড়ে রণে ভঙ্গ দেয়। আজকাল সে ধ্রুবকে একেবারেই চটাতে চায় না।

কৃষ্ণকান্ত মাঝে মাঝে দিল্লি থেকে ট্রাংক কল করেন। কথা হয় রেমির সঙ্গেই। কী কথা হয় তা ধ্রুব জানে না।

তবু একদিন ধ্রুব রেমিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার শ্বশুরের মন্ত্রী হওয়ার আর কদ্দুর? কাগজে তো কোনো উচ্চবাচ্য নেই দেখছি।

রেমি বিরস মুখ করে বলে, তোমার বুঝি সে জন্য ঘুম হচ্ছে না? শ্বশুরমশাইকে ঠিকই মন্ত্রী করা হবে।

কোন দফতরের সর্বনাশ করবেন তা শুনেছো?

সেটা নিয়েই একটু মতের অমিল হচ্ছে। প্রাইম মিনিস্টার ওঁকে রাষ্ট্রমন্ত্রী করতে চাইছেন। উনি চাইছেন ক্যাবিনেট স্ট্যাটাস।

ও বাবাঃ, একেবারে ক্যাবিনেট মন্ত্রী! সাঙ্ঘাতিক কথা।

ওঁকে তাই করাও হবে। কথা এগোচ্ছে।

ধ্রুব একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বিচিত্র নয়। এ দেশে সবই সম্ভব।

একদিন কৃষ্ণকান্তর ট্রাংক কল এল রাত এগারোটায়। রেমি গিয়ে ফোন ধরল। কিছুক্ষণ কথা বলার পরই দৌড়ে এসে ধ্রুবকে ডাকল, ওগো, শ্বশুরমশাই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। শীগগীর যাও।

আমার সঙ্গে কী কথা?

যাও না, উনি কী বলবেন যেন তোমাকে।

ধন্য হলাম। যাচ্ছি, আর হাতে খিমচি দিও না।

ধ্রুব গিয়ে বৈঠকখানার এক্সটেনশন ধরল।

কিছু বলবেন?

তেমন কিছু বলার নেই। কেমন আছো সব?

ভালোই তো।

আজ প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে ফাইন্যাল কথা হয়ে গেল। আমাকে উনি ইনফর্মেশন অ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং দিচ্ছেন।

ধ্রুব একটুও উৎসাহ বোধ না করে বলল, তাই নাকি?

বুঝতেই পারছো, এখন স্থায়ীভাবে দিল্লিতেই থাকতে হবে। তোমাদের সঙ্গে হুট করে দেখা হবে না। সংসারের দায়দায়িত্ব এখন সবই তোমার হাতে।

এদিকে সবই ঠিক আছে।

বউমার কাছে সব খবরই পাই। আজ হঠাৎ তোমার গলার স্বর শুনতে ইচ্ছে করল। তাই ডাকলাম। ঘুমোচ্ছিলে নাকি?

www.MurchOna.com

না। বই পড়ছিলাম।

দিব্য কি জেগে আছে?

না, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে।

জেগে থাকলে ওর সঙ্গে একটু কথা বলার চেষ্টা করতাম। আমাকে খুব চিনে গিয়েছিল। আফটার অল রক্তের টান তো, শিশুরাও বোঝে।

এই অপ্রাসঙ্গিক কথায় ধ্রুব বিরক্ত হল। বলল, আর কিছু বলবেন?

না। বেশি কথা কিছুই বলার নেই। এই একটু আগে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে বৈঠক শেষ হল। ফিরে এসেই ফোনটা করলাম। এখন একটু বেড়াতে বেরোবো।

ও। বেশ তো।

যাও, তুমি গিয়ে ঘুমোও। আর একটা কথা।

বলুন।

আলমারি সিন্দুক সব খুলে দেখেছো নাকি?

দেখেছি।

কাগজপত্র সব দেখেছো?

না, সব দেখা হয়নি।

দেখো। দলিল-দস্তাবেজ সব তুমি বুঝবে না। আমাদের উকিল ভট্টাচার্যের কাছে সব বুঝে নিও। ওকে আমার বলা আছে।

আমার বুঝে কী হবে?

বুঝে রাখা ভাল। কখন কিসের দরকার হয় কে জানে।

আমার তো বিষয় সম্পত্তির কোনো প্রয়োজন নেই।

তোমার না থাক দিব্যর আছে। তাছাড়া সম্পত্তি, বিষয়, টাকা এসব হাতে থাকলে তুমি পাঁচজনের উপকারও করতে পারবে, যদি চাও। এগুলো এমনিতে কিছু নয়, কিন্তু কাজে লাগাতে পারলে এগুলো মস্ত সহায়।

আপনার জিনিস আপনিই কাজে লাগাবেন।

কৃষ্ণকান্ত একটু হেসে বললেন, এইসব সম্পত্তির বেশির ভাগই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আমি ওকালতি করে খুব একটা অর্জন করিনি। ওকালতি করলে অবশ্য পারতাম। তুমি যদি কাজে লাগাতে না চাও তবে অন্তত রক্ষণাবেক্ষণ কোরো।

দেখা যাবে।

ধৈর্য হারিও না। সব দিকে চোখ রেখে চললে ভাল হবে। আর বউমাকে কষ্ট দিও না। অমন মেয়ে দুটি হয় না। কী ধৈর্য, সহ্য আর অধ্যবসায়। সে যখন মরতে বসেছিল তখন আমি দুনিয়া হারিয়ে ফেলেছিলাম। বুঝলে?

বুঝেছি। এ সবই আপনি আমাকে আগে বলেছেন।

আবার বললাম। বারবার শুনলে কথাটা মনে গেঁথে যায়।

তাহলে ছাড়ছি।

হ্যাঁ।

ধ্রুব ফোন রেখে দিল। কোনো জরুরী কথা নয়, তবু লোকটা এত রাতে তাকে ডেকে এই খেজুরে আলাপ কেন করল তা বুঝতে পারল না সে।

রেমি এতক্ষণ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। ফোন রাখতেই বলল, একবার ওঁকে বাবা বলে ডাকলে না?

ধ্রুব অবাক হয়ে বলে, ডাকার কী হল?

www.MurchOna.com

ডাকতে হয়।

তার মানে ?

ওঁর খুব ইচ্ছে ছিল তোমার মুখে একবার বাবা ডাকটা শোনেন।

তাই নাকি ?

আমাকে কী বললেন জানো ? বললেন, ধ্রুবর মুখে বহুকাল বাবা ডাক শুনিনি, ওকে একটু ডেকে দাও তো বউমা, কথা বলি।

ওসব সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার ওঁর আছে নাকি ?

না থাকলে বলবেন কেন ?

ওঁকে বাপ ডাকার অনেক লোক আছে রেমি। আমি না ডাকলেও ওঁর চলবে।

ছিঃ, ও কী কথা ?

কিছু খারাপ নয়। ওঁকে বহু লোক দায়ে পড়ে বাপ ডাকে। আরো বহু লোক ডাকবে। আর আমরা—আমরা ওঁর কে ? ছেলেবেলায় লোকটাকে মনে হত বাড়ির পেয়িং গেস্ট। সম্পর্কটা তো হুট করে তৈরি হয় না, ধীরে ধীরে গড়ে নিতে হয়। উনি তা গড়েননি।

রেমি ছলছল চোখে চেয়ে থেকে বলল, তুমি মানুষকে কষ্ট দিয়ে খুব আনন্দ পাও, তাই না ?

জানোই তো আমি স্যাডিস্ট।

মোটেই নয়। সাডিস্টরা অন্যরকম হয়। তুমি সেরকমও নও।

এখন ঘুমোতে চলো।

তুমি ভীষণ নিষ্ঠুর।

নিষ্ঠুর হয়ে থাকলে সেটাও কৃষ্ণকান্তর কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া।

রেমি আর তর্ক করল না।

পরদিন সকালে ফের দিল্লি থেকে ট্রাংক কল এল। কৃষ্ণকান্ত নন, তাঁর সেক্রেটারি ফোন করছে, ধ্রুব চৌধুরিকে চাই। আর্জেন্ট মেসেজ।

ধ্রুব গিয়ে ফোন ধরল, কী হয়েছে ?

মিস্টার চৌধুরি ভীষণ অসুস্থ। হাসপাতালে রিমুভ করা হয়েছে। আপনাদের এক্ষুনি আসা দরকার।

কী হয়েছে ? স্ট্রোক ?

ঠিক বুঝতে পারছি না।

কণ্ডিশন কি খুব সিরিয়াস ?

খুব। ডাক্তাররা কোনো ভরসা দিতে পারছেন না। ওঁর একটা চিঠি রয়েছে, আপনাকে। অ্যাড্রেস করা। আর একটা পুলিশকে।

পুলিশকে ?

হ্যাঁ। আপনি চলে আসুন। ফোনে সব বলা যাবে না।

ফোনটা রেখে ধ্রুব কিছুক্ষণ বুঝতে পারল না, কী করবে বা কী করা উচিত। একধরনের পাথুরে অসাড়তা তার সর্বাঙ্গে। বোঝা ভার।

জগা কখন এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে। হঠাৎ সে ধ্রুবর হাতটা ধরে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কী হয়েছে ?

ধ্রুব তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল। কিছু বলল না।

কর্তার কিছু হয়েছে ?

ধ্রুব খুব ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, অবস্থা খারাপ। হাসপাতালে।

জগা কোনো আহা উহু করল না, বেশি, জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যেও গেল না। বরং সত্যিকারের

www.MurchOna.com

কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে এক ঝটকায় টেলিফোন তুলে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস-এ ডায়াল করে বিকেলের ফ্লাইটে দুটো সীট বুক করে ফেলল। তারপর ধ্রুবর দিকে চেয়ে বলল, বউমাকে কিছু জানিও না। চেঁচামেচি করবে। অফিসের জরুরী কাজে যাচ্ছো বলে বাগ গুছিয়ে নাও। আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

ধ্রুব স্বস্তির শ্বাস ফেলল। জগাদা সঙ্গে থাকলে অনেকখানি ভরসা।

জগা জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে বলল? স্ট্রোক?

কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

জগা বিশেষ বিচলিত হল না। কাজের মানুষরা হয়ও না। তাদের কাছে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। ধ্রুবকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, যাও গুছিয়ে নাও। বেশি কিছু নিও না। দুটো জামা, দুটো প্যান্ট, গেঞ্জি, আণ্ডারওয়ার আর পাজামা। দিল্লিতে এখন খুব গরম, একটা টুপি নিও। বউমাকে কিছু বোলো না। আমি টিকিট কাটতে এয়ারলাইনস অফিসে যাচ্ছি। কেটে না রাখলে পরে গড়বড় হতে পারে।

ধ্রুব ঘরে এল।

রেমি উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, কার টেলিফোন গো?

অফিসের। আজ একটু বাইরে যেতে হবে।

কোথায়?

জয়পুর।

ক'দিনের জন্য?

ঠিক নেই। দেখি। তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো।

তোমাকে ওরকম দেখাচ্ছে কেন?

ধ্রুব অনমনে একটা কম্পিত হাত নিজের মুখে বুলিয়ে নিল। রেমির কথাটার জবাব না দিয়ে জগার কথাটা মুখস্থ বলে গেল, দুটো প্যান্ট, দুটো জামা, গেঞ্জি, আণ্ডারওয়্যার, পাজামা আর একটা টুপি বড় অ্যাটাচি কেসটায় গুছিয়ে দাও।

কৃষ্ণকান্ত হাসপাতালে, এই সংবাদটা ধ্রুবকে তেমন চঞ্চল করেনি। যেটা রহস্যময় তা হল, কৃষ্ণকান্ত ধ্রুবকে একটি এবং পুলিশকে একটি চিঠি লিখেছেন। তাঁর সেক্রেটারি বলেছে, টেলিফোনে সব কথা বলা যাবে না। এইসব ব্যাপারকে ধ্রুব মনে মনে নানাভাবে উল্টেপাল্টে মিলিয়ে জুলিয়ে দেখছিল। ভাবতে ভাবতে বড্ড বেশি অস্থির আর চঞ্চল লাগছিল তার।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াল। অনেক সিগারেট খেল পরপর। দুপুর গড়িয়ে বাড়ি ফিরে সে খুব অনিচ্ছের সঙ্গে কয়েক গ্রাস ভাত মুখে তুলল মাত্র। রেমি খুব লক্ষ করছে তাকে। সেই দৃষ্টির সামনে আরো অস্বস্তি বোধ করছে ধ্রুব।

রেমি খুব সন্দেহের গলায় বলল, তোমার একটা কিছু হয়েছে।

কিছু না।

টেলিফোনটা পাওয়ার পর থেকেই তোমাকে অন্যরকম দেখছি।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, অফিসের একটা প্রবলেম নিয়ে ভাবছি।

অফিস নিয়ে তুমি এত ভাবো নাকি?

মাঝে মাঝে ভাবতে হয় বৈকি।

আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছো না তো?

আরে না। এটা অন্য ব্যাপার।

খেয়ে উঠে ধ্রুব কিছুক্ষণ ঘুমের ভান করল। করতেই হল, নইলে রেমি আরো অনেক প্রশ্ন করবে।

www.MurchOna.com

বিকেল চারটের মধ্যেই জগা এসে গেল। মুখ থমথমে গম্ভীর। চোখ টকটকে লাল। প্লেন ছাড়তে অনেক দেরী, তবু জগা তাড়া দিয়ে বলল, চলো চলো, অনেক ঝামেলা আছে।

একটু হাঁফ ছাড়ল ধ্রুব। রেমির আওতা থেকে একটু দূরে গিয়ে তার ভালই লাগবে।

গাড়ি এয়ারপোর্টের পথে রওনা হতেই জগা বলল, শেষ খবরটা পেয়েছো?

না। কী খবর?

জগা একবার ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলল, নেই।

মানে?

তোমার বাবা বেঁচে নেই।

সামনের সীটটা একবার আঁকড়ে ধরল ধ্রুব। তারপর স্তব্ধ শরীরে বসে বলল, কখন?

দুপুরে মারা গেছেন।

কিছু বলল কী হয়েছিল?

জগা মাথা নাড়ল, না। ওখানে না গেলে কিছু বোঝা যাবে না।

ধ্রুব খুব ধীরে ধীরে একটা ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছিল। কৃষ্ণকান্তর মৃত্যুটা তার খুব স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল না। কাল রাতে কৃষ্ণকান্ত নিজে যেচে তার সঙ্গে কথা বলেছেন। সেই কথাতেও কিছু অসংলগ্নতা ছিল। সব কিছু মিলে একটা দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কিন্তু কেন? কেন? তাঁর তো কোনো ফ্রাস্ট্রেশন ছিল না!

দিল্লি পৌঁছোতে সন্ধে হয়ে গেল। তবে গ্রীষ্মকাল বলে এবং দিল্লি কলকাতার পশ্চিমে বলে একটু দিনের আলোর আভা তখনো ছিল। সেই গোধূলিতে ধ্রুব দিল্লিতে নামল। দেখল চারদিকে মৃত্যুর বিবর্ণতা।

এয়ারপোর্টে কৃষ্ণকান্তর সেক্রেটারি উপস্থিত ছিলেন গাড়ি সহ। ধ্রুব গাড়িতে উঠতেই উনি মুখ-আঁটা একটা খাম ধ্রুবর হাতে দিয়ে বললেন, এটা আগে পড়ে নিন। মনে হচ্ছে চিঠিতে জরুরী কোনো কথা আছে।

কি করে বুঝলেন? চিঠিটা আপনি পড়েছেন?

সেক্রেটারি মাথা নেড়ে বললেন, না। তবে কাল রাতে উনি আমাকে হঠাৎ বললেন, আমার ছেলেকে লেখা একটা চিঠি তোমার হেফাজতে রইল। মানুষের কখন কী হয় বলা যায় না। যদি আমার হঠাৎ কিছু হয় তবে আমার ছেলেকে সবার আগে খবর দিও। চিঠিটা পড়বার পর সে যা সিদ্ধান্ত নেবে তাই হবে।

এ কথা উনি বললেন?

হ্যাঁ। প্রথমটায় আমিও খুব অবাক হয়েছিলাম শুনে। উনি খুব সেন্টিমেন্টাল মানুষ ছিলেন না যে মৃত্যু নিয়ে বিলাসিতা করবেন।

আপনার খটকা লাগেনি?

লেগেছিল। কিন্তু বেশি কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয়নি।

ধ্রুব চিঠিটা খুলল।

প্রিয় ধ্রুব, ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন। আজ তোমার জন্য যত শুভকামনা করা যায় সবই করিলাম। ঠাকুর তোমাকে রক্ষা করিবেন, আনন্দে রাখিবেন, আয়ুষ্মান করিবেন—এই আশা লইয়া আজ বিদায় হইতেছি।

বিদায় লওয়াটা কিছু নাটকীয় হইল। কিন্তু যাহা বুঝিতেছি, স্বাভাবিকভাবে এই জীবনের উপর যবনিকাপাত হইতে এখনো বহুদিন লাগিবে। আমার রক্তচাপ বা হৃদরোগ আছে বটে, কিন্তু তবু এই শরীরের ভিত স্বাধীনতার পূর্বে ভেজালহীন খাদ্য ও পরিষ্কার জলবায়ুতে রচিত হইয়াছিল। ব্রিটিশের জেলখানায় ইহার উপর অনেক উপদ্রব গিয়াছে এবং তাহাতে এই দেহ বরং আরো পাকাপোক্ত হইয়া

www.MurchOna.com

উঠিয়াছে। কিন্তু এখন এই বাঁচিয়া থাকার উপর একটি যতিচিহ্ন টানিয়া দেওয়া একান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেই প্রয়োজনটি হইল তুমি।

হিসাব করিয়া দেখিয়াছি গত পাঁচ বৎসর তুমি আমাকে একবারও পিতৃ সম্বোধন কর নাই। বউমার কাছে জানিয়াছি, আমার আড়ালেও তুমি আমাকে বাবা বলিয়া উল্লেখ কর না। ইহাতে আমার দুঃখের কিছুই নাই। আমার প্রতি তোমার মনোভাব অনুকূল নহে তাহা জানি। আমার ভাবপ্রবণতা বিশেষ নাই, কাহার স্নেহ পাইলাম বা পাইলাম না তাহা লইয়া বড় একটা মাথাও ঘামাই না। কিন্তু মানুষকে একসময়ে পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভাবিতেই হয়। আমার জীবন বারো আনা কাটিয়া গিয়াছে, কাজেই এখন নিজেকে লইয়া ভাবিবার কিছুই নাই। কিন্তু এখন কী বা কাহাকে রাখিয়া যাইতেছি তাহা একটু হিসাব করিতে হয়। তোমাকে যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে অনুমান হয় তোমার মদ্যপান বা অন্যান্য বিরূপ আচরণ আমার বিরুদ্ধে একটি অপ্রত্যক্ষ বিদ্রোহ। কিন্তু সেই বিদ্রোহের মূল কোথায় তাহা বহু চিন্তা করিয়াও সঠিক সন্ধান পাই নাই। তোমার সহিত আমার প্রজন্মগত ব্যবধান বা জেনারেশন গ্যাপই বোধহয় সে জন্য দায়ী। কিন্তু এটুকু বুঝিতে অসুবিধা নাই যে, যতদিন আমি বাঁচিয়া আছি ততদিন তুমি সুখী হইবে না। আমার তিন পুত্রের মধ্যে কেহই বোধহয় সুখী নয়। এবং সেই জন্য বোধহয় প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে কমবেশি আমিই দায়ী। আজকাল এই জন্য বড় আত্মগ্লানি বোধ করিতেছি। সত্য বটে, সমাজে আমার প্রতিষ্ঠা আছে, সম্মানও আছে, নিন্দাও বড় কম নাই। কিন্তু নিজের পুত্রদের কাছ হইতে আমি যাহা পাইয়াছি তাহা অবিমিশ্র ভীতিমিশ্রিত ঘৃণা। কেন এই বিদ্বেষ জন্মাইল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া কিছুই লাভ নাই। কিন্তু এইটা বুঝিতেছি, এই ঘৃণা ভয় ও বিদ্বেষ আর তোমাদের মন হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলা যাইবে না। যেমন নিজেকে এই পরিণত বয়সে আর আমূল পরিবর্তনও আমি করিতে পারিব না। তিন পুত্রের কথা কহিতেছি বটে, কিন্তু আমার প্রধান সমস্যা তোমাকে লইয়াই। পিতৃহৃদয়ে সন্তানবিশেষের প্রতি পক্ষপাত থাকিবার কথা নহে। আমারও না থাকিবার কথা: কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র নিজেদের বিপন্ন করে নাই। জ্যেষ্ঠ ঘোরতর একটি অন্যায় কাজ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে নিজে নিজের দায়িত্ব লইতে জানে। কনিষ্ঠটি—যতদূর খবর পাই—তাহার মতোই লায়েক হইয়া উঠিয়াছে। কেবল তুমিই ভিন্নরকম। তিনজনের মধ্যে তুমি ছিলে উজ্জ্বলতম। আবার তুমিই সবচেয়ে বেশী চঞ্চল ও অবিমৃষ্যকারী। সম্ভবত সেই জন্যই তোমাকে লইয়া যত ভাবিয়াছি তত আর কাহাকেও লইয়াই ভাবি নাই। আর এইরূপে আমার চিন্তারাজ্যে তুমি যত অনুপ্রবেশ করিয়াছ ততই তোমার প্রতি এই পিতৃহৃদয় বিগলিত হইয়াছে। আমার বাহিরটা যতই পাষাণনির্মিত বলিয়া মনে হউক না কেন, এ জীবনে আমি আপনজনের স্নেহ কমই পাইয়াছি। বাবা আমাকে খুব ভালবাসিতেন, কিন্তু তাঁহাকেই বা কতটুকু পাইয়াছি? তাই হৃদয়টি বড় স্নেহবুভুক্ষু হইয়া রহিয়াছে। সেই স্নেহক্ষুধা নানাজনকে নানা সময়ে অবলম্বন করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু আশ্রয় মিলে নাই। সর্বাপেক্ষা অধিক যাহার স্নেহের জন্য আমার কাঙালপনা ছিল সে তুমি। কতবার যে আমার তাপিত হৃদয় ভিতরে ভিতরে তোমার দরজায় স্নেহ ভিক্ষার আশায় দাঁড়াইয়া থাকিয়াছে সে ইতিহাস অলিখিত থাকুক। কতবার যে আমার শ্রবণ তোমার বাবা ডাক শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়াছে তাহা আজ বলিয়া লাভ নাই। এই মরণের লগ্নটি স্থির করিবার পর তোমাকে টেলিফোনে ডাকিয়া একবার জন্মের শোধ সেই বাবা ডাকটি শুনিবার অক্ষম চেষ্টা করিলাম। তুমি ডাকিলে না। না, তুমি অস্বস্তি বোধ করিও না। আমার হৃদয়ে তোমার প্রতি কোনো অভিশাপই উদ্যত হইবে না। তোমার প্রতি আমার স্নেহ ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় অন্ধ। সেই স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়টি আজ ছুটি চাহিতেছে। পরজন্ম অবশ্যই আছে। আবার যদি জন্মগ্রহণ করি তবে যেন ঈশ্বর আমাকে সুমতি দেন। আর যেন নিজদোষে এইরূপ মরুভূমিতে বসবাস করিতে না হয়।

দুই ক্ষুদ্র মুষ্টি ভরিয়া আমাকে অকৃপণ স্নেহ দিয়াছেন বউমা। আমার মাকে সেই কোন শৈশবে

www.MurchOna.com

হারাইয়াছি। বৃদ্ধবয়সে ফের তাহার ভিতর দিয়া মা আসিলেন। বিসর্জনের বাজনা বাজাইয়া আসিয়াছিলেন। ঈশ্বরপ্রসাদাৎ তিনি আমাদের ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার হৃদয়টিকে চিনিবার চেষ্টা করিও। আমার মায়ের অপমান করিও না। মনে রাখিও তিনি যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা পাইয়াও আমাদের নিকটে আছেন। তিনি বিদায় লইলে কুললক্ষ্মী আমাদের ছাড়িবে । আমি তাঁহার মস্ত সহায় ছিলাম। আজ আর আমি থাকিব না। তুমি তাঁহার যথার্থ রক্ষক হইও।

তোমার সারা জীবন ধরিয়া পিতারূপ যে পাষাণভার চাপিয়া বসিয়াছিল আজ সেই ভার অপসৃত হইল। তোমাকে সুখী করিবার জন্য, তোমাকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য, তোমাকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আজ স্বেচ্ছায় বিদায় লইতেছি। পোস্টমর্টেমের নামে আমার দেহটি লইয়া কিছু টানাহ্যাঁচড়া হওয়ার সম্ভাবনা। ডাক্তার বিকাশ জৈনের সঙ্গে দেখা করিও। তিনি আমার সব জানেন। বিনা কাটাছেঁড়ায় আমার দেহটি তিনি হস্তান্তর করিতে সাহায্য করিবেন। কোনোক্রমেই এই মৃতদেহ কলিকাতায় নিও না। দিল্লি ভারতবর্ষের রাজধানী, সেখানেই আমার শেষকৃত্য সম্পন্ন করিও। আমার মৃতদেহ কলিকাতায় লইয়া গেলে বউমা বড় অস্থির হইবেন। সেটা অভিপ্রেত নহে।

আর একটা কথা। দিব্য চিরকাল শিশু থাকিবে না। বড় হইবে, ব্যক্তিত্ববান হইবে। তাহার প্রতি তুমি এমন আচরণই করিও যাহাতে পিতাপুত্রে সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তোমার ও আমার মতো দুস্তর দুরধিগম্য দূরত্বে দু'জনকে বাস করিতে না হয়। আমি যাহা পারি নাই তুমি তাহা পারিও।

আজ আমি সুখী ও তৃপ্ত। আমার কোনো ক্ষোভ নাই। আজ তোমাকে মুক্তি দিলাম, নিজেও মুক্তি লইলাম। আজ অনাবিল হৃদয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করি, সুখী হও, সকলকে সুখী করিয়া তোলো। বউমা ও দিব্যকে আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ করিলাম। মঙ্গলময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। ইতি,

শ্রীকৃষ্ণকান্ত চৌধুরি

ধ্রুব নিথর হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। কান্না এল না, তেমন কষ্ট হল না। শুধু বুকের ভিতরটা মথিত হয়ে একটা ডাক উঠে আসতে চাইছিল—বাবা!

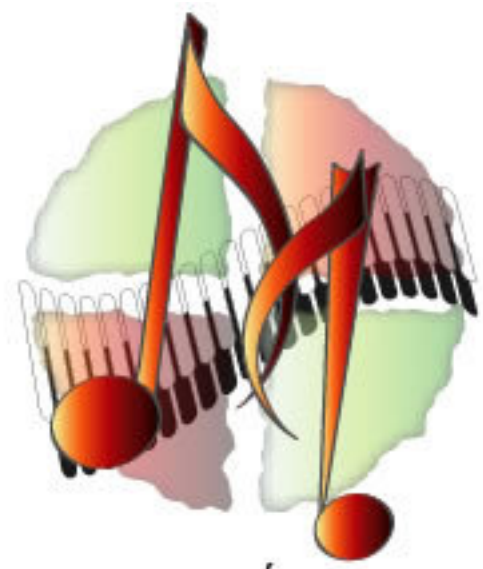

www.murchona.com

Durbin by Shirshendu Mukhopadhyay

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com